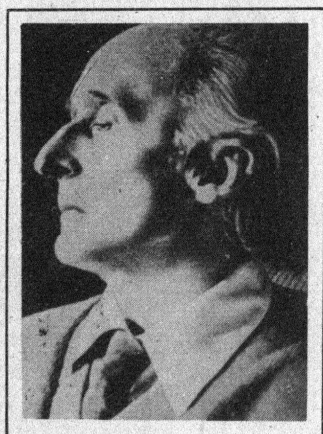
প্রকাশ ঃ নববর্ষ ১৩৯৮
স্বত্ব ঃ শ্রীমতী সাধনা বাগচী
প্রচ্ছদ ঃ দেবব্রত ঘোষ

ষাট টাকা

প্রকাশক ঃ অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০০০৪
মুদ্রক ঃ জি. সি. বি. অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ অরবিন্দ সরণী। কলকাতা ৭০০০০৫





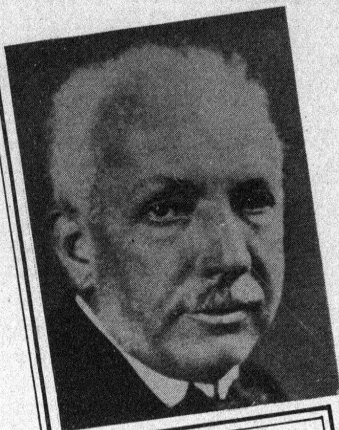




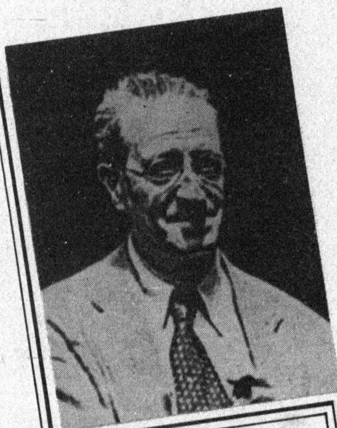
গুস্তাফ্ মাহ্লের
ফ্রেডেরিক ডেলিউস
ক্লদ দেবুসী
পিয়েত্রো মাস্কানি

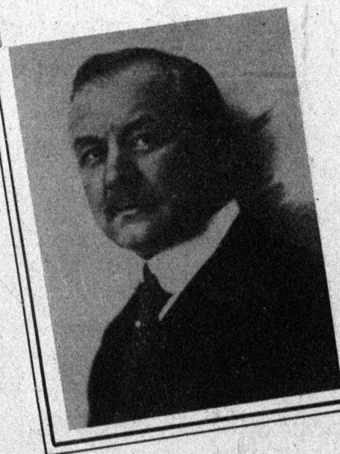
উৎসর্গ

প্রতীচ্য সঙ্গীতে আমার পথপ্রদর্শক
প্রয়াত অধ্যাপক পাউল ফুক্‌সিগ্‌
এবং
বেথোফেন-প্রেমী, বিশ্ববিশ্রুত
শ্রীসত্যজিৎ রায় -কে

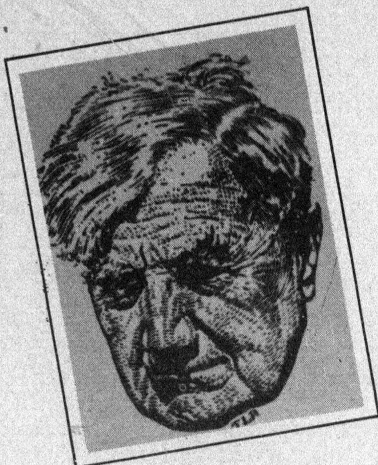








রিখার্দ স্ট্রাউস
ইয়েন সিবেলিউস
ওসকার স্ট্রাউস
ফ্রান্‌ৎস লেহার









র‍্যালফ্ ভঘ্যান উইলিয়মস্
মাক্স রেগের
সেরগেই রাখ্‌মানিনোভ
আরনল্ড স্যোন্‌বের্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

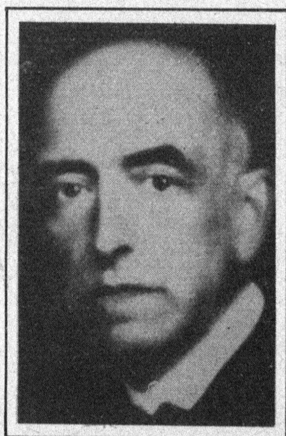
এই পুস্তকখানি প্রণয়নে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বাগচী, লেখক শ্রীদীপঙ্কর সেন, শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভানু চক্রবর্তী, শ্রীনিখিল সরকার আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।

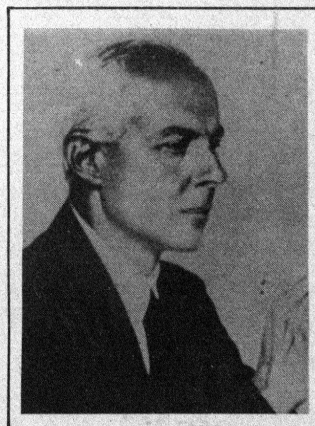
যদি "প্যাপিরাস" প্রকাশন সংস্থার শ্রীমান অরিজিৎ কুমার আগ্রহী না হতেন তবে হয়তো বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অমুদ্রিতই থেকে যেত।

ওঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।



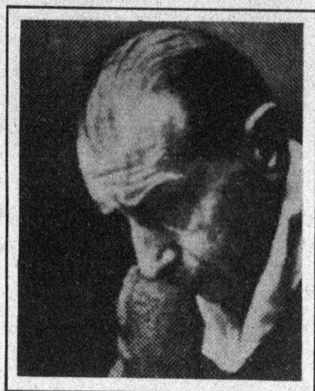


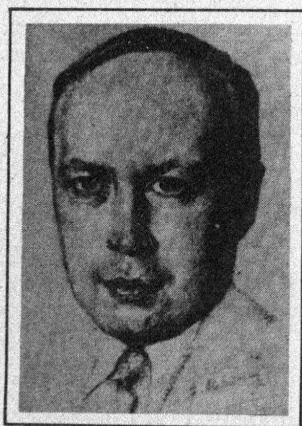


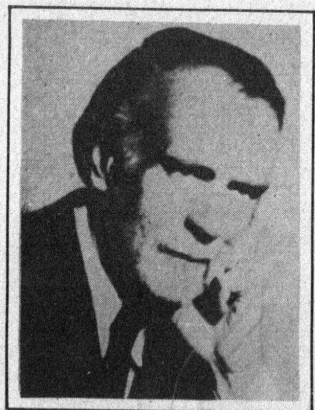


মরিশ রাভেল
ফ্রিৎস্ ক্রেইস্লের
মানুয়েল দে ফাইয়া
বেলা বারটোক্









এমেরিখ্ কাল্মান্
ইগর স্ত্রাভিন্স্কি
সেরগেই সেরগেইভিচ্ প্রোকোফিয়েভ
জোলতান কোদালী (কোদী)

আমার বক্তব্য

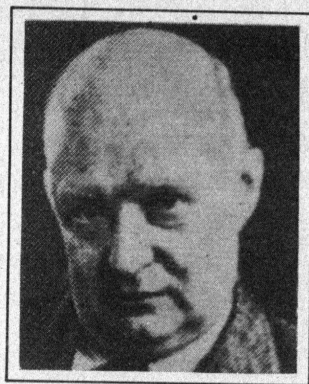
একজন পেশাদার স্নায়ুশল্যচিকিৎসক হয়ে হঠাৎ কেন প্রতীচ্য সঙ্গীতের উপর এ বইখানা লিখতে গেলাম সে প্রশ্নটা নিশ্চয়ই যে-কোনো বিশ্লেষক পাঠকের মনে উদয় হতে পারে।

আমি ছেলেবেলা কাটিয়েছি উত্তরবঙ্গের ছোট্ট পাবনা শহরে যেখানে রবিঠাকুরের গান, কান্তকবির গান, লালনফকিরের গান, অতুলপ্রসাদের গান. রামপ্রসাদের গান, নজরুল ইসলামের ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান ছিল আমাদের অতি পরিচিত ও প্রিয়। সমস্ত শহরে একটিমাত্র বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে কোনো অচেনা প্রতীচ্য সঙ্গীতের সুর ভেসে আসত। সে-বাড়িতে বাস করতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মামা ব্যারিস্টার জে. এন. দত্ত। তিনি খানিকটা বিলিতিঘেঁষা ছিলেন।

যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, একদিন দেখি পুলিসসুপার জাকির হোসেন সাহেব পুলিসদের কুচকাওয়াজের জন্য এক বিরাট বিলিতি বাজনার দল গঠন করেছেন। দলটায় ছিল ছটা ব্যাগ্‌পাইপ, চারটে ছোটো ড্রাম, দুটো মাঝারি ড্রাম. একটি বড়োড্রাম, একজোড়া বড়ো করতাল ও দুটি বিউগ্‌ল। দলপতি ছিলেন "বাঘআলি" নামক এক ব্যাগপাইপ-বাদক। দলটা রোজ সকালে-বিকালে আমাদের স্কুলের পাশের বড়ো মাঠটায় বাজনার মহড়া দিত। তারা যে-সব সুর বাজাত, শুনেছি সেগুলো সুদূর স্কট্‌ল্যান্ডের পাহাড়ীদের সুর। শহরে একটা বিয়ের বাজনদারদের দল ছিল। তাদের তোবড়ানো ও বিবর্ণ বিলিতি যন্ত্রগুলো থেকে শুধু বেরোত "অতিথি এসেছে দ্বারে··", "ধনধান্য পুষ্পে ভরা··" অথবা "যেদিন সুনীল জলধি হইতে··" ইত্যাদি চেনা বাংলা গানের বিকৃত সুর। অন্নপ্রাশন, বিয়ে সব-কিছু উৎসবেই সেই বাজনদারদের repertoire ছিল ঐ তিনটি সুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শহরের একমাত্র সিনেমায় কদাচিৎ বিলিতি চলচ্চিত্র দেখানো হত। স্মরণ আছে যে, একবার একটা খুব জমকালো নাচগানের বিলিতিছবি দেখানো হয়েছিল। আমার খুব ভালো লেগেছিল ছবিটা দেখতে, কেননা তার গানের সুরগুলো খুব ভালো লেগেছিল নূতন স্বাদের বলে।

১৯৪৩-এ যখন কলকাতায় এলাম ডাক্তারি পড়তে তখন বিলিতি ছবি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি গানবাজনার প্রতি আমার বেশ-একটু আকর্ষণ হতে লাগল।





আরথুর হোনেগ্গের
পাউল হিন্ডেমিথ
জর্জ গের্‌সুইন
ন্যোল কাউয়ার্ড





"মাদাম বোভারী" নামে একটি ছবি দেখতে গিয়ে আম প্রথম মোৎসার্ট-এর নাম শুনলাম। চলচ্চিত্রটিতে তাঁর রচিত একটি পিয়ানোর সুর প্রয়োগ করা হয়েছিল, সুরটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওটার পর-পরই আমি "মাদাম বাটারফ্লাই" নামক একটি ছবি দেখেছিলাম । ওটি প্রখ্যাত ইতালীয় সঙ্গীতকার পুচ্চিনী-কর্তৃক রচিত। ছবিটি ছিল ইতালীয় ভাষায় রচিত একটি মধুর প্রণয় কাহিনী-ভিত্তিক। একবার ইংরেজি নববর্ষে কেল্লার কাছে ইংরেজ সিপাইদের বাজনা শুনেছিলাম খুব দ্রুত লয়ের মার্চের সুরে। ইতিমধ্যে ধর্মতলার একটি পার্শি পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হল। বাড়িটাতে অসংখ্য বিলিতি গানবাজনার গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। সেই বাড়ির ছেলে পারভেজ আমাকে অনেক রেকর্ড-এর গানবাজনা শোনাত। ধীরে ধীরে আমার পরিচয় হল বেথোফেন, মোৎসার্ট, হাইডেন, স্যুবের্ট, হ্যান্ডেল, মেন্ডেলসসোন প্রভৃতির রচিত অনুপম সঙ্গীতের সঙ্গে। একবার বোম্বাই থেকে মেহেলী মেটা-নামক একজন বেহালা-বাদক ঐ বাড়িটার এক ঘরোয়া সঙ্গীতবৈঠকে অনেক সুর বাজিয়েছিলেন। আমিও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম এবং কিছুটা বুঝে বা কিছুটা না-বুঝেই সেই সঙ্গীতের আস্বাদ পেয়েছিলাম। সেই ভদ্রলোকের পুত্র জুবিন মেটা আজ পৃথিবীবিখ্যাত ন্যুইয়র্ক ফিল্‌হারমনিক অর্কেস্ট্রার পরিচালক।

সৌভাগ্যবশত আমি আমার স্নাতকোত্তর শল্যচিকিৎসা শিক্ষার জন্য পঞ্চাশ-এর দশকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। সেখানে আমাকে পাউল ফুক্‌সিগ্‌ নামক একজন অধ্যাপকের অধীনে হাতে-কলমে শল্যশাস্ত্র শিক্ষা করতে হত। অতি সুদর্শন সেই অধ্যাপককে দেখলে মনে হত যেন তিনি এক চারুকলাশিল্পী, শল্যচিকিৎসক আদৌ নন। সত্যিই তিনি ছিলেন একাধারে এক অসাধারণ শল্যচিকিৎসক ও এক সুনিপুণ বেহালাবাদক। ভিয়েনা ফিল্‌হারমনিক যন্ত্রীসংস্থার তিনি ছিলেন আজীবন সদস্য এবং প্রায়ই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানে বেহালাবাদকদের জন্য নির্দিষ্ট প্রথম সারিতে বসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর আমন্ত্রণে প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেতাম। সেখানে চারজন তারযন্ত্রীর এক সঙ্গীত বৈঠক বসত। সেই দলে অধ্যাপকমশাই ছাড়া আরও একজন বেহালাবাদক, একজন ভায়োলাবাদক ও একজন চেল্লোবাদক ছিলেন। তাঁরাও কিন্তু সবাই ছিলেন পেশায় শল্যচিকিৎসক। ঐ ছোট্ট ঘরোয়া আসরেই আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল মোৎসার্ট ও হাইডেন-এর সঙ্গীতের সঙ্গে।

অধ্যাপকমশাই আমাকে একবার উত্তর অস্ট্রিয়ার সালৎস্‌বুরগ্‌ সঙ্গীতউৎসব ও জার্মানির বাইরয়েথ্‌ শহরে ভাগ্‌নের সঙ্গীতউৎসবে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে আমার পক্ষে ভিল্‌হেলম্‌ ফ্যুর্তভেঙ্গলের, হেরবের্ট ফন্‌ কারাইয়ান্‌, অটো







রিচার্ড রজার্স
বেঞ্জামিন ব্রিটন্
দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ্ সোস্টাকোভিচ্

ক্লেমপেরের, ও লেওনার্দ বের্নস্টাইন এবং যুলিউস রুদেল-এর পরিচালনাধীন সঙ্গীত শোনবার প্রভূত সুযোগ হয়েছিল। ফ্যুর্তভেঙ্গলের বেথোফেন্-এর নবম সিম্ফনিটি পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক গুরুগম্ভীর জার্মান ব্যক্তিত্ব।

মাস্টারমশাই আমাকে অনেক ভালো ভালো প্রতীচ্যসঙ্গীতবিষয়ক পত্রপত্রিকা পড়তে দিতেন। সেগুলো পড়ে ও উচ্চমানের সঙ্গীতশ্রবণের অবাধ সুযোগের ফলশ্রুতি আমার এই বইখানা। বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর সর্বত্র আজ সঙ্গীতের এক পুনরভ্যুত্থান চলেছে। ইয়াহুদি মেনুহীন এবং বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীত মিলেমিশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন, তাই সৃষ্ট হয়েছিল তাঁর রচিত প্রতীচ্যসঙ্গীতের সুরভিত্তিক বহু "ভাঙা গান"।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদানও এ বিষয়ে কম নয়। তিনিও প্রতীচ্যসঙ্গীতের সুরে বহু বাংলাগান সৃষ্টি করেছিলেন, অপরদিকে তাঁর পুত্র দিলীপকুমার রায় বিদেশে পাশ্চাত্যসঙ্গীত শিক্ষা করে দেশ ফিরে সেই সঙ্গীতের ধারা বাংলাসঙ্গীতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম তাঁর বহু বাংলাগানের সঙ্গে প্রতীচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের সুরের এক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০–১৯১৪) প্রতীচ্য সঙ্গীত শিক্ষান্তে ফিলাডেলফিয়া ও অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব্ ম্যুজিক ডিগ্রী লাভ করেছিলেন এবং তিনি প্রতীচ্য বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে 'যন্ত্রকোষ' নামক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন।

ছোটোবেলায় এক মহিলার কণ্ঠে রেকর্ডে একখানি গান প্রায়ই শুনতাম –

"চাঁদ হাসিছে আকাশে,
তবু তো বঁধুয়া নাহি আসে
তাইতো চরণে যাচিগো শরণ,
তবু কেন আঁখি জলে ভাসে ॥"

গানটির সুর অকৃত্রিমভাবে ফ্রানৎস্ লেহার-এর একটি ভালৎস্ থেকে ভাঙা। সুতরাং বহুদিন হল জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে প্রতীচ্যসঙ্গীত আমাদের বাংলাসঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গেছে।

আজ রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ কানে আসে স্কুটারের হর্ন-এ বাজছে বেথোফেন-এর "Fuer Elise"-এর সুর। পানের দোকানে রেডিওতে চলছে এক গুরুষকণ্ঠের

"এতনা মুঝ্‌সে তু প্যার বড়হা,
মৈ এক পাগল আওয়ারা
ক্যয় সে কিসিকা সাহারা বন্‌
মৈ খুদ বেঘর বান্‌জারা।"

হঠাৎ মনে হল সুরটা তো স্যুবের্ট-এর তৃতীয় সিম্ফনি থেকে ভাঙা ! বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে' আমি দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত গানটির অনুসরণে করেছি।

কলিকাতা

মহাষ্টমী

১০ আশ্বিন ১৩৯৭

অশোক বাগচী

যুগে যুগে প্রতীচ্য সঙ্গীত

মানব-উদ্ভাবিত সঙ্গীতকলা যুগ ও সময়োপযোগী অন্যতম কলা । গুহাবাসী আদিম মানুষ থেকে বর্তমান নভশ্চর মানুষের সঙ্গীতও তদনুপাতেই ধীরে ধীরে সময় ও সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্ট হয়েছে । হঠাৎ মানুষ কিভাবে সঙ্গীতসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিল সে-ঘটনা আজও অবিদিত । হয়তো প্রাকৃতিক ধ্বনি যথা, পাখির মধুর কূজন, বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, মেঘের গর্জন, নদীপ্রবাহের কুলুকুলু শব্দ ইত্যাদি থেকে মানুষ নিজের কল্পিত সঙ্গীতের সুর, আদিম বাদ্যযন্ত্রাদি বা কণ্ঠস্বরের সাহায্যে অনুকরণ করত । প্রথমত হয়তো অশুভ ভৌতিক প্রভাবের দূরীকরণ অথবা অলৌকিক শক্তির স্তুতি ইত্যাদির জন্য সেই আদিম সঙ্গীত প্রযুক্ত হত । লোককথায় আছে যে, অতি প্রাচীনকালে একবার বঙ্গদেশে প্রচণ্ড খরা হয়েছিল এবং এক সঙ্গীতজ্ঞের আবাহনী সঙ্গীতের ফলে বৃষ্টি হয়ে সেই খরার হাত থেকে বঙ্গদেশ রক্ষা পেয়েছিল । এখনও আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানেরা ছড়া কেটে বা গান গেয়ে খরার সময় বৃষ্টিকে আহ্বান করে । বহু আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও সঙ্গীতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয় ।

প্রাচীন গ্রীকেরা মনে করত যে, সঙ্গীত মানবমনের অন্তস্তল থেকে উদ্ভূত হয়ে অপর মানুষকে শান্ত করে । ডোরীয় সঙ্গীত ছিল শৌর্য ও বীর্যের ভাবসঞ্চারী, অন্যদিকে লিডীয় সঙ্গীত মাদকতা, হর্ষ ও লাস্য-বিকাশী । গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খ্রী-পূ ৪২৯—৩৪৭) বলতেন যে, যুবকদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে সঙ্গীতের বিশেষ প্রয়োজন । তাঁর ছাত্র অ্যারিস্টট্ল (খ্রী-পূ ৩৮৩—৩২০) বলতেন যে, সঙ্গীত মানুষের মনকে শোধন করে । সেইজন্যই প্রাচীন গ্রীসে মানসিক রোগগ্রস্তদের রোগ-নিরাময়ের জন্য তাদের সমক্ষে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা হত । অ্যারিস্টট্ল আরও বলেছেন যে, সঙ্গীত নির্মল আনন্দদায়ক এবং পরিশ্রান্ত মনকে শান্ত করবার এক প্রকৃষ্ট উপকরণ । অপর এক গ্রীক দার্শনিক ফিলোডেমুস্ (খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দী) বলতেন যে, সঙ্গীত কেবল এক আরামদায়ক বিধি মাত্র, ভালো খাদ্য ও পানীয়ের মতোই উপভোগ্য মাত্র ।

প্রাচীন গ্রীসে কেবলমাত্র কণ্ঠসঙ্গীতের প্রচলন ছিল এবং সেগুলি তৎকালীন কাব্যভিত্তিক । অর্ধবৃত্ত মুক্তাঙ্গন, ধর্মীয় নাটমন্দির ও মুক্তমঞ্চের উপর সেইসব সঙ্গীতসহকারে নৃত্যানুষ্ঠানও করা হত । ডেল্ফী নগরীর পীথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা,

অলিম্পিক নগরীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য উৎসবে "নোমই" নামক কবিতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গীতও অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীন গ্রীক সঙ্গীতের কোনো প্রামাণ্য পুস্তকাদি পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ পিথাগোরাস্ (খ্রী-পূ ৫৮২-৫০০) সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরের তারতম্যের উপর এক মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণা অনুসরণ করে রোমক বৈজ্ঞানিক ব্যোথিয়ুস (আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টাব্দ) আরও অনেক গবেষণা করেন। প্রাচীন গ্রীসে মহিলা সঙ্গীতকারেরা বাঁশি বাজাতেন।

রোমকেরা গ্রীকদের কাছ থেকেই সংগীতের আদি সূত্র লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য আদৌ কোনো প্রচেষ্টা করেন নি। সেখানে ক্রীতদাসেরা প্রভুর নিছক আনন্দের জন্য মাদকসহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করত। কোনো প্রকৃত গুণী ব্যক্তি প্রাচীন রোমে সঙ্গীতশিক্ষা নিতেন না। বিকৃতমস্তিষ্ক রোমক সম্রাট নেরো কখনও কখনও উত্তেজিত হলে বীণা বাজাতেন।

খ্রীস্টের জন্মকাল থেকে শুরু করে য়ুরোপে মুখ্যত কণ্ঠসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হত। সমকালীন সঙ্গীত-রচয়িতারা সুরের অনেক বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করেছিলেন। আদি খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহুদীদের রচিত ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হত। প্রাচীন ইহুদীরা ভেড়ার শিং থেকে তৈরি শিঙার আওয়াজ করে জনসাধারণকে উপাসনার জন্য আহ্বান করতেন। ইসলাম ধর্ম প্রচলনের পর মুসলমানেরা ইহুদীদের শিঙাবাদন থেকে তূর্যধ্বনি করা শিখেছিল। ইহুদীদের সেই শিঙার সুর প্রাচ্যের সুর কেননা ইহুদীরা প্রাচ্যদেশীয়।

রোমক ধর্মীয় নেতা অগাস্টিন (খ্রী. ৩৫৪-৪৩০) বলেছিলেন যে, সঙ্গীত আত্মাকে শোধন করে এবং ভগবদ্ভক্তিতে মনকে আপ্লুত করে। তিনি ছয়খানি সঙ্গীতপুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন এবং সঙ্গীতে তাল ও সুরের সমন্বয়ের উপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। পোপ গ্রেগরী (খ্রী. ৬০০) খ্রীস্টধর্মসঙ্গীতের এক বিশেষ ধারার প্রবর্তক।

রোমানেস্ক যুগের সঙ্গীত

এক হাজার খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালকে য়ুরোপে "রোমানেস্ক" যুগ বলা হয়। সে যুগের সঙ্গীতের ধারা সমকালীন কলা ও কৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই বিশেষ ধারা গৃহনির্মাণ, গীর্জার স্থাপত্য, চারুকলা ইত্যাদি সব-কিছুতেই পরিলক্ষিত হত। তৎকালে ধর্মীয় সঙ্গীত বিশেষ প্রচলিত হয়েছিল। ফরাসি দেশের প্রভেঁশ প্রদেশের চারণকবিরা ও "মিন্নে সিঙ্গার্স" নামক জার্মানগণ গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘরে ধর্মসঙ্গীত গাইত। ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের দেশের বাউল, বৈরাগী ও মুর্শেদীদের মতো।

সে-সময় প্রথম বিভিন্ন পর্দার কণ্ঠস্বরের সমন্বয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গীতকে বলা হত "পলিফোনিক" সঙ্গীত। উক্ত সঙ্গীত থেকেই ভবিষ্যতের "কোরাস" বা সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের সূচনা।

গথিক যুগ

রোমানেস্ক যুগের পরবর্তীকালকে বলা হয় "গথিক যুগ"। গথিক কথাটা এসেছে প্রাচীন টিউটন জাতির "গথ" নামক শাখা থেকে। গথেরা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তীকালে প্রাচীন ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনে রাজত্ব করত। সেই সময়ের স্থাপত্যকে গথিক স্থাপত্য বলা হয়, যে স্থাপত্যে উচ্চতাকে প্রাধান্য দেওয়া হত।

তৎকালীন সঙ্গীত রোমানেস্ক যুগের সঙ্গীতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। নেদারল্যান্ডে সেই যুগের সঙ্গীত খুব উৎকর্ষলাভ করেছিল এবং যার প্রভাব ক্রমে ক্রমে ফরাসি সঙ্গীতের ওপর বিস্তৃত হয়েছিল। পারী শহরের নতর্‌দাম গীর্জা এবং সোরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময় বুনিয়াদি সঙ্গীতের উপর গবেষণা করা আরম্ভ হয়। সেই সময় "মোতে" (গাথা) নামক সঙ্গীতের প্রচলন হয়েছিল। সে-যুগের সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ সহজবোধ্য ছিল না, শ্রোতৃবর্গ কেবলমাত্র শব্দানুভব করেই তৃপ্ত হত। উক্ত সঙ্গীতের সময় নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ করা হত কেননা সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের খুব অভাব ছিল।

১৫শ থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত নেদারল্যান্ডের সঙ্গীতশৈলী সমগ্র য়ুরোপে বিস্তারলাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লুড্‌ভিগ্ ভান্ বেথোফেন্-এর পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন নেদারল্যান্ডবাসী।

১৪শ শতক পর্যন্ত ইতালির গীর্জায় একক কণ্ঠসঙ্গীতকে প্রাধান্য দেওয়া হত। ক্রমে ক্রমে ইতালিতে "মাদ্রিগাল" ও "কাচ্চিয়া" নামক সমবেতসঙ্গীত প্রচলিত হল। ধর্মীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এল "কাপ্পেলা" নামক একপ্রকার সমবেত সঙ্গীত। সেই সময় পালেস্ত্রিনা নামক এক সঙ্গীতজ্ঞ খুব খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

রেনেশাঁস যুগ

গথিক যুগের পরবর্তীকালকে রেনেশাঁস (নবজাগরণ) যুগ বলা হয়। ঐ সময় সমাজে ধর্মযাজকদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ প্রাধান্যলাভ করে। ব্যবসায়িক বিস্তার ও নূতনধরনের শিল্পকলা প্রবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে জনসাধারণের মনোভাব ও জীবনধারায় পরিবর্তন হতে থাকে এবং আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তারা প্রাচীন কলা ও কৃষ্টি পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। স্থাপত্যের উত্তালতা হ্রাস পায়

এবং ভারীবুনিয়াদি স্থাপত্যশিল্পের প্রচলন হয়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সেই পরিবর্তনকে লাতিনে বলা হত "দারে স্পিরিতো ভিভো আইয়ে পারোলে" অর্থাৎ কথার মধ্যে জীবন্ত ভাবসংযোজন। হাইনরিখ্ গ্লারিয়েন (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ) নামক এক সুইস সঙ্গীতবিশারদ সঙ্গীত-এর ভাবধারাকে চিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। মুঘলযুগে আমাদের দেশেও অনুরূপ রাগ-রাগিণীর চিত্রণ করা হত। বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রশিল্পী রাফায়েল ও সঙ্গীতজ্ঞ পালেস্ত্রিনা রেনেশাঁস যুগ-এর সঠিক চিত্রণে সমর্থ হয়েছিলেন, অবশ্য একজন চিত্রের মাধ্যমে, অপরজন সঙ্গীতের মাধ্যমে। বিভিন্ন স্বরের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে "হারমনি" সঙ্গীতশৈলী রেনেশাঁসযুগের একটি বিশেষ অবদান। ঐ আমলে সঙ্গীতের উন্নতিসাধনে বহুল প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। "ভার্জিনাল" নামক একটি প্রাচীন তারযন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে সঙ্গীত রচনা করা হত। সমগ্র য়ুরোপেও তখন যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতিসাধনের উপর প্রখর দৃষ্টিপাত করা হয়। প্রথম প্রথম যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতের সুরের অনুকরণে বাজানো হত (গায়কি ঢঙ), কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উপযোগী সঙ্গীতরচনার সূচনা হয়। সে-সময় বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে অর্গ্যান ও বর্তমান ম্যান্ডোলিনের মতো দেখতে ল্যুট্-নামক একপ্রকার তাঁতের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল সর্বাধিক।

অপেরা বা গীতিনাট্যের উৎকর্ষও সেইসময় আরম্ভ হয়। ১৫৮১-তে পারীর কাথেরিন দ্য মেদেচী-এর গৃহে একটি মুকনৃত্যনাট্য বা ব্যালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাটিকাটির নাম ছিল "বালে কমিক্ দ্য ল'রাইন"। য়ুরোপের সমস্ত রাজদরবারে ঐ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল।

বারোক যুগ

রেনেশাঁস-এর পরবর্তীযুগকে বারোক যুগ (আনুমানিক ১৬৬০–১৭১৫) বলা হয়। বারোক কথাটির অভিধানগত অর্থ বিসদৃশ, পেঁচানো, জটিল ও অসম (সংস্কৃত—বক্র)। কথাটি তৎকালীন স্থাপত্যের বর্ণনায় ব্যবহৃত হত। রেনেশাঁস যুগের সুসম, সুশৃঙ্খল ও মনোরম স্থাপত্যশিল্পের ঠিক বিপরীতধর্মী হল বারোক স্থাপত্য। মনে হয় বারোক যুগ-এর কলাশিল্পীরা ঐরকম কলাশিল্পের মধ্য দিয়ে রেনেশাঁস যুগ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিদর্শন মেলে।

এই যুগকে যন্ত্রসঙ্গীতের সুবর্ণযুগ বলা হয়। বহু বাদ্যযন্ত্রের স্বরের সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন যন্ত্রসঙ্গীত উদ্ভাবিত হয়। সেইসব যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ নামকরণ করা হয়েছিল যথা "কনচের্তো গ্রোসো" (মহাঐকতান)", "ওভেরতুর" (আলাপন) ইত্যাদি। এক বা একাধিক যন্ত্রসংযোজনকে বলা হত "সোনাটা"।

আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আলাপ, জোড়, ঝালা, গত্ ও গায়কী-এর মতো সোনাটাও নানাপর্যায়ে ভাগ করে বাজানো হত। সেই সমস্ত ভাগের নানারকম লাতিন নামকরণ করা হয়েছিল যথা "সিলেন্তিউম্" (শান্ততা), ইন্ত্রোদুজিওনে" (আলাপ); "সেরৎসো" (হাসিঠাট্টা); "আদাজিও" (অতি ধীরে); "আন্দান্তে" (কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্র); "আদাজিও কোন্ সেন্তিমেন্তো" (ধীরে এবং ভাবাপ্লুত), "পিয়ানো" (নিয়ম মাফিক), অনেকটা আমাদের রেজাখানী বা মসিদখানী বাজ-এর মতো; "স্মোরজান্দো" (দুঃখবিহ্বল); "মেইস্তোসো" (ওস্তাদী, অনেকটা আমাদের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সওয়াল-জবাবের মতো);"কাপ্রিচ্চিত্তসো" (প্রাণোচ্ছল); "পাসাজিও ক্রোমাটিকো" (গায়কী বা গত্); "ফুগা দেল্ দিয়াভোলো" (রাগমালা); "ফোর্তে ভিভাচে" (ঝালা); "ফোর্তিসিমো ভিভাচিসিমো" (দ্রুতলয়ের ঝালা); "ফিনালে ফুরিওজো" (সর্বোচ্চ লয়ের ঝালা); "ব্রাভো ব্রাভিসিমো" (প্রশংসা প্রার্থনা) ইত্যাদি। ঐ অভিব্যক্তিগুলো ছাড়াও বহু সঙ্গীতজ্ঞ তাঁদের নিজস্ব মনোভাব আরও বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। যদিও আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরানার মতো প্রতীচ্য সঙ্গীতের কোনো ঘরানা নেই কিন্তু প্রত্যেক বিশিষ্ট রচয়িতার রচনাশৈলী তাঁর নিজের সঙ্গীতের ধরন থেকেই বোঝা যায় বা চেনা যায় যেমন ঃ মোৎসার্ট, বেথোফেন ও ভাগ্নের-এর সঙ্গীত ভিন্নধর্মী। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজগতের এক দিক্‌পাল যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্ (১৬৮৫–১৭৫০)-এর পঁয়ষট্টিজন অধস্তন বংশধর সঙ্গীতচর্চা করতেন। উক্ত দীর্ঘ বংশ-পরম্পরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিরল।

ঐ যুগে 'ক্লাভিকর্ড' এবং 'চেম্বালো' নামক দুটি তারযন্ত্রের প্রচলন হয়। ক্লাভিকর্ড, হারপ্‌সি কর্ড, হামার ক্লাভিয়ের এবং পিয়ানো সবকটি যন্ত্রই লায়ার বা হার্প থেকে উদ্ভূত। আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতে বহুল প্রচলিত "সুরমণ্ডল" মধ্যয়ুরোপীয় "জিথার" যন্ত্রের এক অনুকরণ মাত্র। অধুনা সুপ্রচলিত "সন্তুর" যন্ত্রটিও হামার ক্লাভিয়ের-এর সমতুল। বারোকযুগে ভেনিস-এর সানমার্কো গীর্জায় দু'টি অর্গ্যান ও একটি কণ্ঠসঙ্গীতের দল ছিল। পরবর্তীকালে সেখানে একটি যন্ত্রসঙ্গীতের দলও গঠন করা হয়। সেই যুগের অর্গ্যানকে "বারোক অর্গ্যান" বলা হত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সে-এময় "তোক্কাটা" (স্বল্পস্পর্শের এক বাদনশৈলী), "ফুগ্" (রাগমালা) প্রভৃতি রচিত হত।

সে সময় গীতিনাট্য বা অপেরা-এর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বহু সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার ওপর ভিত্তি করে সেইসব গীতিনাট্য রচিত হত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রতীচ্য সঙ্গীতজগতে বারোকযুগে সঙ্গীতশৈলী অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। সেই যুগেই বিখ্যাত যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্ ও গেওর্গ ফ্রিদ্‌রিক্ হ্যেন্ডেল জের্জ ফ্রেদেরিক্ হান্ডেল)-এর জন্ম হয়েছিল।

রোকোকো যুগ

বারোক যুগের পরবর্তী ষাটবৎসর কালকে রোকোকো যুগ বলা হয়। রোকোকো কথাটির যথার্থ বাংলা অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। ঐ সময় চারুকলায় ঝিনুক ও হাল্‌কা রঙের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। "রোকোকো" কথাটির অভিধানগত অর্থ, ঝিনুকে আচ্ছাদিত সমুদ্রতটবর্তী গুহা বা রক্ কেভস্। এককথায় ১৮শ শতকের প্রায় পুরোটাই রোকোকো যুগ। ঐ সময় মানুষ আনন্দে ও বিলাসে গা ঢেলে দিয়েছিল।

এইসময়ের সঙ্গীতের ধারাকে মুখ্যত "গালান্ত" বা বীরত্বব্যঞ্জক বলা হত এবং সঙ্গীতগুলি রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য রচিত হত। এছাড়া "দিভ্যারতিমেন্তো", "সেরেনাদ"-নামক নূতন ধরনের সঙ্গীতও সেইসময় প্রচলিত হয়। উক্ত দুইপ্রকার সঙ্গীতের মধ্যে প্রথমটি একপ্রকার ঘরোয়া সঙ্গীত এবং দ্বিতীয়টি মুক্তাঙ্গনের নৈশসঙ্গীত।

রোকাকো যুগে যন্ত্রসঙ্গীতশৈলী চরম উৎকর্ষলাভ করেছিল। তৎকালীন বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল লেইপ্‌ৎজিগের "ম্যুজিক্ ফেরাইন" এবং "গেভান্দহাউস কন্‌সার্টস"; পারী-এর "কন্‌চের্ত স্পিরিতুয়েল"; লন্ডনের "আকাডেমি অব্ এনসিয়েন্ট মিউজিক" ও হান্ডেল-এর সঙ্গীতগোষ্ঠী। গালান্ত সঙ্গীতের প্রচলন ছিল প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী। ধীরে ধীরে "সেন্টিমেন্টাল" বা আবেগময় সঙ্গীত-এর প্রচলন হল। জার্মানদেশের "স্তুরম্ উন্ট দ্রাঙ্গ" অর্থাৎ "ঝটিকা ও জনতাশীর্ষক" সাহিত্যিক মতবাদ, এবং রুশো কর্তৃক বাস্তববাদের চিন্তাধারা প্রবর্তনের ফলে রোকোকো যুগের সঙ্গীত আবার হাস্য ও লাস্য-বর্জিত হতে আরম্ভ করল। সেই অন্তর্বর্তীকালকে অনেকে নূতন রেনেশাঁসযুগ বলে অভিহিত করেন।

ক্লাসিসিজম্

রোকোকো'র পরবর্তী যুগের সঙ্গীতধারাকে 'ক্লাসিসিজম্' বলা হয়। ঐ সময় যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরসমন্বয় বা সিমফনাইজেশন্ বহুল প্রচলিত হয়। স্বরসমন্বয়করণ শুরু হয়েছিল বারোক যুগে কিন্তু ক্লাসিক্যালযুগে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। জার্মানির মান্‌হাইম্ শহরে "মান্‌হাইমের" খেতাবধারী স্টামিৎস্, রিক্‌টের ও কানাবিখ্-নামক সঙ্গীতজ্ঞেরা উক্ত সঙ্গীতশৈলীর উন্নতিকারক। ওঁদের মধ্যে একজন যন্ত্রসঙ্গীতে "ক্রেসেন্দো" এবং "ডেক্রেসেন্দো" অর্থাৎ আরোহী ও অবরোহী প্রথার প্রবর্তক। অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে স্বরবিন্যাস ধাপে ধাপে করা হত কিন্তু সে-বাদন একবারেই শ্রুতিমধুর ছিল না। উক্ত শৈলীকে বলা হত "তেরাসদিনামী" অর্থাৎ সোপান-

আরোহী।

মানহাইমেরদের প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে যোশেফ হাইডেন, মোৎসার্ট ও বেথোফেন -কর্তৃক উন্নীত হয়। হাইডেন এবং মোৎসার্ট উভয়কেই রোকোকো ও ক্লাসিসিজমযুগের প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ বলা যায়। বেথোফেন রাষ্ট্রবিপ্লব এবং নেপোলিওঁ বোনাপার্ত-এর উত্থান ও পতন স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁর রচিত সঙ্গীতে উক্ত ঘটনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনায় এক বিদ্রোহের সুর পাওয়া যায় যেমনটি দেখা যায় আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত রচনার মধ্যে।

রোম্যান্টিসিজম্

পরবর্তী যুগের নাম 'রোম্যান্টিক' যুগ অর্থাৎ এক কল্পনাবহুল, অযৌক্তিক, স্বপ্নবিহ্বল ও অবাস্তব চিন্তাধারার যুগ। ১৮শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই কালের বিস্তৃতি। রুশো'র কট্টর চিন্তাধারা এবং বাস্তবতার সঙ্গে এইযুগের লোকেরা আপস করতে পারেন নি, সেইজন্য তাঁরা রোম্যান্টিক যুগে এক কাল্পনিক জীবনধারার চিন্তা করতেন। এইসময়েই মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় এবং শুরু হয় "ন্যাশনাল রোম্যান্টিসিজম্"-এর । সমকালীন সঙ্গীতরচয়িতারা সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশে সঙ্গীত রচনা করতেন এবং বলতেন সঙ্গীত সমস্ত কলার উর্ধ্বে এবং জাগতিক বৈষয়িক চিন্তাধারার থেকে অনেক উচ্চস্তরের। শ্লেগেল নামক পণ্ডিত বলেছেন যে, রোম্যান্টিকযুগের স্থাপত্য "গেফ্রোরেনে ম্যুজিক্" অর্থাৎ জমাটবাঁধা সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময়েই কাব্যসঙ্গীত আরম্ভ হয় এবং সঙ্গীতরচয়িতা কবিদের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল "টোন-পোয়েট" অর্থাৎ সুরজ্ঞ কবি। তৎকালীন সঙ্গীতরচয়িতারা যন্ত্রসঙ্গীত রচনার জন্য সাহিত্যাশ্রয়ী হন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মেন্ডেলসসোন-এর রচনা "সংস্ উইদাউট্ ওয়ার্ডস", স্যুমান-এর "ফান্তাসিস্ট্যুকে" ও গ্রীগ্-এর "লিরিক্যাল্ পীসেস" সাহিত্যভিত্তিক। দেশাত্মবোধক কবিতাভিত্তিক গণসঙ্গীতও এই সময়ে প্রচলিত হয়েছিল।

ইমপ্রেশনিস্টিক্ যুগ

১৮৭০ থেকে ফরাসি কলাশিল্পী ম্যানে, মোনে, পিসারো, রেনোয়া এবং দেগা এক অদ্ভুত চিত্রাঙ্কনশৈলী প্রবর্তন করেন। তাঁদের অঙ্কিত চিত্রে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর বাস্তবিক রূপায়ণ হত না, শিল্পী স্বকীয় চিন্তানুযায়ী চিত্রাঙ্কন করতেন। সাধারণ দর্শকের পক্ষে সেইসব চিত্রের মর্মোপলব্ধি করা অতি দুরূহ ছিল। এইযুগকে বলা হয় "ইমপ্রেশনিস্টিক" যুগ। সঙ্গীতজগতে ক্রমবর্ধমান জার্মান প্রভাবের হাত থেকে নিস্তার

পাবার জন্যই ফরাসিরা ইমপ্রেশনিজমের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাহিত্যিক বোদেলিয়ে, মেতেরলিঙ্ক ও ভের্লেন প্রভৃতির রচনাতেও ইমপ্রেশনিস্টিক ধারা পরিলক্ষিত হত। সঙ্গীতজ্ঞ দেবুসী-এর রচনাগুলি যুগোপযোগী। তাঁর রচনা প্রকৃতিবিদ্বেষী। ইনিই বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীর অসমঞ্জস সঙ্গীতরচনার পথিকৃৎ।

ইমপ্রেশনিজম্ কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হল না। লোকের মনে ইমপ্রেশনিজমের বিরুদ্ধভাবের উন্মেষ হল। জঁ কক্‌তো-এর মতে ইমপ্রেশনিজম্ যুগের সঙ্গীত 'রেশমের তুলি দিয়ে আঁকা' সঙ্গীতের পরিবর্তে নির্মম কুঠারাঘাতে সঙ্গীত রচনার সমতুল্য!"

এক্সপ্রেশনিজম্

পরবর্তী যুগের নাম এক্সপ্রেশনিজম্-এর যুগ। কুর্ট সাকস্ নামক জার্মান পণ্ডিত বলেছেন যে, মানুষের অবচেতন মনের প্রকাশ্য রূপদানই "এক্সপ্রেশনিজম্-"এর মূলকথা। এককথায় মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েড্ মানুষের অবচেতন মন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন "এক্সপ্রেশনিজম্" সেই মতবাদভিত্তিক। উক্ত মতাবলম্বীরা বলতেন যে, আলোকচিত্র কোনো কলাই নয়। তাঁদের অঙ্কিত হিজিবিজি দুর্বোধ্য চিত্রই শিল্পীর আসল আত্মিক বহিঃপ্রকাশ। আরনলড্ স্যোনবের্গ নামক সমকালীন সঙ্গীতরচয়িতা সেই যুগোপযোগী সঙ্গীতরচনায় সচেষ্ট হয়ে "আটোনাল" বা সুরবর্জিত সঙ্গীত নামে একপ্রকার নূতন সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। তাঁর দেখাদেখি ভিয়েনাবাসী সঙ্গীতজ্ঞ আলবান বের্গও অনুরূপ প্রচেষ্টায় অগ্রণী হন। ক্রমে ক্রমে ঐ সঙ্গীত ফ্রান্স, ইতালি, ইংলন্ড ও মার্কিনদেশে প্রসারিত হয়। সুইস্ সঙ্গীতজ্ঞ ফ্রাঙ্ক মার্টিন এবং ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ লুইজী দাল্লাপিকোলা উক্ত নূতন ধারার সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে মৌলবাদী সঙ্গীতজ্ঞ বার্টোক, স্ত্রাভিনস্কি প্রভৃতিরা পুনরায় প্রচলিত সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। হোনেগের কর্তৃক রচিত সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত "কিং ডেভিড" সেই পুনরুজ্জীবনের একটি উদাহরণ। পাউল হিন্ডেমিথ্ এবং রিখার্দ স্ট্রাউস প্রভৃতিরা বলেছিলেন যে, কোনো প্রচলিত সঙ্গীতের মধ্যে সুরবর্জিত সঙ্গীত-এর দু-এক কলি মিশিয়ে দিলে শুনতে মন্দ লাগে না। রিখার্দ স্ট্রাউস-এর "এলেকত্রা" এবং "সালোমে" সঙ্গীতালেখ্য দুটিতে উক্ত উক্তি প্রমাণিত হয়েছে। সেই সুরবর্জিত সঙ্গীত থেকেই বর্তমানের অতি জনপ্রিয় "জ্যাজ্" সঙ্গীতের উদ্ভব। সাবেকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যাজ্ মিশিয়ে "ক্ল্যাসিক্যাল জ্যাজ্" নামক এক নূতন সঙ্গীত এখন ক্রমে জনপ্রিয় হয়েছে। সুতরাং স্বতঃই বোঝা যায় যে, প্রতীচ্যের সঙ্গীতের নবীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরিক্ষা অবিরাম চলেছে এবং চলতে থাকবে।

সূচি

আমার বক্তব্য ১

যুগে যুগে প্রতীচ্য সঙ্গীত ৫

বিখ্যাত প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনালেখ্য :

জিওভান্নি পিয়েরলুইজিদা পালেস্ত্রিনা	Giovanni Pierluigida Palestrina	১৭
হেনরী পারসেল	Henry Purcell	১৮
আন্তোনিও ভিভাল্দি	Antonio Vivaldi	১৯
যোহান্ সেবাস্তিয়ান্ বাখ্	Johann Sebastian Bach	২০
গেওর্গ ফ্রিদেরিখ্ হ্যেন্ডেল	George Frideric Handel	২৩
কৃস্তোফ্ গ্লুক্	Christoph Gluck	২৫
ফ্রানৎস্ যোসেফ্ হাইডেন	Franz Joseph Haydn	২৭
লুইজি বোক্কেরিনি	Luigi Boccherini	৩০
আন্তোনিও সালিয়েরি	Antonio Salieri	৩১
ভোলফ্‌গাং আমাদেউস মোৎসার্ট	Wolfgang Amadeus Mozart	৩২
মারিয়া লুইজী কেইরুবিনী	Maria Luigi Cherubini	৩৫
লুডভিগ্ ভান্ বেথোফেন	Ludvig van Beethoven	৩৬
কার্ল মারিয়া ফন্ ভেবের	Carl Maria Von Weber	৪৩
ফ্রানৎস্ স্যুবের্ট	Franz Schubert	৪৫
গেতানো ডোনিজেত্তি	Gaetano Donizetti	৪৭
জিওয়াচ্চিনো রসিনী	Gioacchino Rossini	৪৮
নিক্কোলো পাজানিনি	Niccolo Paganini	৪৯
ভিনচেঞ্জো বেল্লিনী	Vincenzo Bellini	৫০
যোসেফ লান্নের	Joseph Lannner	৫১
হেক্তর লুইজে বেরলিওজ্	Hector Louise Berlioz	৫২
মিখাইল ইভানোভিচ্ গ্লীঙ্কা	Michael Ivonovitch Glinka	৫৫
যোহান স্ট্রাউস ১	Johann Straus I	৫৬
ফেলিক্স মেন্ডেলস্‌সোন	Felix Mendelssohn-Bartholdy	৫৭
ফ্রেদেরিক শ্যোপাঁ	Frederic Chopin	৫৯

ফ্রানৎস্ লিজ্‌ৎ	Franz Liszt	৬২
রিখার্ড ভাগ্‌নের	Richard Wagner	৬৫
জাক্ ওফেনবাখ্	Jacques Offenbach	৬৭
রোবের্ট স্যুমান্	Robert Schumann	৬৮
জিউসেপ্পে ভের্দি	Giuseppe Verdi	৬৯
শার্ল গুনো	Charles Gounod	৭১
ফ্রানৎস ফন্ সুপ্পে	Franz von Suppe	৭২
সেজার ফ্রাঙ্ক	Cesar Frank	৭৩
আন্তোন ব্রুকনের	Anton Bruckner	৭৫
ফ্রিদরিখ্ (বেদরিচ) স্মেটানা	Friedrich Smetana	৭৭
যোহান স্ট্রাউস-২	Johann Strauss-II	৭৯
স্টিফেন ফস্টার	Stephen Foster	৮২
আলেকজান্দার পোরফিরিভিচ বোরোদীন	Alexander Porphyrievich Borodin	৮৩
যোহানেস্ ব্রাহ্মস্	Johannes Brahms	৮৫
ক্যামিলে সেঁ-সঁ	Camille Saint-Saens	৮৮
জর্জেস বীজে	Georges Bizet	৮৯
মোদেস্ত মুসর্গস্কি	Modest Musorgsky	৯১
পেতের চেইকোভস্কি	Peter Tchaikovsky	৯৩
আণ্টোনিন্ দ্‌ভোরাক্	Antonin Dvorak	৯৫
স্যর আর্থার সুলিভ্যান্	Sir Arthur Sulivan	৯৭
এডভার্ড গ্রীগ্	Edward Grieg	৯৯
নিকোলাস রিম্‌স্কি-কোর্‌সাকোভ	Nicholas Rimsky-Korsakov	১০১
স্যর এডওয়ার্ড এলগার	Sir Edward Elger	১০২
জিয়াকোমো পুচ্চিনী	Giacomo Puccini	১০৪
ইগনাস্ ইয়ান পাডেরেভ্‌স্কি	Ignace Ian Paderewski	১০৫
গুস্তাফ্ মাহ্‌লের	Gustav Mahler	১০৬
ক্লদ দেবুসী	Claude Debussy	১০৭
ফ্রেডেরিক ডেলিউস	Frederic Delius	১০৯
পিয়েত্রো মাস্কানি	Pietro Mascagni	১১১
রিখার্দ স্ট্রাউস	Richard Strauss	১১২
ইয়েন সিবেলিউস	Jean Sibelius	১১৪

ওসকার স্ট্রাউস	Oscar Strauss	১১৫
ফ্রান্‌ৎস লেহার	Franz Lehar	১১৬
র‍্যালফ্ ভঘ্যান উইলিয়মস্	Ralph Vaughan Williams	১১৮
মাক্স রেগের	Max Reger	১২০
সেরগেই রাখ্‌মানিনোভ	Sergei Rachmaninov	১২১
আরনল্ড স্যোন্‌বের্গ	Arnold Schoenberg	১২২
মরিশ রাভেল	Maurice Ravel	১২৩
ফ্রিৎস্ ক্রেইস্‌লের	Fritz Kreisler	১২৫
মানুয়েল দে ফাইয়া	Manuel de Falla	১২৭
বেলা বারটোক্	Bela Bartok	১২৯
এমেরিখ্ কাল্‌মান্	Emmerich Kalman	১৩১
ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কি	Igor Stravinsky	১৩২
সেরগেই সেরগেইভিচ্ প্রোকোফিয়েভ	Sergei Sergeivich Prokofiev	১৩৩
জোলতান কোদালী (কোদী)	Zoltan Kodaly	১৩৪
আরথুর হোনেগ্গের	Arthur Honegger	১৩৫
পাউল হিন্ডেমিথ্	Paul Hindemith	১৩৬
জর্জ গেরসুইন	George Gershwin	১৩৭
ন্যোল কাউয়ার্ড	Noel Coward	১৩৮
রিচার্ড রজার্স	Richard Rogers	১৩৯
দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ্ সোস্টাকোভিচ্	Dimitri Demitrievich Sostakovich	১৪০
বেঞ্জামিন ব্রিটন্	Benjamin Britten	১৪১

প রি শি ষ্ট

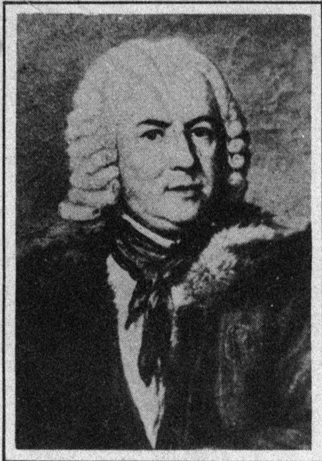
প্রতীচ্য সঙ্গীতে পরিচালকের স্থান ১৪৫
পৃথিবীর কতিপয় প্রখ্যাত প্রতীচ্য-সঙ্গীত পরিচালক (জন্মসাল-সহ) ১৪৭
প্রতীচ্য সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রাদি ১৪৯
প্রতীচ্য সঙ্গীতের অর্থনির্দিষ্ট পরিভাষা ১৬১

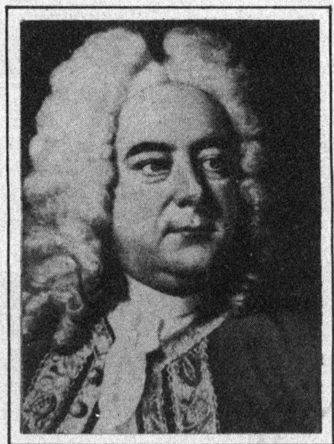


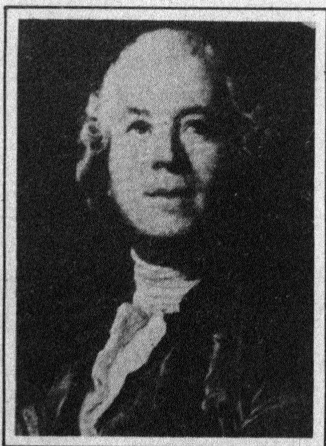




জিওভান্নি পিয়েরলুইজিদা পালেস্ত্রিনা
হেনরী পারসেল
আন্তোনিও ভিভাল্‌দি

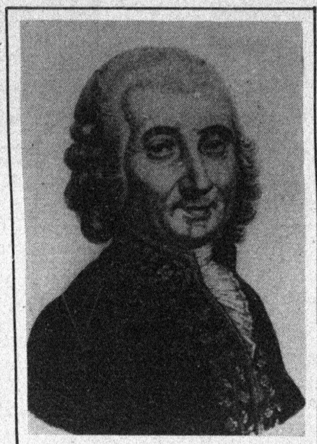






যোহান্ সেবাস্তিয়ান্ বাখ্
গেওর্গ ফ্রিদেরিখ্ হ্যেন্ডেল
কৃস্তোফ্ গ্লুক্

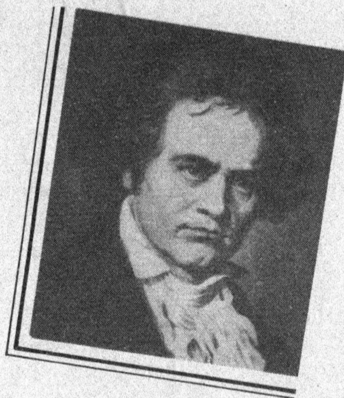
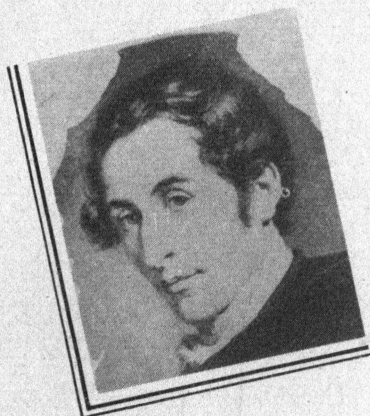








ফ্রানৎস্ যোসেফ হাইডেন
লুইজি বোক্কেরিনি
আন্তোনিও সালিয়েরি
ভোলফ্‌গাং আমাদেউস মোৎসার্ট


মারিয়া লুইজী কেইরুবিনী
লুডভিগ্ ভান্ বেথোফেন
কার্ল মারিয়া ফন্ ভেবের
ফ্রানৎস্ স্যুবের্ট



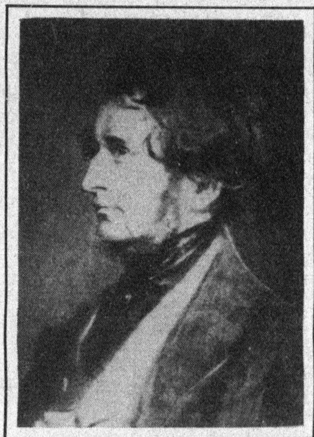


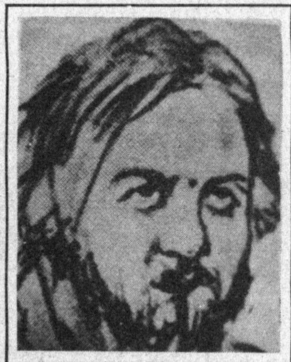


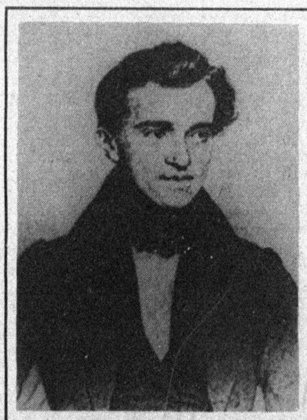


গেতানো ডোনিজেত্তি
জিওয়াচ্চিনো রসিনী
নিক্কোলো পাজানিনি
ভিনচেঞ্জো বেল্লিনী

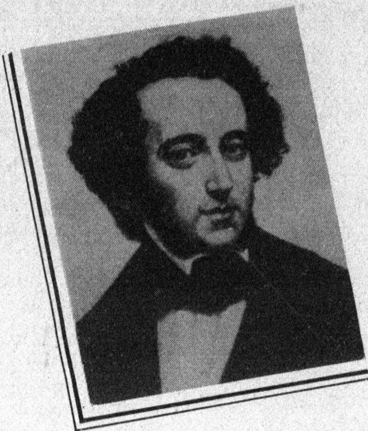


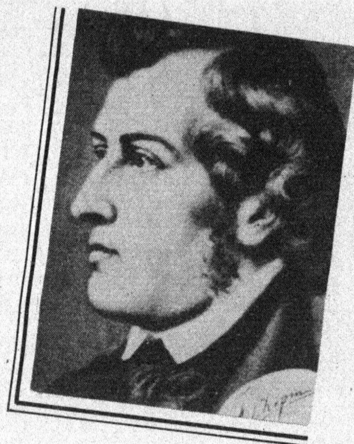




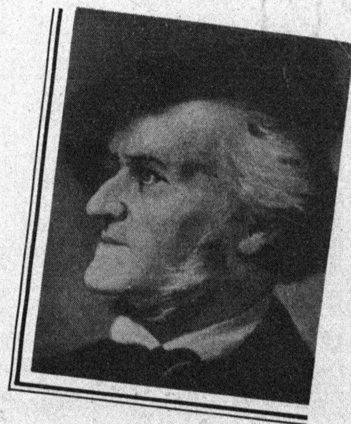


যোসেফ লান্নের
হেক্তর লুইজে বেরলিওজ্
মিখাইল ইভানোভিচ্ গ্লীঙ্কা
যোহান স্ট্রাউস-১

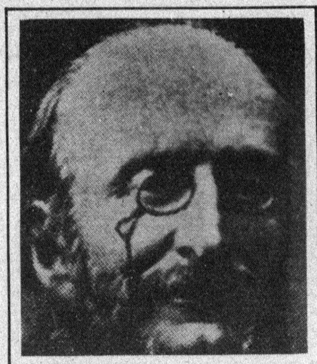




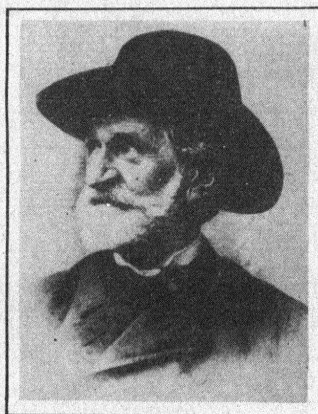


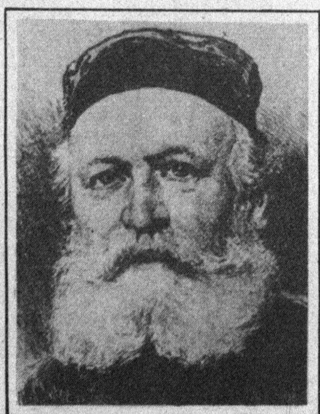


ফেলিক্স মেন্ডেলস্‌সোন
ফ্রেদেরিক শ্যোপাঁ
ফ্রানৎস্‌ লিজ্‌ৎ
রিখার্দ ভাগ্‌নের

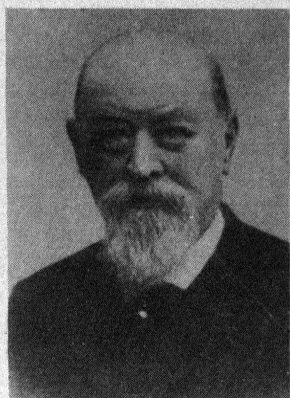


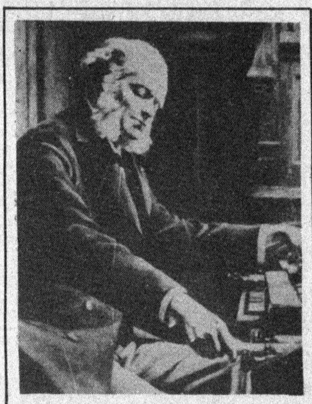


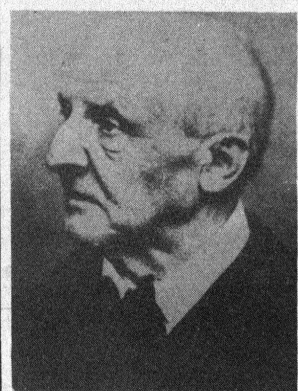


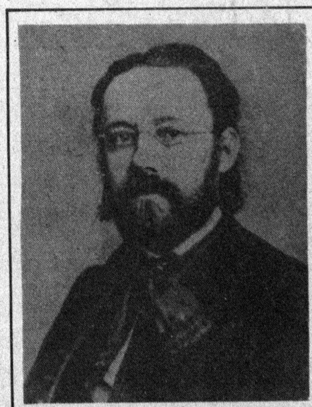


জাক্ ওফেনবাখ্
রোবের্ট স্যুমান্
জিউসেপ্পে ভের্দি
শার্ল গুনো

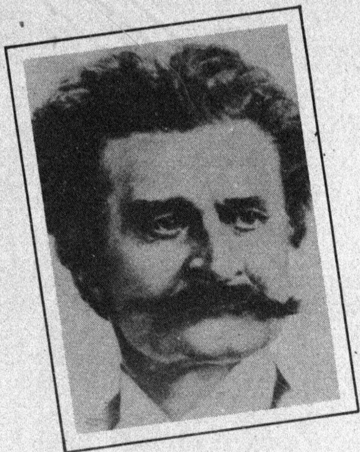


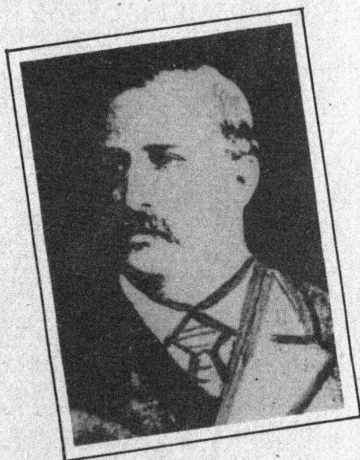
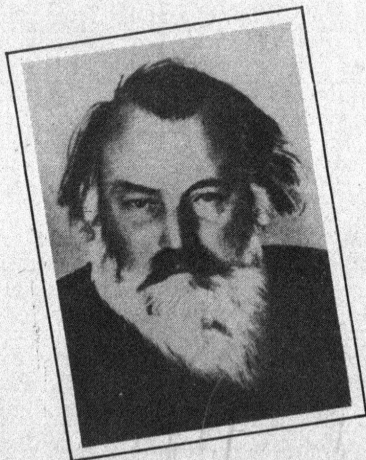






ফ্রানৎস ফন্ সুপ্পে
সেজার ফ্রাঙ্ক
আন্তোন ব্রুকনের
ফ্রিদরিখ্ (বেদরিচ) স্মেটানা



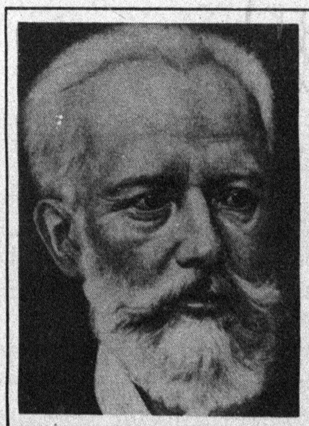



যোহান স্ট্রাউস-২
স্টিফেন ফস্টার
আলেকজান্দার পোরফিরিভিচ্ বোরোদীন
যোহানেস্ ব্রাহ্মস্

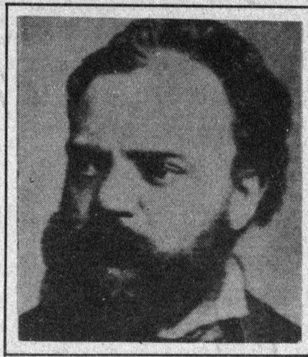


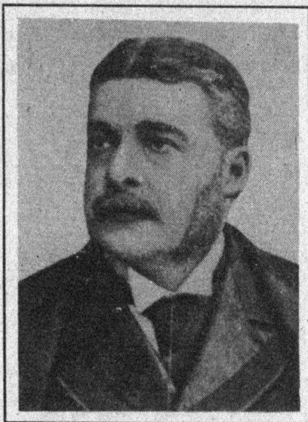


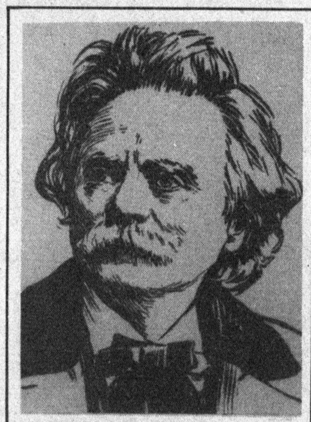




ক্যামিলে সেঁ-সঁ
জর্জেস বীজে
মোদেস্ত মুসর্গস্কি
পেতের চেইকোভস্কি



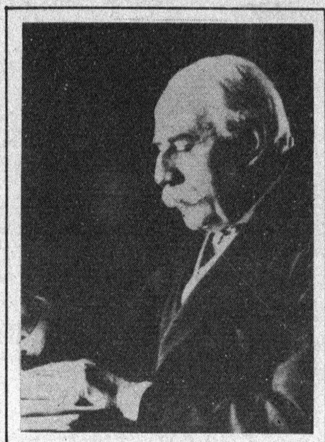






আন্তোনিন্ দ্ভোরাক্
স্যর আর্থার সুলিভ্যান্
এডভার্ড গ্রীগ্
নিকোলাস রিম্স্কি-কোর্সাকোভ

আন্তোনিন্ ড্ভোরাক্







স্যর এডওয়ার্ড এলগার
জিয়াকোমো পুচ্চিনী
ইগনাস ইয়ান পাডেরেভ্স্কি

জিওভান্নি পিয়েরলুইজিদা পালেস্ত্রিনা

(Giovanni Pierluigida Palestrina)

১৫২৫-১৫৯৪

প্রাচীন য়ুরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে পালেস্ত্রিনা এক বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ১৫২৫-এ ইতালির পালেস্ত্রিনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি রোমের সেন্ট মারিয়া মাজিওরে গীর্জার বালকদের কণ্ঠসঙ্গীতের দলে গান গাইতেন। ১৫৪৪-এ তিনি পালেস্ত্রিনা গীর্জার সঙ্গীতপরিচালক নিযুক্ত হন। ১৫৫১-এ তিনি সেন্ট পীটারস্ গীর্জার বালক সঙ্গীতজ্ঞদের দলের পরিচালক হন এবং ১৫৫৫-এ মহামান্য পোপ তাঁকে ভাতিকানের সিস্তিন গীর্জায় সঙ্গীতজ্ঞের পদাভিষিক্ত করেন।

তিনি ধর্মীয় সঙ্গীতরচনার ক্ষেত্রে এক বিরল প্রতিভা। তাঁর রচিত সঙ্গীত "মিসা পাপে মারচেল্লি" এখনও ভাতিকানে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সঙ্গীতশৈলীর নাম "পালেস্ত্রিনা" এবং তা ধর্মীয় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

১৫৯৪-এ রোমনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

হেনরী

(Henry Purcell)

১৬৫৮–১৬৯৫

১৬৫৮-এ ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমিনিস্টার শহরে পারসেল-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতাও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে হেনরী পিতৃহীন হন এবং পিতৃব্য টমাস পারসেল কর্তৃক লালিত পালিত হন। টমাস পারসেলও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং রাজকীয় গীর্জায় বেহালা বাজাতেন। কৈশোরে হেনরী রাজকীয় গীর্জার বালকদের কণ্ঠসঙ্গীত দলে যোগদান করেন এবং সেই সময় তিনি ল্যুট, বেহালা এবং অর্গানবাদন শিক্ষা করেন। ১৬৭৭-তে তাঁকে রাজকীয় সঙ্গীত রচয়িতার পদে বহাল করা হয় এবং সেই সময় তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু এখন সেগুলি অস্তিত্বহীন। ১৬৭৯-তে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার গীর্জার অর্গ্যানবাদকের পদাভিষিক্ত হন এবং "সং টু ওয়েলকাম হিজ্ ম্যাজেস্টি হোম ফ্রম উইন্ডসর"-শীর্ষক একটি মনোরম সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন। ১৬৮২-তে তিনি রাজকীয় গীর্জার অর্গ্যানবাদকের পদ পান এবং "সোনাটাস অব্ থ্রি পার্টস"-নামক অর্গ্যান সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি তৎকালীন বহু সাহিত্য রচনার ছায়া অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যেমন, "দ্য ফেয়ারী কুইন" শেক্সপীয়ারের "মিডসামার নাইট্স্ ড্রীম"-এর উপর আধারিত। এছাড়া তিনি "ডীডো এন্ড এনিয়াস," "দ্য টেম্পেস্ট" প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রচুর। ঐতিহাসিক বিচারে তিনি বাখ্ এবং হ্যান্ডেলের পূর্বসূরী।

১৬৯৫-এ ওয়েস্টমিনিস্টার শহরে তাঁর জীবনাবসান হয়।

পারসেল-এর মুখ্য রচনা :

নৃত্যনাট্য - ৪টি; গীত - ৭টি; ঘরোয়া কণ্ঠসঙ্গীত - ৩টি; স্তুতি গীত - ৫টি; ধর্মীয় গাথা - ১২টি; ঘরোয়া যন্ত্রসঙ্গীত - ৩টি।

আন্তোনিও ভিভাল্‌দি

(Antonio Vivaldi)

১৬৮০–১৭৪১

১৬৮০-তে ভিভাল্‌দি ইতালির ভেনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি যাজকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁর মাথার চুল লাল রং-এর ছিল বলে সবাই তাঁকে "ঈল প্রেতো রোস্‌সো" বা "লাল চুলো পাদ্রী" বলে অভিহিত করত। তিনি বেশ-কিছুদিন জার্মানির হেস্‌সে-ডারমস্টাড্‌ অঞ্চলে যাজকতা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৭১৩-তে তিনি ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং "ওস্‌পেদালে দেল্লা পিয়েতা" নামক বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গীত-পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৭৪০ পর্যন্ত সেই কার্যেই বহাল ছিলেন।

তিনি ৪৫টি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালে সেইগুলির মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসি প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। খতিয়ে দেখা গেছে যে, তিনি সর্বসাকুল্যে ৪০৯টি কন্‌চের্তো, ১৩৬টি ঘরোয়া সঙ্গীত, ৫৪টি ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ১৯৫১-এ তাঁর রচিত "ইউদিথা ত্রিউম্‌ফান্‌স" নামক বাইবেল-আধারিত গীতিনাট্যটি নিউইয়র্ক শহরে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৭৪১-এ তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

ভিভালদি–এর রচনাবলী ঃ

কনসার্ট সঙ্গীত - ৬টি; গীতিনাট্য - ৪৬টি; কন্‌চের্তো - ৪০৯টি; ঘরোয়া সঙ্গীত - ১৩৬টি; ধর্মীয় সঙ্গীত - ৫৪টি।

যোহান্ সেবাস্তিয়ান্ বাখ্

(Johann Sebastian Bach)

১৬৮৫–১৭৫০

১৬৮৫-এর ২১ মার্চ জার্মানির আইজেনাখ্ শহরের এক অভিজাত পরিবারে বাখ্-এর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রায় দুশো বছর ধরে সঙ্গীতচর্চা করতেন। য়ুরোপের ত্রিশ বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সেই বংশে বহু প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ জন্মেছিলেন। অধুনা পরিচিত ৬৫জন বাখ্-পদবীধারীদের মধ্যে ৫৩জনই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতজগতে এরকম বংশপরম্পরা আর নেই বললেই হয়।

যোহান-এর বাবাও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মাত্র দশবছর বয়সে যোহান-এর পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর তিনি তাঁর অগ্রজের ওরদ্রুফ্ শহরের বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করেন। অগ্রজ সেখানে এক গীর্জার অর্গ্যানবাদক ছিলেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওরদ্রুফ্-এ বাস করেন এবং নিভৃতে চাঁদের আলোয় বসে সঙ্গীত রচনা করতেন। ওরদ্রুফ্-এ বাসকালে তিনি অর্গ্যানবাদন ও অর্গ্যান-সঙ্গীতের প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর বাদনশৈলী প্রখ্যাত অর্গ্যানবাদক যোহান পাখেল্‌বেল্-এর বাদনশৈলীকে ছাড়িয়ে যায়। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ল্যুনেবুরগ্ শহরে এক সঙ্গীতের দলে যোগদান করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত-রচয়িতা ও অর্গ্যানবাদক গেওর্গ ব্যোম্, হামবুর্গের অর্গ্যানবাদক আদাম রাইন্‌কেন্ এবং ল্যুবেক্-এর বুকস্‌তেহুদে-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি একবার পদব্রজে দুশো মাইল দূরস্থ ল্যুবেক শহরে গিয়ে বুকস্‌তেহুদে-এর অর্গ্যান বাজনা শুনেছিলেন। তিনি ফরাসি দেশের চেইয়ে শহরে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর ফরাসি ঘরোয়া সঙ্গীত ও ঐকতান শোনবার সুযোগ হয়েছিল।

তিন বছর লুনেবুর্গ-এ বসবাস কালে তিনি অর্গ্যানবাদন ভালোভাবে আয়ত্ত করেন এবং ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে থুরিঙ্গিয়ার আর্নস্টাড্ শহরে চাকুরি পান। সেইখানে তিনি পরম শান্ত পরিবেশে সঙ্গীত চর্চা করতে থাকেন। ১৭০৫-এর অক্টোবর মাসে তিনি আবার ল্যুবেক-এ ফিরে যান এবং বুকস্‌তেহুদে-এর পরিচালিত সান্ধ্যকন্‌সার্ট বেশ কয়েকবার শোনেন এবং মুগ্ধ হয়ে চারমাসকাল সেখানেই কাটান। এদিকে আর্নস্টাড্-এর গীর্জার কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে অবহেলার জন্য অভিযুক্ত করেন, এমন-কি তাঁর বিরুদ্ধে চরিত্রদোষের অপবাদ দেন। একবার যখন তিনি সেই গীর্জায় অর্গ্যান

বাজাচ্ছিলেন সেই সময় শ্রোতৃবৃন্দ অর্গ্যান কক্ষ থেকে এক মহিলার কণ্ঠে গান শুনতে পেয়েছিলেন। সেই তরুণী মারিয়া বার্বরা বাখ্, যোহান-এর দূরসম্পর্কের খুড়তুত বোন। ১৭০৭-এর ১৭ অক্টোবর যোহানও তাঁকে বিবাহ করেন এবং আর্নস্টাড্ পরিত্যাগ করে মুলহাউজেন শহরে চলে যান। তিনি ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে ভেইমার্-এর ডিউক ভিলহেলম্ এরনস্ত-এর সভা-সঙ্গীতজ্ঞ ও ঘরোয়া সঙ্গীতগোষ্ঠীর পরিচালকের পদ লাভ করেন, সেইসূত্রে তাঁর সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় হয়। সেইসময় প্রায়ই যোহান্‌কে ডিউক্-এর প্রিয় ইতালীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতে হত। তৎকালে তিনি বিভিন্নপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করেন এবং একটি অর্গ্যান ক্রয় করে নিজের সন্তানদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

তাঁর একজন ছাত্র বলেছেন যে, তিনি শিক্ষার্থীর পাশে বসে তাঁর হাত ধরে ধরে অর্গ্যান-এর চাবির উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন শিক্ষা দিতেন। ১৭১৭-এ তিনি বিখ্যাত ফরাসি হার্পসিকর্ডবাদক ল্যুই মার্শাঁদকে এক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় পরাভূত করে জার্মানির সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভেইমার্-এ তিনি অতি সুখে কাটান, কেননা ডিউক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সমঝোতা হয়েছিল। তিনি ঐসময় ত্রিশটি কান্‌টাটা রচনা করেছিলেন এবং কয়েকটি ইতালীয় গীতিনাট্যের উৎকৃষ্ট অংশ জার্মান সঙ্গীতের সঙ্গে সংযোজিত করেন।

ডিউকের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ মতান্তর হয় এবং তিনি আন্‌হাল্ট-ক্যোথেন্-এর ডিউকের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। ক্যোথেন্-এ বসকালে তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়, বিশেষ করে তিনি চাবিওলা বাদ্যযন্ত্রের এবং ঐকতানের জন্য বহু নূতন সঙ্গীত রচনা করেন। ঐসময়েই তিনি ব্রান্ডেন্‌বুর্গ-এর কাউন্ট-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর বিখ্যাত ছটি "ব্রান্ডেনবুর্গ কন্‌চেরতো" রচনা করেন। ঐ সময়েই তাঁর লিখিত 'ওয়েল টেম্পার্ড ক্লাভিয়ের' নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়।

১৭১৯-এ তিনি হাল্লে শহরে গিয়েছিলেন হান্ডেলের সঙ্গে দেখা করবার মানসে। দুঃখের বিষয় তিনি দেখা করতে সক্ষম হন নি। একবার হামবুর্গ শহর পরিদর্শনের সময় তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রাইনকেন্-এর অরগ্যান্ যন্ত্রটি মেরামত করে দিয়েছিলেন এবং সেই রাইনকেন্-এর সুপারিশেই যোহান্‌কে হামবুর্গ-এর ইয়াকোবি গীর্জার অর্গ্যানবাদকের পদে বহাল করবার এক প্রস্তাব হয়—কোনো ব্যক্তিগত কারণে যোহান্ চাকুরিটি গ্রহণ করতে সক্ষম হন নি।

১৭২১-এ তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী আন্না মাগ্‌দালেনা একে সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন।

ক্যোথেন্-এর ডিউক লিওপোল্ড-এর বিবাহের পর যোহান্-এর জীবনে বহু

সমস্যার উদ্ভব হয়। ডিউকের পত্নী অত্যন্ত সঙ্গীত-বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে ডিউকের সঙ্গীতচর্চা ব্যাহত হতে থাকে। যোহানের পক্ষে ক্যোথেন-এ বাস করা কষ্টকর হয়ে ওঠে, তাই তিনি লেইপৎজিগ্ শহরের সেন্ট টমাস গীর্জা ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গীত পরিচালকের পদটি গ্রহণ করেন। সেইখানে অবস্থানকালে তিনি ছাত্রদের কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এবং সেইসঙ্গে নিজে অর্গ্যান বাজাতেন। বহু অপেশাদার সঙ্গীতজ্ঞেরাও তাঁর সাহায্যলাভ করতেন। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরকাল তিনি লেইপৎজিগে ছিলেন এবং ৩০০ কান্টাটা রচনা করেন। জার্মান কণ্ঠসঙ্গীত "খ্রীষ্টমাস ওরাটোরিও", "প্যাশ্ন্স অব্ সেন্ট্ জন্", "সেন্ট্ ম্যাথু" এবং "সেন্ট্ লুক্"-এর স্বরলিপি তিনি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

লেইপৎজিগে অবস্থানকালে তিনি খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, কেননা কাজের বৈচিত্র্য তাঁকে প্রচুর আনন্দ দিত। ১৭৩০-১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে তাঁর সাথে ওপরওলাদের মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি দমিত হন নি।

তাঁর শেষ দুটি বড়ো রচনা, "ম্যুজিক্যাল অফারিং" এবং "আর্ট অব্ ফুগ্" আজও সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর জীবনের শেষ রচনা "ফোর দেইনেম্ তোর্" অর্থাৎ 'তোমার দরজার সামনে' তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় লিখেছিলেন। জীবনের শেষ ছয়মাস তাঁর কোনো দৃষ্টিশক্তি ছিল না। ১৭৫০-এর ২৮ জুলাই তাঁর কর্মবহুল জীবনের অবসান হয়। দুর্ভাগ্যবশত কোনো সংবাদপত্রেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। মধ্যযুগের গুণীজনের ভাগ্য এইরূপই বিরূপ ছিল। দুইবার দারপরিগ্রহের ফলে তিনি কুড়িটি সন্তানের জনক হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে ডব্লিউ.এফ্.বাখ্; সী.পি.ই বাখ্ এবং জে. সী. বাখ্ উত্তরকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন।

যোহান্ বাখ্-এর মতো প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ প্রতীচ্য সঙ্গীতের ইতিহাসে বিরল। তিনি ধর্মীয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন এবং লঘুসঙ্গীত রচনা করতেন না। তাঁর সঙ্গীতের সমালোচনাকারী ও জীবনচরিত রচয়িত্রী ভান্ডা লান্দোভ্স্কা বলেছেন যে, বাখ্-এর সঙ্গীতের মর্ম ছিল 'আইন্ ফেস্তে বুর্গ' ইস্ট উন্সের গোৎ" অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরবিশ্বাস একটি সুদৃঢ় দুর্গের মতো অটুট।

বাখ্-এর রচিত সঙ্গীতের তালিকা অতি দীর্ঘ যার মধ্যে প্রায় তিনশতাধিক সঙ্গীত এখনও সঙ্গীতজগতে সমাদৃত।

বাখ্-এর মুখ্যরচনা ঃ

সুইট – ৩টি; কন্চের্তো– ১১টি; সোনাটা–১৯টি; পিয়ানোসঙ্গীত–২১টি; অর্গান সঙ্গীত –২৬টি; কণ্ঠসঙ্গীত–১৯টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–১৩টি; গীত–৪টি; যে-কোনও যন্ত্রোপযোগী সঙ্গীত–৪টি।

গেওর্গ ফ্রিদেরিখ্ হ্যেন্ডেল
(জর্জ) ফ্রেডেরিক্ (হান্ডেল)
(George Frideric Handel)
১৬৮৫–১৭৫৯

গেওর্গ ১৬৮৫-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানির হাল্লে শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহুকাল ধরে সাইলেসিয়া প্রদেশে তাম্রশিল্পী ছিলেন। হান্ডেলের পিতা সেই পেশা পরিত্যাগ করে ডাক্তারী পড়েন এবং রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট চিকিৎসক হন। তিনি ৬০ বছর বয়সে ডোরোথিয়া টাউস্ট নাম্নী এক পাদ্রীর কন্যাকে বিবাহ করেন। গেওর্গ হান্ডেলই তাঁদের একমাত্র পুত্রসন্তান।

অতি অল্পবয়স থেকেই গেওর্গ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং পিতার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়। সাক্সে ভাইসেনফেলস্-এর ডিউক তাঁর অর্গ্যানবাদন শুনে মুগ্ধ হন। তিনি গেওর্গকে সঙ্গীতশিক্ষা দানের জন্য তাঁর পিতাকে অনুরোধ করেন।

হাল্লের মারিয়া গীর্জার অর্গ্যানবাদক ফ্রিদ্‌রিখ ভিলহেলম ৎজাখাউ তার প্রথম শিক্ষক।

১৬৯৬-এ তিনি সঙ্গীতের উচ্চশিক্ষার জন্য বের্লিন যান। তাঁর বাজনা শুনে বের্লিন-এর পৌরপ্রধান তাঁকে ইতালিতে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পিতার ঘোর আপত্তিতে গেওর্গ সেই বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। ১৬ ৯৭-এ পিতার মৃত্যুর পর তিনি হাল্লে ফিরে যান এবং আইন পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের নেশাই তাঁকে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য করে।

১৭০২-এ তাঁকে হাল্লের রিফরম্‌ড গীর্জার অর্গ্যানবাদক নিযুক্ত করা হয় এবং সেইসঙ্গে তাঁর আইনপাঠও শেষ হয়।

১৭০৩-এ তিনি হামবুর্গে যান এবং বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতপরিচালক রেইনহার্দৎ কেইসের-এর অধীনে হামবুর্গ অপেরার দলভুক্ত হন। তিনি ৪ বছর হামবুর্গে ছিলেন এবং তারপর ইতালির ফ্লোরেন্স, রোম, ভেনিস ও নেপলস শহরে বাস করেন।

ইতালিতে বাসকালে তিনি ইতালীয় ঢঙে কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। এ-ছাড়া কয়েকটি নাট্যসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ইতালিতে অবস্থানকালে আলেসান্দ্রো, জেমেনিকো স্কারলাত্তি, লোত্তি এবং আগোস্তিনো স্তেফানি প্রভৃতি বিখ্যাত ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়।

তিন বছর পর তিনি আবার জার্মানিতে ফিরে আসেন এবং হানোভার-এর

পৌরপ্রধানের সঙ্গীতগোষ্ঠীর পরিচালক নিযুক্ত হন। ছয়মাস পরে একবছরের ছুটি নিয়ে তিনি লন্ডনে যান, যেখানে ১৭১১-এ তাঁর "রিনাল্ডো" গীতিনাট্যটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৭১২-তে আবার তিনি লন্ডনে যান এবং সেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাসের কথা মনস্থ করেন। হানোভারের পৌরপ্রধান সেইজন্য প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন কিন্তু ১৭১৪-তে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী অ্যান-এর মৃত্যুর পর যখন তিনিই ইংলন্ডের রাজা প্রথম জর্জ রূপে ব্রিটেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি হান্ডেলকে ক্ষমা করেন। তাঁকে ডিউক অব চান্ডস-এর ঐকতানদলের অর্গ্যানবাদক ও সঙ্গীতপরিচালকের চাকুরি দেওয়া হয়।

১৭১৯-এ ব্রিটিশ রাজকীয় সঙ্গীত আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হান্ডেলকে সেই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। তিনি গীতিনাট্য, সঙ্গীত প্রভৃতি পরিচালনা করতেন এবং য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে গিয়ে সেখান থেকে সুকণ্ঠ গায়ক ও ভালো ভালো বাদকদের সংগ্রহ করতেন। এছাড়া তিনি গীতিনাট্য রচনাও করতেন।

১৭২৬-এ তিনি তাঁর আসল জার্মান নাম গেওর্গ ফ্রিদেরিখ্ হ্যেন্ডেল-এর পরিবর্তে "জর্জ ফ্রেডেরিক্ হান্ডেল" নাম গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেন।

১৭৩৩-এ তাঁর গীতিনাট্য "দ্য বেগারস্ অপেরা" অনুষ্ঠিত হয়, জনসাধারণ সেটি খুবই অপছন্দ করেন, সেইজন্য আকাদেমিটি উঠে যায়!

১৭৩৭-এ নবনির্মিত কভেন্টগার্ডেন নাট্যশালায় তিনি কয়েকটি ইতালীয় অপেরার অনুষ্ঠান করেন এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর শরীর ভেঙে যায় এবং হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি এইলবেন নামক স্থানে বাস করেন। তাঁর গভীর দুঃখের সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত "মেসিয়া" রচনা করেন এবং সেইজন্য আজও তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর ৪৬-তম এবং শেষ গীতিনাট্যের নাম "ডেইডামিয়া", যেটি তাঁর জীবৎকালে মাত্র তিনবার অভিনীত হয়েছিল।

"মেসিয়া" তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং জনগণের অনুরোধে "সামসন অ্যান্ড যুডাস মাক্কাবেইউস", "জেফ্থা", প্রভৃতি নাট্যসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন।

শেষজীবনে দৃষ্টিহানির জন্য তাঁর রচনাকার্য খুবই ব্যাহত হত।

১৭৫৯-এর ১৪ এপ্রিল লন্ডনে তাঁর দেহান্ত হয়। ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতার সম্মানস্বরূপ তাঁর মরদেহ ওয়েস্টমিনিস্টার আবে-এর প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

তাঁর সম্বন্ধে রমেঁ রইয়াঁ বলেছেন যে, তিনি এক সর্বজাগতিক সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সকলশ্রেণীর মানুষের জন্য সঙ্গীত রেখে গেছেন।

হান্ডেল-এর মুখ্য রচনা :

নৃত্যনাট্য-১০টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১৫টি; ঘরোয়া সঙ্গীত-৯টি; হার্পসিকর্ড সঙ্গীত–৪টি; কণ্ঠসঙ্গীত–২১টি।

কৃস্তোফ্ গ্লুক্
(Christoph Gluck)
১৭১৪–১৭৮৭

গ্লুক্ অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এরাসবাখ্ নামক শহরে ১৭১৪-এর ২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। শহরটির প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা ছিল জার্মান এবং অপরার্ধ চেক্‌জাতীয়। বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গে তিনি বোহেমিয়া প্রদেশে চলে যান। পিতা প্রিন্স লোবকোভিৎস্ নামক এক ধনীব্যক্তির অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন।

১৮ বছর বয়সে কৃস্তোফ্ প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং অবসর সময়ে চেল্লোবাদন ও কণ্ঠসঙ্গীতের তালিম নিতে থাকেন।

১৭৩৪-এ তিনি ভিয়েনাবাসী হন ও প্রিন্স লোবকোভিৎস্-এর নিজস্ব গীর্জার সঙ্গীতজ্ঞের পদে বহাল হন। পরবর্তীকালে তিনি ইতালির মিলান নগরে প্রিন্স মেলজি-এর অধীনে চাকুরি নেন ও ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ সাম্মাতিনীর কাছে ৪ বছর সঙ্গীতশিক্ষা করেন।

১৭৪১-এ তাঁর লিখিত প্রথম গীতিনাট্য "আর্তাসেরসে" প্রকাশিত হয় এবং পর পর আরও ৭টি অপেরা তিনি লিখে ফেলেন। তাঁর উক্ত সবকয়টি অপেরাই ইতালীয় আঙ্গিকে লিখিত।

১৭৪৫-এ লোবকোভিৎস্-এর সঙ্গে তিনি লন্ডনে যান, সেখানকার হে মার্কেট নাট্যশালায় তাঁর অপেরা "লা কাদুতা দে জিজান্তি" ও "আর্তাসেরসে" অভিনীত হয়। লন্ডনে তাঁর সঙ্গে প্রবাসী জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ হান্ডেলের আলাপ-পরিচয় হয়। হান্ডেল কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেননি।

গ্লুক্ পরবর্তীকালে মিনেত্তি-এর ভ্রাম্যমাণ গীতিনাট্যের দলে যোগদান করে কোপেনহাগেন ও ওসলো ভ্রমণ করেন।

১৭৫০-এ তিনি ভিয়েনাবাসী হন এবং ১৭৫৪-এ সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসা তাঁর রচিত "লে চিনেসী" অপেরা দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সভাসঙ্গীতজ্ঞের পদে বহাল করেন।

১৭৫৬-এ তাঁকে ভাতিকানের পোপ "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি তৎকালে ফরাসি হাস্যকৌতুকময় গীতিনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বুঝতে পারেন যে, ইতালীয় আঙ্গিকের গীতিনাট্য খুব ব্যাকরণভিত্তিক নয়। সেইজন্য ১৭৬১-এ তিনি

নৃত্যনাট্য "ডন্ হুয়ান্" ও গীতিনাট্য "অর্কিড এত্ ইউরিদিচ্" ভিন্ন ধাঁচে রচনা করেন। পরবর্তী রচনা "আল্চেস্টিস্" ও "প্যারিস অ্যান্ড হেলেন" ভিয়েনায় কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করেছিল।

অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য পারী যান এবং অস্ট্রীয় রাজকন্যা মারী আতোঁয়াৎ-এর সাহায্যপুষ্ট হয়ে "ইফিজেনিয়া ইন আউলিস" অপেরা দ্বারা পারীর শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্ত করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরোধী ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ পিচ্চিনী পারী গিয়ে তাঁকে হেয় করবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। গ্লুক্-এর নূতন রচনা "নার্সিসুস্" আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করে। গ্লুক অত্যন্ত স্থিরভাবে চিন্তাভাবনা করে রচনায় ব্রতী হতেন। ইতালীয় ঢঙে রচনা থেকে ভিন্নধর্মী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর প্রচুর দ্বিধা ও শঙ্কা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিবৃত্ত হন নাই।

১৭৭৯-এর পর থেকে তিনি ক্রমে কাজকর্ম হ্রাস করেন এবং কোনও নূতন রচনায় হাত দেননি।

পদার্থবিদ্ ও সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত আলবের্ট আইনস্টাইনের মতে,... "তাঁর মধ্যে এক প্রবল সৃজনশীল শক্তি কাজ করত, যার সাহায্যেই তিনি প্রচলিত ইতালীয় ঢঙের বিরুদ্ধাচরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

তিনি ১৭৮৭-এর ১৫ নভেম্বর ভিয়েনায় প্রাণত্যাগ করেন।

গ্লুক্-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য—৬টি।

ফ্রানৎস্ যোসেফ্ হাইডেন
(Franz Joseph Haydn)
১৭৩২–১৮০৯

১৭৩২-এর ৩১ মার্চ হাইডেন ভিয়েনার নিকটবর্তী রোহ্রাউ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার দ্বাদশ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। পিতা ছিলেন এক ঘোড়ার গাড়ির চাকা নির্মাতা, এবং তাঁর অবস্থা অসচ্ছল ছিল। ভাই-বোনেদের একমাত্র উপভোগ্য আনন্দ ছিল বাড়িতে প্রতিদিনের গানের চর্চা। বাবা তাদের গানের আসরে বীণা বাজাতেন। পরবর্তী জীবনে হাইডেন বলেছিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে সদাই ধন্যবাদ জানাই কেননা ছয়বছর বয়স থেকে বাবা আমাকে সঙ্গীতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, সেই বয়স থেকেই আমি ধর্মীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতাম এবং যথাসাধ্য ভালোভাবে পিয়ানো ও বেহালা বাজাবার চেষ্টা করতাম।"

তাঁর যখন ৮ বছর বয়স তখন ভিয়েনার বিখ্যাত সেন্ট স্টিফেন গীর্জার কণ্ঠসঙ্গীতের পরিচালক গেওর্গ রয়টার তাঁকে বালকণ্ঠীদের (সেঙ্গার ক্লাবেন) দলভুক্ত করেন। ছেলেবেলাটা গীর্জায় তাঁর খুবই কষ্টে কেটেছিল, ভালো খাদ্য পাওয়া যেত না, প্রায়ই অভুক্ত থাকতে হত এবং সঙ্গীতের বুনিয়াদী শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর স্বরভঙ্গ হল, তখনই তাঁকে হঠাৎ ছাঁটাই করে দেওয়া হল। সেইসময় তিনি ছোটো ছোটো শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হঠাৎ নিকোলোপোরপোরা নামক এক ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ তাঁকে ভৃত্যের পদে বহাল করলেন এবং তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতশিক্ষার আসরে হাইডেনকে যন্ত্রসঙ্গীত বাজাতে হত। সেই শিক্ষকের কাছে তিনি ইতালীয় ভাষা শেখেন এবং কণ্ঠস্বর চর্চার এক বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন।

১৭৫৫-এ তিনি প্রিন্স ফ্যুরেন্‌বের্গ-এর গৃহসঙ্গীতগোষ্ঠীতে চাকুরি পান। ৪ বছর পর তিনি প্রিন্স মোরৎজিন-এর সঙ্গীতজ্ঞ দলের দলপতি নিযুক্ত হন।

১৭৬০-এ তিনি মারিয়া আন্না কেল্লের-নাম্নী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন আদৌ সুখের ছিল না।

সেই বছরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়; তিনি বিখ্যাত প্রিন্স পাউল আন্তোন এস্‌তারহাজী-এর সঙ্গীতগোষ্ঠীর উপপ্রধান নিযুক্ত হন। প্রিন্স এসতারহাজী

ছিলেন সমসাময়িক এক হাঙ্গেরীয় কুলোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গীতপিপাসা ছিল অসীম।

পূর্ব অস্ট্রিয়ার ছোট্ট শহর আইজেন্‌স্টাড্-এ অবস্থিত তাঁর প্রাসাদ ছিল এক সঙ্গীতের লীলাক্ষেত্র। সেখানে হাইডেনকে প্রতি সপ্তাহে দুটি গীতিনাট্য, দুই ঐকতানবাদন এবং প্রিন্স-এর দ্বাদশ যন্ত্রীর ঐকতান দলকে পরিচালনা করতে হত। ১৭৬৬-এ প্রধান পরিচালক ভেরনের-এর মৃত্যুর পর হাইডেন প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হন এবং স্বাধীনভাবে তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতের উপর গবেষণা করতে থাকেন। তাঁর অভিজ্ঞতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঘরোয়া সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত সবটাতেই তিনি পারদর্শী হন। তিনি কাজে মগ্ন হয়ে পারিপার্শ্বিক সব-কিছু বিস্মৃত হয়ে সুদীর্ঘ ৩০ বছর সেখানে চাকুরি করেছিলেন। বলতে গেলে সেখানে তাঁর জীবনটা ছিল এক বন্দী ক্রীতদাসের মতো!

প্রিন্স আন্তোনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী নিকোলাউস হাঙ্গেরি-নিকটস্থ নয়সিডলের হ্রদের তীরবর্তী এক নির্জনস্থানে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেই নির্জন পরিবেশে হাইডেন-এর মন টিঁকত না তাই তিনি সেই অবসরে ৫টি ধর্মীয় সঙ্গীত, ১১টি নাট্যসঙ্গীত, ৬০টি স্বরসমন্বয়ী যন্ত্রসঙ্গীত (সিম্‌ফোনি), ৪০টি চতুর্যন্ত্রী সঙ্গীত (কোয়ার্টেট্), ১২৫টি ভিয়োলার উপযোগী ত্রিযন্ত্রী সঙ্গীত (ট্রায়ো), ৩০টি পিয়ানোর উপযোগী সঙ্গীত ইত্যাদি রচনা করেছিলেন।

১৭৯০-এ প্রিন্স নিকোলাউস-এর মৃত্যুর পর সেই সঙ্গীতগোষ্ঠী ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও হাইডেনকে তৎপরবর্তীকালেও মাহিনা দেওয়া হত তবু তিনি নিষ্কর্মা হয়ে না থেকে ভিয়েনায় ফিরে আসেন এবং মোৎসার্ট প্রমুখ সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করেন।

এস্তারহাজীর কাছে থাকবার সময়ই তাঁর খ্যাতি সমগ্র য়ুরোপে বিস্তৃত হয়েছিল। সালোমোন নামক এক সঙ্গীতের উদ্যোক্তার নিমন্ত্রণে তিনি লন্ডন পরিদর্শনে যান। সেই উপলক্ষে তিনি ছয়টি নূতন সিম্‌ফোনি রচনা করেন এবং ২০টি সিমফোনি পরিচালনার জন্য অনুরুদ্ধ হন।

লন্ডনে তাঁর অবস্থান খুবই সুখের হয়েছিল। তাঁর বাজনায় সবাই এমন-কি ওয়েলশ-এর যুবরাজ পর্যন্ত প্রীত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টর অব ম্যুজিক ডিগ্রী দিয়েছিল।

লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি হাণ্ডেলের স্মৃতিউৎসবে "হালেলুইয়া ঐকতান" শুনে বিমোহিত হন।

সুদীর্ঘ ১৮ মাস লন্ডনবাসের পর তিনি ভিয়েনায় ফিরে আসেন (১৭৯২)।

সেইসময় মোৎসার্ট মারা গেছেন এবং মাত্র কয়েকদিন পরে অপর সুহৃদ্ মারিয়ানে ফন্ গেনৎজিগারেরও মৃত্যু হয়।

১৭৯৪-এর ফেব্রুয়ারি তিনি আবার লন্ডন পরিভ্রমণে যান। ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে তাঁকে চিরতরে লন্ডনে বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় ভিয়েনা শহর ছাড়তে রাজী হননি। ইতিমধ্যে এস্তারহাজী বংশের নতুন কর্তা তাঁকে আবার সাদরে আমন্ত্রণ করেন।

তিনি শীতকালে ভিয়েনায় ও গ্রীষ্মে আইজেনস্টাড্-এ বসবাস আরম্ভ করেন, এই সময় হান্ডেলের সঙ্গীতদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি "দ্য ক্রিয়েশান"-শীর্ষক নাট্যসঙ্গীত রচনা করেন।

সত্তর বছর বয়স থেকে তিনি কাজকর্ম কমিয়ে দেন। ১৮০৩-এ তিনি তাঁর রচিত "দ্য সেভেন ওয়ৰ্ডস অব আউয়ার সেভিয়র অন দ্য ক্রস" সঙ্গীতটি শেষবারের মতো পরিচালিত করেন। তিনি প্রায়ই তাঁর রচিত (১৭৯৭) অস্ট্রীয় জাতীয় সঙ্গীত "গত্ এর্হাল্তে ফ্রানৎস্ দেন কাইজের" বাজাতেন। ১৮০৮-এর ২৭ মার্চ তিনি "দ্য ক্রিয়েশান"-এর একটি পুনরনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৮০৯-এর ৩১ মে ভিয়েনাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

হাইডেন অতি স্থিরচিত্ত, বিনম্র ও অল্পে সন্তুষ্ট লোক ছিলেন। তাঁর চেয়ে ২৪ বছরের ছোটো মোৎসার্টকে তিনি আন্তরিকভাবে স্নেহ করতেন। তিনি এত ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন যে, প্রত্যেক রচনার শিরোনামে লিখতেন "ইন নোমিনে ডোমিনী" অর্থাৎ ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত করলাম।

নিঃসন্তান বিবাহিতজীবন তাঁর সুখের ছিল না। শেষজীবনে লুইজিয়া পোলজেল্লী নাম্নী এক ইতালীয় কণ্ঠসঙ্গীতজ্ঞার প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন।

হাইডেন-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১০৪টি; কন্চের্তো–৬টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–১৬টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৩টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৯টি; গীত–৪ টি।

লুইজি বোক্কেরিনি

. (Luigi Boccherini)

১৭৪৩–১৮০৫

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইতালির লুক্কা শহরে বোক্কেরিনির জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি চেল্লোবাদনে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সমগ্র ইউরোপের সঙ্গীতপিপাসু মহলে অতি পরিচিত ছিলেন। তিনি কিছুকাল স্পেন এবং প্রুসিয়া-এর রাজসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

সঙ্গীতরচনাতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি ২০টি সিমফনি, ৯১টি চতুর্যন্ত্রী সঙ্গীত (কোয়াট্রেট্), ১১৩টি পঞ্চযন্ত্রী সঙ্গীত (কুইনটেট), একটি গীতিনাট্য ও বেশ-কয়েকটি ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রুসিয়ার রাজার মৃত্যুর পর তাঁর অর্থাভাব হয় এবং তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু তাঁর দারিদ্র্যের আর কোনও লাঘব হয়নি।

১৮০৫-এ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মাদ্রিদ শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

আন্তোনিও সালিয়েরি

(Antonio Salieri)

১৭৫০–১৮২৫

সালিয়েরি ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ইতালীর লেগনাজো নামক শহরে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতার অধীনে ভেনিস এবং ভিয়েনা শহরে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপনের পর ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি অস্ট্রীয় রাজসভার সঙ্গীতরচয়িতা এবং ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে সভার প্রধান সঙ্গীতপরিচালকের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রচেষ্টায় ভিয়েনার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ইতালীয় ও ফরাসি আঙ্গিকে বহু গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি বহু ধর্মীয় সঙ্গীতও রচনা করেন। গ্লুক্-এর আদেশে পারী-র সঙ্গীতবিদ্যালয়-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "লে দানায়িদে" রচনা করেছিলেন। সঙ্গীতরচয়িতা অপেক্ষা তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল এক বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষকরূপে। ফ্রানৎস্ স্যুবের্ট ও বেথোফেন উভয়েই তাঁর ছাত্র ছিলেন যদিও বেথোফেন-এর সঙ্গে প্রায়ই মতান্তর হওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষকতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

যোসেফ হাইডেন-এর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু মোৎসার্টকে তিনি একেবারেই দেখতে পারতেন না এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতেন মোৎসার্টের অকালমৃত্যুর পর লোকে অপবাদ দিয়েছিল যে, সালিয়েরি তাঁকে বিষদ্বারা হত্যা করেছেন, অবশ্য সে অপবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

১৮২৫-এ তিনি ভিয়েনায় প্রাণত্যাগ করেন।

সালিয়েরি এর মুখ্যরচনা ঃ

গীতিনাট্য –১২টি; ধর্মীয় সঙ্গীত–৬টি।

ভোলফ্‌গাং আমাদেউস মোৎসার্ট
(Wolfgang Amadeus Mozart)
১৭৫৬–১৭৯১

উত্তর অস্ট্রিয়ার সুরম্য সালৎসবুর্গ শহরে ১৭৫৫-এর ২৭ জানুয়ারি ভোলফ্‌গাং মোৎসার্টের জন্ম হয়েছিল। তার পূর্বপুরুষেরা বাভেরিয়ার আউগসবুর্গের আদি নিবাসী ছিলেন। পিতা লেওপোল্ডের শৈশবকালে মোৎসার্ট পরিবার সালৎসবুর্গবাসী হন। পিতা লেওপোল্ড ওকালতি শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সালৎসবুর্গের আর্চবিশপ-এর অর্কেস্ট্রার দলে যোগ দেন।

মাত্র ৩ বছর বয়স থেকেই ভোলফ্‌গাং পিয়ানো বাজানোর প্রচেষ্টা করতেন। পিতা সেই বয়স থেকেই ভোলফগাংকে পিয়ানো শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ভোলফগাং এত ক্ষিপ্রগতিতে শিক্ষা আয়ত্ত করতে থাকেন যে, সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী নানারেল্ বয়সে ৫ বছরের বড়ো হওয়া সত্ত্বেও ভোলফ্‌গাং-এর সঙ্গে পেরে উঠত না। মাত্র ৪ বছর বয়সে মোৎসার্ট তাঁর প্রথম পিয়ানো সঙ্গীত রচনা করেছিল। ভোলফ্‌গাং এক অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও সংবেদনশীল ছেলে ছিলেন এবং পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

১৭৬৩ থেকে পিতা লিওপোল্ড ভোলফগাং ও নানারেল্‌কে নিয়ে এক সফরে বেরোন। নয় বছর বয়স্ক ভোলফগাং ভিয়েনার রাজপ্রাসাদে সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সমক্ষে পিয়ানো বাজিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেন। কিশোর ভোলফ্‌গাং রাজকুমারী মারী আঁতোয়াঁতকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাঁর কোলে চড়ে তাঁকে চুম্বন করেন। সেই সফরকালে তাঁরা জার্মানি, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। বালক ভোলফ্‌গাং হারপ্‌সিকর্ড, বেহালা ও পিয়ানো বাজিয়ে তাঁর পারদর্শিতায় শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করেছিলেন।

তিনি কোনও সঙ্গীতের স্বরলিপি পেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের মতো সুর সংযোজনা করে বাজাতেন। ব্যাপারটা অনেকটা ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতজ্ঞদের মতো। যাঁরা কোনও রাগ-রাগিণী-ভিত্তিক সঙ্গীতপরিবেশনার সময় প্রায়শই নিজের মনের মতো সুর সংযোজনা করেন। বিষয়টাকে বলা হয় "ইমপ্রোভাইজেসান," যেটা পাশ্চাত্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অতি বিরল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা সচরাচর সুরকারের স্বরলিপির গণ্ডির বাইরে যান না, কেবলমাত্র সুরকারের প্রস্তাবিত সুরের আঙ্গিক

অনুসরণ করে বাজনা বাজান বা গান করেন।

বিদেশ ভ্রমণের পর ভোলফ্‌গাং-এর বাদনশৈলীর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ১৭৬৩-৬৬ পর্যন্ত ভ্রমণের পর তিনি বেশ কয়েকটি মাস, সিম্‌ফোনি, আরিয়া. সেরেনেড, ডিভ্যারতিমেন্তি ও দুটি অপেরা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত "লা ফিন্তা সেম্‌প্লিচে" ও "বাস্তিয়েন উন্‌ট্‌ বাস্তিয়েন্নে" অপেরা দুটি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। প্রথম রচনাটি ইতালীয় ঢঙে এবং দ্বিতীয়টি জার্মান আঙ্গিক। একটা কথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মোৎসার্ট বেশ-কিছু কাল ভিয়েনার ২৬নং ভেরিঙ্গের স্ট্রাসের বাড়িতে বাস করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ইতালীয় আঙ্গিক অপেরা "কোসী ফান তুতে" রচনা করেন। আমি সেই গৃহের একটা কক্ষে ছাত্রাবস্থায় বেশ কিছুকাল বাস করেছিলাম। কথাটা ভাবলে আমার শিহরণ হয়। ১৭৬৯-এ তিনি পিতার সঙ্গে ইতালি ভ্রমণে যান এবং বোলোনিয়ার পাদ্রে মাতিনীর কাছে সঙ্গীতের ব্যাকরণ বিষয়ে কিছু শিক্ষা লাভ করেন। ভাতিকান-এর সিস্তিন গীর্জায় তিনি আল্লেগ্রিরচিত "মিসেরেরে"-এর এক অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। তিনি শুনে শুনেই সঙ্গীতটির প্রায় অধিকাংশই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। ভাতিকানস্থ পোপ মোৎসার্টকে সম্মানসূচক "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইতালি থেকে ফেরবার পর তিনি কিছুদিন সালৎস্‌বুর্গের আর্চবিশপের অধীনে সঙ্গীতজ্ঞের চাকুরি নেন।

১৭৭৭-এ তিনি তাঁর মাকে নিয়ে পারী ভ্রমণে যান। ফেরবার পথে মানহাইম শহরে তিনি মানহাইম অর্কেস্ট্রার একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ক্লারিনেট বাদন শোনেন। তাঁর পরবর্তী বহু রচনায় তিনি ক্লারিনেটকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা যন্ত্রটির প্রয়োগ তাঁকে অত্যন্ত আনন্দ দিত। ঐসময়ে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতজ্ঞা আলেয়িসিয়া ভেবের-এর প্রেমে পড়ে যান, কিন্তু আলেয়িসিয়া মোৎসার্ট-এর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন।

১৭৮০-তে তিনি তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "ইদোমেনিও" রচনা করেন। সালৎসবুর্গের আর্চবিশপের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মতান্তর হত তাই তিনি ১৭৮১-তে ভিয়েনায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। ভিয়েনায় আসবার পর তিনি আলেয়িসিয়া ভেবের-এর কনিষ্ঠা ভগিনী কনস্‌স্টাঞ্জিয়াকে বিবাহ করেন।

অস্ট্রীয় সম্রাট দ্বিতীয় যোশেফের আদেশে তিনি জার্মান আঙ্গিকে "ইল সেরালিও" নামক অপেরা প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত ওলন্দাজ-অস্ট্রীয় ধনকুবের ব্যারন ফন্‌ স্তিয়েতেন-এর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সখ্যতা হয়। তাঁর প্রেরণাতেই তিনি বাখ্‌ ও হাণ্ডেল-এর সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে হাইডেন-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। হাইডেন ভোলফ্‌গাং-এর পিতাকে বলেছিলেন যে, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ

করে বলতে পারি যে, তোমার ছেলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা।" হাইডেন-এর প্রভাব তাঁর প্রচুর রচনায় পরিলক্ষিত।

ভিয়েনায় থাকাকালীন তিনি বহু ঘরোয়া সঙ্গীত এবং সিম্ফোনি রচনা করেন।

র‍্যমার্সে-নামক নাট্যকারের একটি রচনার ভিত্তিতেই মোৎসার্ট তাঁর বিখ্যাত অপেরা "হোখৎসাইত্ দেশ্ ফিগারো" (ফিগারোর বিবাহ) রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী গীতিনাট্যের নাম "দোন জিয়োভান্নি" (ডন জুয়ান বা ডন হুয়ান)। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৭৮৪ থেকে মোৎসার্ট-এর স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হয়। তিনি সদাই তাঁর অকালবিয়োগের আশঙ্কায় চিন্তিত হতে থাকেন। সেইসঙ্গে দেখা দেয় অর্থাভাব। গ্লুক-এর মৃত্যুর পর মোৎসার্টকে তাঁর স্থানে রাজকীয় সঙ্গীতজ্ঞের পদাভিষিক্ত করা হয়। ১৭৮৯-এ তিনি বের্লিন সফরে গিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। ফেরবার পর মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে তিনি বোহেমিয়ার সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে "টিটুস" নামক গীতিনাট্যটি রচনা করেন। প্রাগ্-এর উৎসবান্তে ভিয়েনায় ফিরে তিনি তাঁর বিখ্যাত অপেরা "ডী জাউবের ফ্ল্যোটে" (ম্যাজিক ফ্লুট) রচনা করেন। তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। তিনি তাঁর বিখ্যাত অন্তিম সঙ্গীত "রেকিম" রচনায় হাত দেন। মরবার আগের দিন পর্যন্ত তিনি সেই সঙ্গীতরচনায় রত ছিলেন। কিন্তু ১৭৯১-এর ৫ ডিসেম্বর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

অর্থাভাবের জন্য তাঁর মরদেহ দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত এক গণ-কবরে সমাহিত করা হয়। পরে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভিয়েনার জনগণ ভিয়েনার প্রধান গোরস্থানে তাঁর একটি বিকল্প কবরের স্মারকস্তম্ভ নির্মিত করেছিলেন, যেটি আজও বিদ্যমান।

মোৎসার্টের মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১১টি; যন্ত্রসঙ্গীত–(সিমফোনি) ১৪টি; পিয়ানো কন্‌চের্তো–১৬টি; ভায়োলিন কন্‌চের্তো–৫টি; বাসুন কন্‌চের্তো–১টি; ক্লারিনেট্ কন্‌চের্তো–১টি; ফ্লুট কন্‌চের্তো–১টি; হর্ন কন্‌চের্তো–১টি; নৃত্যসঙ্গীত–২টি; সান্ধ্যসঙ্গীত–৪টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১৯টি; কণ্ঠসঙ্গীত–৭টি; গীত–৭টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৩৭টি।

মারিয়া লুইজী কেইরুবিনী

(Maria Luigi Cherubini)

১৭৬০–১৮৪২

কেইরুবিনী ১৭৬০-এ ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। অতিশৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং তিনি গীতিনাট্য রচনায় কুশলী হন। ১৭৮২ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত তিনি বেশ-কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৭৮৬-তে লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৭৮৮ থেকে তিনি পারীতে বসবাস আরম্ভ করেন এবং "লোদোইস্কা" নামক বিখ্যাত গীতিনাট্য লেখেন। "লে দ্যো জুর্নে" (দ্য টু ডেজ)-নামক গীতিনাট্য তাঁর রচিত ফরাসি গীতিনাট্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ১৮০০-এ লন্ডনে "দ্য ওয়াটার ক্যারিয়ার" শিরোনামে অভিহিত হয়েছিল।

কোনো অজ্ঞাত কারণে সম্রাট নেপোলিওঁ তাঁর উপর বীতরাগ হয়েছিলেন এবং সেইজন্য কেইরুবিনী পারী পরিত্যাগ করে ভিয়েনায় চলে যান। ভিয়েনাতে বেথোফেন্-এর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়, এমন-কি "ফিদেলিও" রচনার সময় বেথোফেন কেইরুবিনীর মতামত নিয়েছিলেন।

বেথোফেন বলেছিলেন যে, "কেইরুবিনীর গীতিনাট্যগুলি অতি উচ্চাঙ্গের।" তিনি এক পত্রে কেইরুবিনীকে লিখেছিলেন."আমি তোমাকে ভালোবাসি ও সম্মান করি এবং আমার সহকর্মীদের মধ্যে তোমারই স্থান সর্বোচ্চ।"

নেপোলিওঁ-এর রাজত্বকালে যখন ফরাসিরা ভিয়েনা দখল করেছিল তখন তিনি আবার পারীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধর্মীয় সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করেন; ১৮১৬-এ তাঁকে পারী-এর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদাভিষিক্ত করা হয়। তিনি কঠোরহস্তে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন।

তাঁর সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞদের মতে তাঁর স্থান ছিল মোৎসার্ট ও বেথোফেন্-এর পরেই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ তাঁর রচনাবলী প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং সেগুলির অনুষ্ঠান আর প্রায় শোনাই যায় না।

১৮৪২-এ তিনি পারী শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

কেইরুবিনি-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৩টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১টি।

লুডভিগ্ ভান্ বেথোফেন
(Ludvig Van Beethoven)
১৭৭০—১৮২৭

লুডভিগের সঙ্গীতশিক্ষা অতি অল্পবয়সে শুরু হয়েছিল কেননা তাঁর পিতা যোহান ভান্ বেথোফেন ভিয়েনায় মোৎসার্ট-শিশুদের সঙ্গীত প্রতিভা দেখে ভেবেছিলেন যে, তিনি লুডভিগ্‌কে ভোলফ্‌গাং মোৎসার্টের মতো এক বিরাট সঙ্গীতশিল্পীতে পরিণত করতে পারবেন। আনুমানিক আট বছর বয়সে লুডভিগ্ তাঁর প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন। লুডভিগ্‌দের পূর্বপুরুষেরা বেলজিয়মের ফ্লেমিস্ জাতি থেকে উদ্ভূত। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছোটোখাটো ব্যাবসা এবং কারিগরী করতেন। তাঁদের মধ্যনাম "ভান্" জার্মান "ফন্" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। "ফন্"-এর অর্থ অভিজাত এবং "ভান্"-এর অর্থ একটুকরো জমির অধিকারী মাত্র।

১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে লুডভিগ্-এর পিতামহ লুই ভান্ বেথোফেন জার্মানির বন্ শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বন্ শহরের শাসক ক্লেমেন্টস্ লুই বেথোফেনকে একটি গীর্জায় সঙ্গীতজ্ঞ পদে বহাল করেন। তিনি সেখানে "বাস-কণ্ঠী" গায়ক ছিলেন।

লুডভিগ্ পিতার কাছ থেকে যতটুকু সঙ্গীত শিক্ষা পাবার সবটুকুই পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ভান্‌ডের এডে নামক অর্গ্যানবাদক এবং টোবিয়াস ফাইফের নামক দুজন সঙ্গীতশিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। শেষোক্ত সঙ্গীতজ্ঞ এবং বেথোফেন্-এর পিতা যোহান প্রচণ্ড সুরাসক্ত ছিলেন এবং তাঁদের দুজনের মত্ত অত্যাচার বেথোফেন্‌কে প্রায়ই সহ্য করতে হত। তিনি লেখাপড়া প্রায়ই করতে পারতেন না, কারণ সঙ্গীতচর্চা করতে করতেই তাঁর দিনরাত কেটে যেত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তির পর লুডভিগ্ নীফে নামক এক সঙ্গীতশিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে বাখ্-রচিত "ওয়েল টেমপার্ড ক্লাভিয়ের"-এর পাঠ্য অনুযায়ী বাদন শেখেন। নীফে'র শিক্ষার গুণে মাত্র সাড়ে এগারো বৎসর বয়সে লুডভিগ্ শাসকের সভায় অর্গ্যানবাদকের এক অস্থায়ী চাকুরি পান। সেই সুযোগে তিনি তাঁর সঙ্গীতবাদনের প্রচুর অনুশীলন করতে পেরেছিলেন। ১৭৮৪-তে তিনি পাকাপাকিভাবে ঐ চাকুরিতে বহাল হন।

১৭৮৭-তে বেথোফেন প্রথম ভিয়েনা পরিদর্শনে যান এবং তাঁর সঙ্গে মোৎসার্টের

দেখা হয়। মোৎসার্ট প্রথম প্রথম তাঁকে বিশেষ প্রাধান্য দেননি কিন্তু একদিন মোৎসার্টের অনুরোধে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত রচনা করে তিনি মোৎসার্ট-এর প্রিয়ভাজন হন। মোৎসার্ট বলেছিলেন, "একদিন না একদিন এই যুবক পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।" ভিয়েনায় থাকাকালীন হঠাৎ মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি বন্-এ প্রত্যাবর্তন করেন। মাতার মৃত্যুর পর পিতা যোহান আরও অধিকমাত্রায় সুরাপান করেন এবং সংসারে প্রচুর অর্থাভাব হয়। সে-সময় লুডভিগ্-এর সঙ্গীতশিক্ষক ফ্রানৎস্ রীয়েস অর্থসাহায্য করেন। ফ্রাউ ফন্ ব্রিউনিং নামক এক মাতৃসমা বিধবা এই দুঃসময়ে বেথোফেনকে মাতৃস্নেহ দান এবং অর্থসাহায্য করতেন। তিনি বেথোফেনকে তৎকালীন বন্ শহরের অভিজাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কাউন্ট ফেরদিনান্দ ভালস্টাইন বেথোফেনকে একটি পিয়ানো ও প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লুডভিগ্ তাঁর রচিত "ভালস্টাইন পিয়ানো সোনাটা" সেই কাউন্টের নামে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। এছাড়া কাউন্টের প্রীত্যর্থে ১৭৯১-এ "রিত্তের বেলে" নামক একটি সঙ্গীত রচনা করেন।

১৭৮৮-তে বন্-এর শাসক ফ্রানৎস্ বন্ শহরে থিয়েটার ও গীতিনাট্যের প্রচলন করেন এবং একটি বাদকের দল গঠন করেন, যে দলে বেথোফেন্ ভিয়োলা বাজাতেন এবং তাঁর শিক্ষক ফ্রানৎস রীয়েস ভায়োলিন বাজাতেন।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে একবার যখন যোসেফ হাইডেন বন্-এ এসেছিলেন, তখন বেথোফেন তাঁকে স্বরচিত একটি কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরলিপি দেখিয়েছিলেন, যেটা দেখেই হাইডেন তাঁকে ভিয়েনায় গিয়ে সঙ্গীতশিক্ষা নিতে উপদেশ দেন। সেই বছরেরই অগস্টমাসে তিনি চিরতরে বন্ ছেড়ে ভিয়েনায় চলে যান। যখন তিনি ভিয়েনায় এলেন তখন ভিয়েনা ইউরোপের সঙ্গীতজগতের সর্বোচ্চ শিখরে। ষাট বৎসর বয়স্ক হাইডেন তখন জীবিত কিন্তু পরিতাপের বিষয় মাত্র একবছর আগে মোৎসার্টের জীবনাবসান হয়েছে। সে-সময় ভিয়েনায় গীতিনাট্যের খুব প্রচলন ছিল এবং দুটি রাজকীয় নাট্যশালায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গীতিনাট্য অভিনীত হত। সে-সময় জনসাধারণের জন্য বেশি অনুষ্ঠান হত না, বড়োলোকদের বাড়িতে নিজেদের সঙ্গীতের দল থাকত এবং ঘরোয়া সঙ্গীত ছিল অতি জনপ্রিয়।

লুডভিগ্ ভিয়েনাতে এসে হাইডেন-এর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করলেন কিন্তু ভালোমানুষ হাইডেন-এর সঙ্গে একগুঁয়ে লুডভিগের প্রায়ই মতান্তর হতে লাগল। ১৭৯৪-তে যখন হাইডেন ইংল্যান্ড সফরে গেলেন সেইসঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বেথোফেন-এর সঙ্গীতশিক্ষা নেওয়া শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আলব্রেখট্-বেরগের নামক এক অর্গানবাদকের কাছে এবং মোৎসার্টের পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী আন্তোনিও সালিয়েরির কাছে সঙ্গীতশিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে

ফেরদিনান্দ রীয়েস নামক এক ব্যক্তি উক্তি করেছিলেন, "সবাই লুডভিগ্‌কে প্রসংশা করত কিন্তু তাঁর একগুঁয়েমি ও প্রচণ্ড আত্মগরিমার জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যেত।"

বেথোফেন যদিও হাইডেন-এর সঙ্গে কলহ করেছিলেন এবং তাঁকে অমান্য করতেন তবুও তাঁর স্বরচিত বহু সঙ্গীতের ওপর হাইডেন-এর সঙ্গীতের প্রভাব অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে মোৎসার্টের বহু সঙ্গীতেও হাইডেন-এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

যখন বেথোফেন প্রথম ভিয়েনায় এসেছিলেন তখন তাঁর খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা হয়েছিল। ধীরে ধীরে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতে লাগল এবং তিনি ভিয়েনার অভিজাত সমাজে ধীরে ধীরে মিশে গেলেন।

তিনি প্রিন্স লিখনোভস্‌কি নামক সঙ্গীতপ্রিয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এছাড়া প্রিন্স লোবোকোভিৎস্‌, ব্যারন ভান্‌ স্টীতেন, ৎজেমেস্কাল, ফন্‌ ডোমানোভেৎস প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বিখ্যাত বেহালাবাদক সুপ্পান্‌জিগ্‌, পিয়ানোবাদক হুম্মেল এবং আমেন্ডা নামক সঙ্গীতশিক্ষকের সাথে পরিচিত হন।

বিলাসবহুল জীবন যাপন সত্ত্বেও বেথোফেন কিন্তু তাঁর ছোটো ভাইদের ভুলে যান নি। তাঁর ভাই ক্যাসপার কার্ল এবং নিকোলাউস যোহান পিতার মৃত্যুর পর ভিয়েনায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। লুডভিগ্‌ ভাইদের যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করতেন।

১৭৯৫-এ ম্যাগডালেনে ভিলমান্‌ নাম্মী এক সঙ্গীতজ্ঞা বেথোফেন-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন কিন্তু লুডভিগ্‌ সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সেই বছরেই লুডভিগ্‌ প্রকাশ্যে সঙ্গীত রচয়িতা এবং পিয়ানোবাদক হিসাবে পরিচিত হন এবং তাঁর রচিত সঙ্গীত ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ১৮০১-এর মধ্যেই তিনি পিয়ানো কন্‌চের্তো, প্রথম সিমফনি এবং "পাথেটিক" ও "মুনলাইট সোনাটা" নামক বিখ্যাত ঘরোয়া সঙ্গীত দুটি রচনা করেছিলেন।

১৭৯৬-এ তিনি প্রাগ্‌ ও বের্লিনে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন এবং প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেছিলেন। উক্ত ভ্রমণের ফলশ্রুতি তাঁর বিখ্যাত "পাস্তোরাল" সিম্‌ফনি। কিন্তু ১৭৯৮-৯৯ এর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন যে তিনি বধির হয়ে যাচ্ছেন এবং বহু চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে লাগলেন কিন্তু কোনো ফল হল না। ১৮০১-এর মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। সেই বছরের ১লা জুন তিনি সঙ্গীতশিক্ষক আমেন্ডাকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, তুমি আমার কাছে কাছে থাকো এবং স্বচক্ষে দেখো যে, কত দুঃখে তোমার বেথোফেন জীবন-যাপন করছে। জানি না কেন ঈশ্বর আমাকে এই

চরম শিক্ষা দিচ্ছেন । আজ আমি ঈশ্বরের এক দুখী সন্তান ।" আর-একটি পত্রে তিনি ভেগেলের নামক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আমার কানের ভেতর অবিরাম বাঁশির আওয়াজ আর কোলাহল শুনতে পাই । প্রায় দু'বছর হল দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছি, সমস্ত উৎসবে যাওয়া বন্ধ করেছি কারণ আমি কাউকে জানতে দিতে চাই না যে, আমি বধির ।"

ঐ সময়ে তিনি কাউন্টেস্ জুলিয়েত্তা জুইচিয়ারদি নামক এক ছাত্রীর প্রেমাসক্ত হন কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার আভিজাত্যের ব্যবধানের জন্য তিনি তাঁকে বিবাহ করতে অসফল হন । মনের দুঃখে ১৮০২-এ বেথোফেন ভিয়েনা ছেড়ে নিকটবর্তী হাইলিগেনস্টাড নামক ছোটো শহরে বসবাস করতে থাকেন । সেইসময় তিনি তাঁর বিখ্যাত "হাইলিগেনস্টাড ইচ্ছাপত্রটি" প্রণয়ন করেন ঃ

"প্রিয় ভাই কার্ল ও যোহান বেথোফেন ! তোমরা হয়তো মনে করো আমি বিরুদ্ধাচারী, একগুঁয়ে অথবা মানববিদ্বেষী, অনুমানটা অকাট্য সত্য ! তোমরা জান না যে আমার অনুরূপ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত কারণটা কী । শৈশব থেকে আমার মন অতি কোমল ছিল এবং আমি সদাই যে-কোনো বৃহৎ কার্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতাম । কিন্তু বিবেচনা করো যে বিগত ছয় বছর থেকে আমি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি এবং অনুপযুক্ত চিকিৎসকদের হাতে পড়ে আমার রোগটা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে । বছরের পর বছর ধরে আমি তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি এবং আমার মনে হচ্ছে যেন আমার রোগারোগ্য সুদূরপরাহত এবং অসম্ভব ।

"আমি যখন জন্মেছিলাম তখন আমি আমাদের সমাজের প্রতি সহনশীল ছিলাম কিন্তু অতি অল্পবয়স থেকেই আমি সমাজের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে আরম্ভ করেছিলাম । আজ আমি প্রায় শ্রবণশক্তিরহিত কিন্তু আমি জনসাধারণকে চেঁচিয়ে বলতে পারিনি, 'জোরে বলুন, চেঁচিয়ে বলুন, কেননা আমি এক বধির ।' হায় ! আমার পক্ষে কি করে সম্ভব আমার এই প্রতিবন্ধকতার বিষয় জনসমক্ষে বলা, কেননা আজ আমি আমার বৃত্তিতে যে কুশলতার শিখরে উঠেছি সেখানে তো আমি আর থাকতে পারব না ।

"আমাকে ক্ষমা কোরো । যদিও আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই তবুও ক্ষমা কোরো । আমার এই দুর্ভাগ্য দুর্বিষহ, কেননা সবাই এর জন্য আমাকে ভুল বুঝবে । আমি কারো সঙ্গে আর মিশতে পারি না, ঠিকভাবে কথোপকথন করতে পারি না বা মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারি না । নিতান্ত বাঁচার তাগিদে আমাকে লোকের সঙ্গে মিশতে হয় কিন্তু মনে সদাই ভয় হয়যে সবাই আমার রোগের কথা অচিরেই জেনে যাবে ।

"আজ প্রায় ছ'মাস হল চিকিৎসকের নির্দেশে আমি আমার শ্রুতিকে অবকাশ

'দেবার জন্য এই ছোটো শহরে বাস করছি। একদিন মনে হল কেউ যেন আমার কাছে বাঁশি বাজাচ্ছে কিন্তু তার কোনো আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম না।

"অনুরূপ অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে গভীর নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আত্মহত্যা করব। এখনকার একমাত্র সঙ্গী আমার কলাকুশলতা কিন্তু আমার মনে ধৈর্যের অভাব দেখা যাচ্ছে। আজ মাত্র ২৮ বছর বয়সে আমার পক্ষে কি দার্শনিক হয়ে যাওয়া সম্ভব ?

"হে ঈশ্বর ! তুমি আমার মনের অন্তস্তলে দেখতে পাও, তুমি আমার গভীর মানবপ্রেম সম্বন্ধে জানো এবং তুমি এও জানো যে আমি সবার প্রতি শুভেচ্ছা বহন করি। হে মানবজাতি ! যেদিন তোমরা আমার এই লেখাটি পড়বে, সেদিন তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা আমার প্রতি কত অবিচার করেছ।

"হে আমার ভাই কার্ল এবং যোহান ! আমার মৃত্যুর পর যদি প্রফেসর স্মিথ জীবিত থাকেন তবে তাঁকে অনুরোধ কোরো যেন তিনি আমার রোগের সঠিক বিবরণ সবাইকে জানিয়ে দেন এবং তোমরা আমার এই ইচ্ছাপত্রে লিখিত সব-কিছু জনসাধারণকে জানিয়ো, তাতেই তাঁরা আশ্বস্ত হবেন। আমার পার্থিব সামান্য যা-কিছু আছে তোমরা নিজেদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ো। তোমরা আমার যেটুকু ক্ষতিসাধন করেছ সেই অপবাদ থেকে আমি তোমাদের মার্জনা করলাম।

"ভাই কার্ল ! আমি তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার জন্য। তোমার জীবন সুখময় হোক এবং তুমি সৎপথে চলো। কেননা একমাত্র অর্থই মানুষকে সুখী করতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে বলতে পারি যে একমাত্র সততার জন্যই আমি আজও বেঁচে আছি, আত্মঘাতী হইনি।

"বিদায় ! তোমাদের কাছ থেকে বিদায় !

"আমি আমার বন্ধু প্রিন্স লিখনোভস্কি এবং প্রফেসর স্মিড্‌কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিন্স লিখনোভস্কি কর্তৃক প্রদত্ত বাদ্যযন্ত্রগুলো তোমার কাছে রেখো এবং যদি প্রয়োজন হয় বিক্রি করে দিয়ো।

"এখন আমি প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চাই। তোমরা এসো ! আমি তোমাদের দেখতে চাই।

"বিদায় ! আমাকে ক্ষমা কোরো।

– ইতি লুডভিগ্ ভান্ বেথোফেন।

"পুনশ্চ ঃ আমি তোমার কাছ থেকে ছুটি চাইছি, যদিও দুঃখভারাক্রান্ত মনে। আমার মনে যে ক্ষীণ আশা ছিল আমি ভালো হয়ে যাব সে আশাও আমি পরিত্যাগ করেছি।

"শরৎকালে যেমন গাছের পাতা শুকিয়ে মাটিতে পড়ে যায় আমার আশাও আজ সেরূপ ভূলুণ্ঠিত।

"হে বিধাতা ! আমাকে একদিনের জন্য আনন্দিত হতে দাও কেননা আনন্দ আমার মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হে মহাশক্তিমান ! আমি কি আর অনুভব করতে পারব যে, আমি প্রকৃতি আর মানুষের মন্দিরের মধ্যেই আছি। না, না, তা কখনোই হবার নয়।"

১৮০৮ এর মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে গেলেন এবং তাঁর পক্ষে পিয়ানো বাজানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, এমন-কি সাধারণ কথোপকথনও তিনি শুনতে পেতেন না। এর মধ্যে একদিন একটি সঙ্গীতালেখ্য বাজাতে গিয়ে তিনি বিফল হলেন। স্পর্শ দিয়ে সুর অনুভবের প্রচেষ্টায় তিনি এত জোরে পিয়ানোতে আঘাত করেছিলেন যে, সমস্ত যন্ত্রটির কাঠ আর তার ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠেছিল। ১৮১৫-এ ভিয়েনার নাগরিক সংস্থা "স্বাধীন নাগরিক" আখ্যা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিল কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সবার দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে লাগলেন। ১৮২২-এ "ফিদেলিও" পরিচালনার সময় তিনি আবার বিফল হলেন।

অতঃপর তাঁর বন্ধু মোস্‌খেলেস্‌ ও স্যুপ্পানৎজিগ্‌ মিলে তাঁর রচিত কোয়ার্ট্রেট্‌গুলির অধিকাংশই জনসমক্ষে পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন।

এদিকে শ্রবণশক্তিহীন বেথোফেন্‌ ক্রমশ অস্থিরচিত্ত হয়ে যেতে লাগলেন। হয়তো বা কোনো বন্ধুকে পত্রে তিরস্কৃত করতেন কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা কখনও তাকে ভুল বোঝেন নি, তাঁরা সবসময়েই বেথোফেন্‌-এর মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তৎপর থাকতেন।

১৮২৬-এ তিনি বন্‌-এ ভাই যোহান্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। হঠাৎ তিনি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হন, সেই রোগই তাঁর অন্তিম রোগ। ভিয়েনায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি এক বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর শয্যার পাশে হান্ডেল-এর সঙ্গীতের পুস্তক যেন সাজিয়ে রাখা হয়। জানুয়ারির শেষাশেষি তাঁর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল এবং তিনি তাঁর দশম অর্থাৎ শেষ সিম্ফনিটি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর জন্য রচনাটি অসমাপ্ত থেকে যায় এবং হারিয়ে যায়। ১৯৮২-তে ব্যারি কুপার নামক সঙ্গীতজ্ঞ সেটি প্রাগ্‌-এ খুঁজে পান এবং যত্নসহকারে সম্পূর্ণ করেন। ১৯৮৮-এর ২০ অক্টোবর লন্ডনের রয়েল ফেস্টিভাল হল-এ ওয়াল্টার ওয়েলার-এর পরিচালনায় সেটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ মার্চ তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং সজ্ঞানে মরবার আগে তিনি সমবেত বন্ধুদের বলেছিলেন, "বন্ধুগণ ! আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো, আমার সুখের দিনের

আজ হল অবসান !"

২৯ মার্চ ভিয়েনার ভেরিঙ্গের গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁকে সসম্মানে সমাহিত করা হয়। সেদিন শহরের সমস্ত বিদ্যায়তন বন্ধ ছিল এবং প্রায় বিশ হাজার শোকার্ত মানুষ তাঁর শবানুগমন করেছিল।

মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পুঁথিপত্র, সঙ্গীতালেখ্য ও আসবাবপত্র মাত্র ১৫৭৫ গীল্ডার মূল্যে নিলাম হয়ে যায়। সেগুলির মধ্যে তাঁর অমূল্য সঙ্গীতের ২৫২টি পাণ্ডুলিপি ছিল।

বোথোফেন-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৪টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতঃ সিমফোনি–১০টি; অবতারণা–৬টি; কন্ট্রা–১টি; জার্মান নৃত্য–১২টি; কনচের্তো–১০টি; ঘরোয়া সঙ্গীত– ৩৯টি; পিয়ানো সঙ্গীত–২৩টি; কণ্ঠসঙ্গীত –১টি; গীত–৭টি।

কার্ল মারিয়া ফন্ ভেবের
(Carl Maria Von Weber)
১৭৮৬–১৮২৬

১৭৮৬-এর ১৮ ডিসেম্বর ল্যুবেক্-এর সন্নিকটস্থ অয়টিন-এর এক পান্থশালায় কার্ল-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন এবং কার্ল-এর জন্মকালে একটি নাটকগোষ্ঠীর পরিচালক ছিলেন। কার্ল-এর শৈশব কেটেছিল বাবার থিয়েটার দলের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে। তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা হয় তাঁর সৎ-পিতৃব্য ফ্রিদোলিন ও পরে সালৎসবুর্গের মিখাইল হাইডেন-এর কছে। তিনি বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য "ডী মাখট্ ডের লীবে উন্ড দেস ভাইনস" (দ্য পাওয়ার অব্ লাভ্ অ্যান্ড ওয়াইন) রচনা করেন।

তাঁর বাবা কিছুদিন সঙ্গীতপ্রকাশনের এক ছাপাখানা খুলেছিলেন, সেখান থেকে তাঁর দুটি রচনা ছাপা হয়েছিল। তিনি কিছুদিন ভিয়েনায় আবে ফোগ্লের-এর কাছে লোকসঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৮ বছর বয়সে উক্ত শিক্ষকের সুপারিশে তিনি ব্রেসলাউস্থ রঙ্গশালার পরিচালক হন। ১৮০৭-এ তিনি স্টুট্গার্টের প্রিন্স অয়গেন অব্ ভ্যুয়ের্তমবের্গ–এর সঙ্গীতপরিচালক ও তাঁর ভ্রাতা লুডভিগ্-এর সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন।

স্টুট্গার্টে অবস্থানকালে তিনি গীতনাট্য "সিলভানা" এবং তাঁর বিখ্যাত পিয়ানো সঙ্গীত "ইন্ভিটেশান টু দ্য ডান্স" রচনা করেন। অতঃপর তিনি জামার্নির বিভিন্ন শহরে সফর করেন এবং সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন।

১৮১৩-এ তিনি ইতালি ভ্রমণে যাবার পথে প্রাগে যান। সেখানে স্থানীয় সঙ্গীতগোষ্ঠী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সেখানকার গীতিনাট্য সংস্থার পুনরুন্মেষ-এর প্রচেষ্টা করেন। সেখানে তিনি বেথোফেন্-এর "ফিদেলিও" এবং ইতালীয় "ওপেরা সেরিয়া"-এর অনুষ্ঠান করেন। ১৮১৬ থেকে তিনি ড্রেসডেন-এ বাস করতে থাকেন। ১৮২১-এ বের্লিন-এ তাঁর বিখ্যাত রচনা "ডের ফ্রেইস্যুৎজ" অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর প্রচুর খ্যাতি হয়। দুই বছর পর "ইউরিআন্থে" ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং সেইসঙ্গে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। ১৮২৫-এ লন্ডনে তাঁর রচনা "ওবেরন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেহ সময় তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন। ১৮২৬-এ অসুস্থ অবস্থায় আবার তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ৫ জুন তাঁর অকালমৃত্যু হয়। প্রথমে তাঁকে লন্ডনে

সমাহিত করা হয়। অতঃপর তাঁর মরদেহ ড্রেসডেন-এ নিয়ে গিয়ে আবার সমাহিত করা হয়। তিনি ৬টি অপেরা; ৩টি ঐকতান সঙ্গীত; ২টি ঘরোয়া সঙ্গীত, ৫টি পিয়ানো সোনাটা ও একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

ভেবের-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–৬টি; প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত–১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–২টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–
২টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৪টি।

ফ্রানৎস্ স্যুবের্ট
(Franz Schubert)
১৭৯৭–১৮২৮

১৭৯৭-এর ৩১ জানুয়ারি ভিয়েনায় স্যুবের্ট-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন এক সামান্য শিক্ষক। বাবার কাছে তাঁর প্রাথমিক বেহালা শিক্ষা আরম্ভ হয়। বড়ো ভাই ইগনাৎস এবং মিখাইল হোলৎসের-এর কাছে তিনি পিয়ানো শিক্ষা করেন। ১১ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি বেহালা, অর্গ্যান ও পিয়ানোবাদনে পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুরেলা, সেইজন্য তিনি ভিয়েনার "কোনভিক্ট্" কণ্ঠসঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সক্ষম হন। শিক্ষক রুচিস্কা তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের উৎকর্ষ শুনে মন্তব্য করেছিলেন যে, "ফ্রানৎসকে আমার শিক্ষা দেবার কিছুই নেই, কেননা তাঁর সব-কিছুই ঈশ্বরদত্ত।" তিনি গ্যেটে এবং শ্যীলের-এর কবিতায় সুর সংযোজন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর "হাগারস ক্লাগে-"এর সুরে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষক আন্তোনিও সালিয়েরি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৩-এ তিনি "কোনভিক্ট্" বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, কেননা বয়ঃসন্ধির জন্য তাঁর স্বরভঙ্গ হয়েছিল। পিতার আদেশে তাঁকে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকুরি নিতে হয়, কিন্তু মন পড়ে থাকে সঙ্গীতের জগতে। স্কুলে চাকুরির প্রথম দুই মাসের মধ্যে তিনি গ্যেটে-রচিত ৫৫টি কবিতায় সুর সংযোজনা করেন যার মধ্যে "গ্রেট্খেন আম্ স্পিন্রাডে" (গ্রেট্খেন অ্যাট দ্য স্পিনিং হুইল) খুব খ্যাতিলাভ করে। ১৮১৮-এর ১ মার্চ তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত ভিয়েনায় সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতারা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তাঁর কৃতিত্বের অনুপাতে তাঁর আয় ছিল কিন্তু অতি সামান্য, তাই সেই বছর তিনি কাউন্ট এস্তারহাজী-এর দুই কন্যার গৃহশিক্ষকরূপে হাঙ্গেরিস্থ জেলেজ প্রাসাদে বাস করেন। ১৮২০-এ তাঁর রচনা "ডী জুইলিংসব্রুডের" (দ্য টুইনস্) ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন পরেই "ডী জাউবের হার্ফে" (ম্যাজিক হার্প)-এর অনুষ্ঠান হয়। তাঁর কোনো বাঁধাধরা আয় ছিল না সেইজন্য তিনি খুবই অর্থাভাবে কষ্ট পেতেন।

স্যুবের্ট অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। প্রায়ই তাঁর প্রিয়বন্ধুদের সঙ্গে তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে ভিয়েনার আশেপাশে নানা সুরম্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সেই -সব স্থানে বসে বহু সঙ্গীতরচনা করেছেন। তাঁর বন্ধুরা সেইসব পরিক্রমার নামকরণ

করেছিলেন "স্যুবেরতিয়াদ্" । স্যুবের্ট-এর অপর নাম ছিল" "সঙ্গীতের রাজকুমার" । অনুরূপভাবে আন্তোন ব্রুকনেরকে বলা হত "ঈশ্বরের সঙ্গীতজ্ঞ" এবং দ্বিতীয় যোহান স্ট্রাউসকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল "ভালৎস্-এর রাজা বা ভালৎস্ ক্যোনিগ্" ।

১৮২৪-এ তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পুনরায় জেলেজ প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেন । ১৮২৬-এ তাঁকে উপলক্ষ করে ভিয়েনায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং শ্রোতারা সেই প্রথম এক বাক্যে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন । তাঁর সুরকৃত কণ্ঠসঙ্গীত বা "লীদের" সমূহের জন্য তিনি আজও জগদ্বিখ্যাত । ক্রমিক অর্থাভাব এবং অসুস্থতার জন্য মাত্র ৩১ বছর বয়সে ভিয়েনায় তাঁর অকালমৃত্যু হয় (১৯ ডিসেম্বর ১৮২৮) ।

তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে বেথোফেন-এর পাশে সমাহিত করা হয়েছিল ।

স্যুবের্ট-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১টি; প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত–৪টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১১টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–১৪টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১৯টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৭টি; গীত (লীদের)–৩৬টি ।

গেতানো ডোনিজেত্তি
(Gaetano Donizetti)
১৭৯৭–১৮৪৮

১৭৯৭-এ ইতালির বেরগামো শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁকে এক বৈজ্ঞানিক তৈরি করবার কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের উপর প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি সিমফোনি ও ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করতে থাকেন; এছাড়া তিনি গীতিনাট্যও রচনা করতেন। ১৮১৮-এ তাঁর রচিত একটি গীতিনাট্য ভেনিস শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের পর তাঁর খুব নাম হয় এবং তিনি সেই থেকে আরও গীতিনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৩১-এ তাঁর রচনা "অ্যানি বোলিন" মিলানে অনুষ্ঠিত হবার পর তাঁর খ্যাতি সারা য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৩৪-এ তিনি নেপলস্-এর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদাভিষিক্ত হন এবং প্রায়ই তিনি ভিয়েনা, বোলোনিয়া ও পারীতে বাস করতেন। ১৮৪৩-এ তাঁর কোনো মস্তিষ্কের রোগ দেখা দেয়, তিনি উন্মাদ হয়ে যান এবং পারীর সন্নিকট ইভ্‌রী উন্মাদাশ্রমে বাস করেন। ১৮৪৮-এ বেরগামো-তে উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তিনি পাঁচটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। তার প্রায়ই সব-কটিই কৌতুকবহুল।

ডোনিজত্তি-এর মুখ্যরচনা ঃ
নৃত্যনাট্য–৫টি।

জিওয়াচ্চিনো রসিনী

(Gioacchino Rossini)

১৭৯২–১৮৬৮

১৭৯২-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির পেসারো শহরে রসিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা তুরী বাজাতেন এবং মা ভালো কণ্ঠসঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি বোলোনীয়াস্থ আকাদেমিয়া ফিলহারমোনিকা নামক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বেশ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বাদনকৌশল আয়ত্ত করেন। ১৮১৩ থেকে পর পর তিনি "তানক্রেদি", "ল্য' ইতালীয়ানা ইন্ আলজেরি" এবং "এলিজাবেত্তা, রেজিনা দ্য ইন্‌ঘিলিতেরা" গীতিনাট্যগুলি রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত রচনার নাম "দ্য বারবার অব্ সেভিয়ে"। সর্বসমেত তিনি ৪০টি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। ১৮২৪-এ তিনি পারী নগরবাসী হন এবং ১৮২৯-এ "উইলিয়াম টেল্" নামক বিখ্যাত গীতিনাট্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর রচনাশক্তি স্তিমিত হয়ে যায়, কেননা প্রায়ই তিনি নানারকম রোগে ভুগতে থাকেন।

১৮৩৬-এ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু আবার ১৮৫৫-এ পারী ফিরে আসেন।

তিনি এক উদারচিত্ত ও প্রফুল্লহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন সেইজন্য সবাই তাঁকে ভালোবাসত। ১৮৬৮-এর নভেম্বর পারীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

রসিনী-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৮টি; ধর্মীয় সঙ্গীত–২টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৩টি।

নিক্কোলো পাজানিনি
(Niccolo Paganini)
১৭৮২–১৮৪০

১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে ইতালির জেনোয়া শহরে পাজানিনির জন্ম হয়। ৬ বছর বয়স থেকে তিনি বেহালা বাজাতে আরম্ভ করেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি বেহালার উপযোগী একটি সোনাটা রচনা করেন।

১৭৯৭-এ মিলান, বোলেনিয়া ও ফ্লোরেন্স শহরে অনুষ্ঠান করে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ষোলো বছর বয়সে তাঁর খুব অর্থাভাব হয় এবং তিনি তাঁর বেহালাটি গচ্ছিত রেখে এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার করেন। লুক্কা নামক এক ছোটো সামন্ত রাজ্যের যুবরাজের অনুগ্রহে তাঁর সঙ্গীত অনুশীলন চলতে থাকে। ১৮১৩-তে তিনি ভিয়েনায় এসে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে খ্যাতিলাভ করেন। ফ্রানৎস্ স্যুবের্ট তাঁর বেহালা বাজনা শুনে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন যে,"মনে হয় যেন তাঁর বাদন স্বর্গের পরীদের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ।" অব্যবহিতকাল পরে তিনি পারী শহরে আরও খ্যাতিলাভ করেন। অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি খুব কষ্ট পেতেন এবং সেইজন্য তিনি খুব লোভী হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু ব্রাহ্মস্, লিজ্‌ৎ, স্যুমান ও রাখ্‌মানিনভ প্রভৃতি সঙ্গীতরচয়িতারা তাঁর সঙ্গীত থেকে প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে ইতালির নিৎসা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাজানিনি-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি, বেহালা ও পিয়ানো সঙ্গীত–৪টি, বেহালা সঙ্গীত–২৪টি।

ভিনচেঞ্জো বেল্লিনী
(Vincenzo Bellini)
১৮০১–১৮৩৫

১৮০১-এ ইতালির কাটানিয়াতে বেল্লিনীর জন্ম হয়। তিনি ইতালীয় গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর প্রথম গীতিনাট্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। এটি মিলানের লা-স্কালা প্রেক্ষাগৃহে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৮২৯)। ১৮৩১-এ তিনি পারীবাসী হন এবং একের পর এক গীতিনাট্য রচনা করেন।

তাঁর শেষ রচনা "ঈ পুরিতানী দ্য স্কোজিয়া" ১৮৩৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনাকুশলতার জন্য ভাগ্‌নের বলেছিলেন যে, "লোকে বলে যে, আমি বেল্লিনীর সঙ্গীত পছন্দ করি না, কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য, কেননা তাঁর সঙ্গীত সত্যই অপূর্ব।"

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে পারীতে প্রতিভাবান বেল্লিনীর অকালমৃত্যু হয়।

বেল্লিনী-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৩টি।

যোসেফ লান্নের
(Joseph Lannner)
১৮০১–১৮৪৩

অস্ট্রীয় নৃত্যসঙ্গীতকার যোসেফ লান্নের ১৮০১-এ ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য থেকেই তাঁর সঙ্গীতের উপর আকর্ষণ ছিল এবং প্রায় স্বচেষ্টাতে তিনি বেহালা বাজানো ও সঙ্গীত রচনা আয়ত্ত করেছিলেন। বেহালা বাজনায় কুশলী হবার পর তিনি এক নাচের বাজনার দলে যোগদান করেন এবং কিছুকাল পরে নিজেরই একটি ছোটো তারযন্ত্রের দল গঠন করেন। সেই দলে ভিয়োলা বাজাতেন ১৫ বছর বয়স্ক যোহান স্ট্রাউস (জ্যেষ্ঠ) যাঁর পুত্র যোহান স্ট্রাউস (কনিষ্ঠ) আজ ভালৎস্ সঙ্গীতের জন্য জগতে অমরত্বলাভ করেছেন। দলটির অবয়ব কালক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সেটি এক বৃহৎ নাচের বাজনা দলে পরিণত হয়। স্ট্রাউস সেই দলের উপপ্রধান নিযুক্ত হন। ভেবের- রচিত বিখ্যাত পিয়ানো সঙ্গীত "ইনভিটেশন টু দ্য ডান্স"-এর প্রভাবে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভালৎস্ সঙ্গীত "ল্যেন্দার" রচনা করেছিলেন। ১৮২৫-এ স্ট্রাউস যখন তাঁর দল পরিত্যাগ করে নিজেই সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন লান্নের অতি দুঃখে "ট্রেনুংস ভালৎসের" (বিদায় সঙ্গীত) নামক বিষাদময় সঙ্গীত রচনা করেন।

তৎপরেই শুরু হয় স্ট্রাউস ও লান্নেরের "ভালৎস্ যুদ্ধ" অর্থাৎ ভালৎস্ রচনার এক তীব্র প্রতিযোগিতা। লান্নের কোনোদিন ভিয়েনা ছেড়ে যান নি। তিনি মোট ২০৮টি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যার মধ্যে ছিল পোল্‌কা, গ্যালপ, কোয়াড্রিল, মার্চেস্, ও ভালৎস্।

১৮৩২ থেকে তিনি লেওপোল্ডস্টাড্ থিয়েটারের সান্ধ্যসঙ্গীত পরিচালনা করতেন। তাঁর সঙ্গীত পরিচালন ক্ষমতাও ছিল খুবই উচ্চমানের।

তিনি ১৮৪৩-এ ভিয়েনায় পরলোকগমন করেন।

লান্নেরের মুখ্যরচনা ঃ

ভালৎস নৃত্যসঙ্গীত–১০টি; অপরাপর নৃত্যসঙ্গীত– ২০টি।

হেক্তর লুইজে বেরলিওজ্
(Hector Louise Berlioz)
১৮০৩–১৮৬৯

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বেরলিওজ্ ফরাসী দেশের গ্রেনোবল্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এক গ্রাম্য চিকিৎসক ছিলেন এবং সঙ্গীতকলা একেবারেই পছন্দ করতেন না। হেক্তরও চিকিৎসক হবার বাসনা করেছিলেন সেজন্য বাল্যকালে যৎসামান্য গানবাজনা শিখেছিলেন। এক ধর্মীয় বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় কিন্তু যখন নেপোলিওঁ-এর আদেশে ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি গৃহে শিক্ষা নিতে থাকেন। সেইসময় তিনি বাঁশি বাজাবার চেষ্টা করেন এবং অল্পকালের মধ্যে বেশ কুশলতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি গোপনে এক শিক্ষকের কাছে পিয়ানো ও গীটারবাদন শিক্ষা করেন এবং রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে সঙ্গীত বিষয়ক পত্র-পত্রিকা পড়তে থাকেন।

তিনি ছিলেন খুব আবেগপ্রবণ তাই মাত্র বারো বছর বয়সে এক আঠারো বছর বয়স্ক যুবতীর প্রেমাসক্ত হন। তাঁর প্রথম সঙ্গীত রচনা এস্টেলে নাম্নী সেই প্রেমিকার উদ্দেশে লিখিত।

উনিশ বছর বয়সে তিনি পারী শহরে চিকিৎসা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথম দিন শব-ব্যবচ্ছেদ দেখেই তাঁর মন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং এইসঙ্গেই তাঁর ডাক্তার হবার বাসনার হয় পরিসমাপ্তি। ঐ সময় তিনি প্রায়ই পারী-এর অপেরা হাউস গিয়ে অনুষ্ঠান দেখতেন। গ্লুক-রচিত "ইফিজেনিয়া ইন্ অউলিস" গীতিনাট্যটি তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি সঙ্গীত শিক্ষার মানসে লেসুয়ে-নামক এক সঙ্গীতশিক্ষকের অধীনে শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮২৫-এ তাঁর স্বরচিত একটি ধর্মসঙ্গীত পারী-এর লা রোস্ গীর্জায় অনুষ্ঠিত হবার পর তিনি খ্যাতিলাভ করেন। শিক্ষকমশাই লেসুয়ে বলেছিলেন যে, "তুমি ডাক্তার হতে পারবে না, কিন্তু তুমি এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হবে যার নিদর্শন তোমার মধ্যে সুস্পষ্ট।"

হেক্তর "প্রী দ্য রোম" পুরস্কারলাভের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রথমবার সফল হন নি। ১৮২৬-এ তিনি পারী-এর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেই সময় অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তাঁকে একটি নিম্নমানের থিয়েটারশালায় গান করতে হত এবং তিনি ছাত্রদের বাঁশি ও গীটার শিক্ষা দিতেন। সেইসময় তিনি শেক্সপীরীয় নায়িকা হ্যারিয়েট্ স্মিথসন্-এর প্রেমাসক্ত হন। সেই মহিলা অফেলিয়া ও জুলিয়েটের

চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে সারা য়ুরোপে বিখ্যাত ছিলেন। প্রেমিকার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হেক্তর "রোমিও ও জুলিয়েট্"-শীর্ষক বিখ্যাত সঙ্গীতালেখ্য রচনা করেন, কিন্তু সেই গরবিনী সেটির দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। হতোদ্যম হেক্তর বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় জীবনভিত্তিক "ফ্যান্তাস্তিক্ সিম্ফনি" রচনা করেন। ১৮৩০-এ আলেখ্যটি জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হবার পর লিজ্‌ৎ-কর্তৃক অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত হয়। সেই থেকে লিজ্‌ৎ ও তাঁর মধ্যে সখ্যতা হয়। সেই বছরেই তিনি "প্রী দ্য রোম" পুরস্কারটি লাভ করেন এবং তাঁর সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত "লা দের্‌নিয়ের্ নুই দ্য সারদানাপালে" প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে অভিনেত্রী হ্যারিয়েট্-এর নাট্যসংস্থা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তিনি পুনরায় হেক্তরের প্রতি প্রেমাসক্ত হন। অবশেষে লিজ্‌ৎ-এর অনুপ্রেরণায় তাঁদের বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহ মাত্র সাতবৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল। হেক্তরের অপ্রত্যাশিত খ্যাতিতে কেইরুবিনী ও রসিনী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে থাকেন। ১৮৩৪-এ তাঁর রচিত লর্ড বায়রন-এর একটি কবিতাভিত্তিক "হ্যারল্ড ইন্ ইতালি" নামক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতটি মুখ্যত একক ভায়োলা যন্ত্রের জন্য অতি মধুর। ফরাসি সরকার ঐসময় তাঁকে একটি রেকিম বা মৃতের প্রতি সম্মানজ্ঞাপক সঙ্গীতরচনার ভার দেন। সেইসময় তিনি বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর চেল্লীনী-এর জীবনভিত্তিক "বেন্‌ভেনুতো চেল্লিনী" গীতিনাট্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। উপরি-উক্ত শোকসঙ্গীতটির তিনি নামকরণ করেছিলেন, "গ্রাঁদ মেসে দেস্ মর্তস্", সেটি ১৮৩৭-এ পারীতে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি প্যারী-এর সঙ্গীতপাঠাগারের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং "লেজিয়ঁ দ্য নর্" পদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ক্রমে ক্রমে ইংল্যান্ড, জার্মানি ও রুশদেশে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাতকারণে পারী-এর শ্রোতারা তাঁকে অবজ্ঞা করত। ১৮৪৫-এ তাঁর বিখ্যাত রচনা "দ্য ড্যাম্‌নেশান্ অব্ ফাউস্ত্" অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নি। রচনাটির বিশেষ অঙ্গ ছিল তাঁর সুবিখ্যাত "রাকোৎজি মার্চ"।

১৮৪৭-এ এক গীতিনাট্য সংস্থায় চাকুরি নিয়ে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন কিন্তু ছয়মাস পরেই পারীতে ফিরে আসেন। ১৮৫০-এ তাঁর নূতন রচনা "দ্য ফ্লাইট্ ইন্‌টু ইজিপ্ট" প্রকাশিত হয়, এটি ধর্মভিত্তিক এবং শ্রোতারা এর খুব প্রশংসা করেছিলেন। ১৮৫৪-তে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগের পর তিনি কণ্ঠসঙ্গীতজ্ঞা মারি রেচিওকে বিবাহ করেন। ১৮৬২-তে মারি রেচিও এবং তাঁর পুত্র লুই-এর মৃত্যু হয়। শোকাহত হেক্তর ১৮৬৪ থেকে সঙ্গীতরচনা প্রায় ছেড়ে দেন। সে-সময় কৈশোরের প্রেমিকা এস্তেলে-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাউফিন্ শহরে গিয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বহু পত্রালাপ হয়েছিল।

বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক আঁরি প্রুনিয়ের-এর মতে হেক্তর ছকে বাঁধা সঙ্গীতের প্রথম প্রবর্তক। রমেঁ রইয়াঁ-এর মতে, "তিনি ফরাসী সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম এবং কৈশোরের গভীর প্রেমকে উপেক্ষা করে নিজের বৃত্তিকে সুউচ্চ স্থানে স্থাপিত করে গেছেন।"

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে পারী শহরে তাঁর জীবনাবসান হয়।

বেরলিওজ-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৩টি; সমবেত সঙ্গীত–৮টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৪টি; গীত–১টি।

মিখাইল ইভানোভিচ্ গ্লীঙ্কা
(Michael Ivonovitch Glinka)
১৮০৪–১৮৫৭

১৮০৪ খ্রীস্টব্দে মিখাইল রুশদেশের নোভোসপাসকয় নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এক নামী জমিদার ছিলেন। অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি সঙ্গীতের শিক্ষালাভ করেন এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যর জন্য কখনোই পেশাদারী হন নি। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং বেরলিওজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষা শিখেছিলেন।

তাঁর রচিত দুটি অপেরা "এ লাইফ্ ফর দ্য জার" (রুশ-বিপ্লবের পর নূতন নামকরণ হয় "ইভান সুসানিস্") ও "রুসলান্ অ্যান্ড লুডমিলা" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রুশ সঙ্গীতের ধারায় এক আমূল পরিবর্তন হয় (১৮৩৬)। পণ্ডিতগণের মতে তাঁকেই রুশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক বলা হয়। গ্লীঙ্কা পশ্চিম য়ুরোপের সঙ্গীত রচয়িতাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তাঁর রচনায় নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হত। তিনি চেষ্টা করতেন যেন তাঁর রচনা শুনে তাঁর সরল দেশবাসীরাও উপভোগ করতে পারে। তাঁর অপেরার সমবেত সঙ্গীতে রুশীয় সুরের স্পষ্ট ছাপ থাকত।

তার সঙ্গীত পরবর্তীকালে চেইকোভস্কি ও ইগর স্ত্রাভিন্স্কি'র রচনাকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। এককথায় তাঁর সঙ্গীত রুশীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান ভাণ্ডার ও প্রেরণা। সঙ্গীতে উৎকর্ষের জন্য তাঁকে লিজ্‌ৎ-এর সঙ্গে তুলনা করা হত। আজকের পৃথিবীবিখ্যাত রুশীয় মূকনৃত্যনাট্য বা ব্যালে তাঁর রচিত "রুস্লান অ্যান্ড লুডমিলা" গীতিনাট্যের উত্তরসূরী।

১৮৫৭-এ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তিনি বের্লিনে প্রাণত্যাগ করেন।

গ্লীঙ্কা-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–২টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত– ৫টি; গীত–১০টি।

যোহান স্ট্রাউস–১

(Johann Straus-I)

১৮০৪–১৮৪৯

১৮০৪-এ ভিয়েনা শহরে যোহান স্ট্রাউস-১ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং পারিবারিক বই বাঁধানোর ব্যাবসা ছেড়ে তিনি শুধু বেহালা বাজাতে থাকেন। এক নাচের দলের সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে কাজ করবার সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ যোসেফ লান্নের-এর পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতানুশীলন আরম্ভ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি নিজস্ব এক বাজনার দল গঠন করেন। তাঁর রচিত প্রথম ভালৎস্ তিনি লান্নের-এর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে নিজস্ব দলের জন্য তিনি আরও বহু ভালৎস্ রচনা করেন। ১৮৩৩-এ তিনি য়ুরোপের বহু শহরে অনুষ্ঠান করেন এবং অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীতপরিচালক পদে নিযুক্ত হন, সেইসঙ্গে তাঁকে রাজকীয় নৃত্যানুষ্ঠানেও সঙ্গীতপরিচালনা করতে হত।

বিখ্যাত "রাদেৎস্কি মার্চ" রচনা করার ফলে রাজনীতিকেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং জার্মানিতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল কেননা, তা ছিল অত্যাচারী অস্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ মার্শাল রাদেৎস্কি-এর সম্মানসূচক এক রচনা। রাদেৎস্কি নির্মম হস্তে উত্তর ইতালির জনগণকে দমিত করেছিলেন। ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া-এর অভিষেকের সময় তিনি আমন্ত্রিত হয়ে বাকিংহাম প্রাসাদে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। ১৮৪৯-এ তিনি শেষবার ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। তিনি টেমস্ নদীতে বহমান একটি নৌকার উপরে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন। সর্বসাকুল্যে তিনি ২৫০টি সঙ্গীত রচনা করেন যার মধ্যে ১৫২টি ভালৎস্, ১৮টি সামরিক মার্চ। এছাড়া তিনি গ্যালপ্, পোলকা, কোয়াড্রিল, কটিলন প্রভৃতি বহু নৃত্যসঙ্গীতও রচনা করেন। ১৮৪৯-এ ভিয়েনায় তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র "ভালৎস-এর রাজা" যোহান স্ট্রাউস (দ্বিতীয়)। তাঁর অপর দুই পুত্র, যোসেফ স্ট্রাউস, এড্উয়ার্ড স্ট্রাউস এবং এড্উয়ার্ড-এর পুত্র যোহান স্ট্রাউস (৩য়) সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই যোহান স্ট্রাউস (২য়)-এর মতো খ্যাতিমান ছিলেন না।

ফেলিক্স মেন্ডেলস্‌সোন

(Felix Mendelssohn-Bartholdy)

১৮০৯—১৮৪৭

১৮০৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি ফেলিক্স মেন্ডেলস্‌সোন হামবুর্গের এক ধনীপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিত্তব্যবসায়ী ছিলেন এবং পিতামহ মোসেস মেন্ডেলস্‌সোন খুব খ্যাতনামা এক দার্শনিক ছিলেন। ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও ফেলিক্স-এর পিতা তাঁর সন্তানদের প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টীয় মতে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ওঁদের গৃহে হেগেল, হোফমান, হাইনে প্রমুখ বিদ্বজ্জনের যাতায়াত ছিল। গৃহের পরিবেশটি ছিল কৃষ্টিসম্পন্ন। বাড়িতে প্রায়ই ঘরোয়া সঙ্গীতের আসর বসত এবং সংসারের সবাই কোনো-না-কোনো যন্ত্র বাজাতেন। মাঝে মাঝে সংসারের সবাই মিলে ঐকতানবাদন করতেন।

ফেলিক্স-এর তিন বছর বয়সকালে পিতা হামবুর্গ ছেড়ে বের্লিনে সংসার পাতেন। দশবছর বয়সকালে ফেলিক্স বের্লিন সঙ্গীতবিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন। মাত্র একবছরের মধ্যে তিনি ৫০টি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। পরবর্তী দুইবছরে ৫টি সিম্‌ফোনি, ৯টি ফুগ্‌ ও দুটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এগারোবছর বয়সে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ভেবের-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৬দিন ভেইমার-এ কবি গ্যেটে'র সঙ্গে বাস করেন। ১২ বছর বয়স থেকে তিনি অবিশ্রান্তভাবে সঙ্গীত রচনা করতে থাকেন। ১৮২৯-এ তিনি যোহান্‌ সেবাস্তিয়েন বাখ্‌ -এর বিস্মৃতপ্রায় রচনা "সেন্ট ম্যাথুস প্যাসন" পুনরুজ্জীবিত করেন। সেই বছরেই তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং লন্ডন ফিল্‌হারমোনিক সংস্থার সম্মানীয় সদস্যপদ লাভ করেন। ইংল্যান্ডে তিনি অতি দ্রুত খ্যাতিলাভ করেন এবং স্কটল্যান্ড-এ গিয়ে "হেব্রাইডিস্‌ ওভারটুর্‌" বা "ফিংগাল্‌স্‌ কেভ" নামক একটি সিম্‌ফোনি প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি অস্ট্রিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড-এবং ফ্রান্সে বহু সঙ্গীত পরিচালনা করেন। ১৮৩৩-এ জার্মানির ডুসেলদর্ফ শহরের সঙ্গীতসংস্থা তাঁকে সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত করেন কিন্তু মাত্র ২ বছর পরেই সেই পদ পরিত্যাগ করে তিনি লেইপৎজিগের গেভান্দহাউস্‌ সংস্থায় যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ১১ বছর তিনি লেইপৎজিগে ছিলেন এবং সেইসময় লেইপৎজিগ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর দ্রুত স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি ছিলেন এক বিনয়ী সদাশয় ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি।

স্যুমান, শ্যোপাঁ এবং লিজ্‌ৎ-এর উপর তিনি চরম আসক্ত ছিলেন। গ্যেটে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বহু পণ্ডিত তাঁকে মোৎসার্ট-এর সঙ্গে তুলনা করেন, স্যুমান-এর মতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সমতুল। ভাগ্‌নের-এর ইহুদি-বিদ্বেষের ফলে ফেলিক্সের খ্যাতি সাময়িকভাবে ম্রিয়মাণ হয়েছিল। নাৎসী যুগে তাঁর রচিত সঙ্গীত জার্মান ভাষাভাষী দেশে বর্জিত হয়েছিল। শেক্সপীয়র-লিখিত 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম'-এর উপর আধারিত তাঁর সঙ্গীত অনবদ্য।

তাঁর রচিত ছোটো ছোটো পিয়ানো সঙ্গীতকে "লীদের ওহ্‌নে ভোর্তে" অর্থাৎ বাক্যবিহীন সঙ্গীত বলা হয় এবং ঐটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৮৪৭-এর ৪ নভেম্বর মাত্র ৩৮ বছর বয়সে লেইপৎজিগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেন্ডেলস্‌সোন-এর মুখ্যরচনা :

নাট্যসঙ্গীত—২টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—১০টি; ঘরোয়া সঙ্গীত—৩টি; পিয়ানো-সঙ্গীত—৪টি; অর্গান সঙ্গীত—১টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত—১০টি; গীত—৩টি।

ফ্রেদেরিক শ্যোপাঁ

(Frederic Chopin)

১৮১০–১৮৪৯

১৮১০-এর ২২ ফ্রেব্রুয়ারি শ্যোপাঁ পোল্যান্ডের রাজধানী ভারস নগরীর উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ফরাসি দেশের লোরেইন প্রদেশের লোক ছিলেন। পিতা নিকোলাস ১৭৮৭-এ ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় পোল্যান্ডে যান এবং চাকুরি, শিক্ষকতা, এবং সৈনিকবৃত্তি ইত্যাদি করে সংসার চালাতেন। ১৮১২-তে তিনি পোলদেশীয় সৈন্যশিক্ষা-বিদ্যালয়ে চাকুরি পান এবং ভারস নগরে বসবাস আরম্ভ করেন।

ফ্রেদেরিক-এর শৈশব অতি আনন্দে নির্বাহিত হয়েছিল এবং তিনি অতি উচ্চমানের বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। একবার পিতার জন্মদিন উপলক্ষে তিনি ও তাঁর ছোটো ভাই-বোনেরা মিলে জ্যেষ্ঠা ভগিনী এমিলি-রচিত একটি নাটিকার অভিনয় করেছিলেন। ফ্রেদেরিক-এর অভিনয় অতি মনোগ্রাহী হয়েছিল।

চার বছর বয়স থেকে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে পিয়ানোশিক্ষা আরম্ভ করেন। দুইবছর পরে বোহেমীয় পিয়ানোশিক্ষক আদালবের্ট গীভ্‌নী তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, মাত্র আটবছর বয়সে ভারস শহরের একটি একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে গিরোভেৎস্‌-এর একটি রচনা বাজিয়ে তিনি খুব প্রশংসিত হন। ভারস-এর সঙ্গীতপ্রেমীরা বালক ফ্রেদেরিক্‌-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোচ্চার হন। এমন-কি অনেকে বলতে থাকেন যে,"য়ুরোপের আকাশে আর-এক মোৎসার্ট-এর আবির্ভাব হয়েছে।" অতি অল্পবয়সে রুশীয় গ্র্যান্ড ডিউক কনস্টার্নটিন্‌-এর সম্মানার্থ তিনি একটি সঙ্গীত রচনা করেন এবং ভারস-এর সৈনিক বাদ্যযন্ত্রীরা সেটি বাজিয়ে সবাইকে শোনান।

১২ বছর বয়সে ভারস সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়-এর পরিচালক যোসেফ্‌ এলস্‌নার্‌ তাঁকে সঙ্গীতবিদ্যার তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ফ্রেদেরিক অপরিসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমসহকারে সেই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি নব-উদ্ভাবিত "এইলোপান্টালন" নামক এক যন্ত্রের সাহায্যে একটি একক রচনা পরিবেশন করেন। উক্ত যন্ত্রটি ভারস শহরের এক সূত্রধর নির্মাণ করেছিলেন। ফ্রেদেরিক্‌-এর হস্তে সেই যন্ত্রের সুমধুর বাজনা শুনে রুশীয় জার আলেকজান্ডার তাঁকে একটি মূল্যবান

হীরকাঙ্গুরী উপহার দেন। সেই বছরেই তাঁর পিয়ানোর উপযোগী প্রথম রচনা "রন্দো- অপুস্– এক" মুদ্রিত হয়।

তাঁর শরীর কিন্তু কখনো ভালো থাকত না। তিনি প্রায়ই শ্বাসযন্ত্রের রোগে ভুগতেন। সেইসময় তিনি সাধারণ সঙ্গীতবিদ্যালয় ছেড়ে সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

ফ্রেদেরিক-এর বিখ্যাত রচনাগুলির অধিকাংশই তাঁর অল্পবয়সে রচিত। ২১ বছর বয়সে পারীতে চলে যাবার আগে তিনি দুটি পিয়ানো কনচের্তো এবং মোৎসার্ট-এর "দোন জিওভান্নি" গীতিনাট্যের উপর আধারিত একটি মনোরম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। রচনাটির নাম "লা সি দারেম"।

১৮২৯-এ তিনি ভিয়েনাতে একটি অনুষ্ঠান করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর পরবর্তী অনুষ্ঠান দুটি হয় প্রাগ্-এ এবং ড্রেসডেন শহরে। দূরদেশের সফরের ব্যয়নির্বাহের জন্য পোলিশ সরকারের কাছে অর্থের আবেদন করে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। হয়তো সেদিন পোলদেশীয় আমলাতান্ত্রিকেরা বোঝে নি যে, একদিন ফ্রেদেরিক্-এর খ্যাতি তাঁদের দেশের গর্বের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

১৮৩০-এ তিনি আবার ভিয়েনায় গেলেন এবং যাবার আগে শৈশবের প্রেমিকা কনস্‌টান্‌তিয়া গ্লাদস্কোভস্কা-এর সঙ্গে অঙ্গুরী-বিনিময় করেছিলেন। কনস্‌টান্‌তিয়া তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন যে, "পোল্যান্ডের সবাই তোমাকে ভালোবাসে। বিদেশে তুমি অনেক সম্মান পাবে এবং অনেক অর্থোপার্জন করবে সত্য, কিন্তু মনে রেখো, পোল্যান্ডের চেয়ে বেশি ভালোবাসা তুমি কোথাও পাবে না।" কন্‌সটান্‌তিয়ার সঙ্গে তাঁর আর কোনো দিন দেখা হয়নি। জার-শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে পরাজিত লক্ষ লক্ষ পোলদেশবাসী য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী হয়ে চলে যান। সে সময় ফ্রেদেরিক্ জার্মানির স্টুট্‌গার্ট শহরে ছিলেন এবং তিনিও বিষণ্ণচিত্তে চিরতরে ফরাসিদেশে চলে যান।

তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাতে ফরাসিরা আকৃষ্ট হয়। পারীতে তাঁর সঙ্গে বেল্লিনী, বেরলিওজ্, মায়ারবেয়ার এবং লিজ্‌ৎ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক বাল্‌জাক্, চারুকলাশিল্পী দেলাক্রুয় এবং কবি হাইনে-এর পরিচয় হয়েছিল। সেইসময় তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছিলেন, "এখানে এসে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি। তাঁরা সবাই আমাকে প্রকৃতভাবে চিনতে পেরেছেন।"

পারীতে তিনি বহু অনুষ্ঠানে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৩৪-এর শীতকালের পর থেকে তাঁকে জনসমক্ষে আর বিশেষ দেখা যেত না। তিনি সঙ্গীতরচনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং কদাচিৎ ব্যক্তিবিশেষের

গৃহে একক সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। ১৮৩৬-এ তাঁর সঙ্গে তাঁর পোলদেশীয়া ছাত্রী কাউন্টেস্ ডেল্‌ফিনে পোটচ্‌কা-এর প্রেম হয়। প্রায় একশো বছর পরে উভয়ের মধ্যে লিখিত এক পত্রগুচ্ছ খুঁজে পাওয়া গেছে, যেগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁদেরপ্রেম খুবই গভীর ছিল। ঐসময় তিনি "এফ মাইনর্ কন্‌চেরতো-টি" রচনা করেন এবং তার সঙ্গে বি-ফ্ল্যাট ভাল্‌ৎজ সংযোজিত করেন। ১৮৬৫-এ ড্রেসডেন্ যাবার পথে তাঁর সঙ্গে মারিয়া ভোদজিন্‌স্কা নাম্নী এক ধনী কন্যার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমপাগল ফ্রেদেরিক সেই প্রেমিকার উদ্দেশে তাঁর উপহারস্বরূপ বিখ্যাত "এ-ফ্ল্যাট ভাল্‌ৎস্" রচনা করেন। অতি পরিতাপের বিষয় উক্ত প্রেমেও তিনি সাফল্যলাভ করেন নাই।

শ্যোপাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮৩৭-এ। তিনি ফরাসি কবি আলফ্রেদ্ দ্য ম্যুসে-র প্রাক্তন বান্ধবী ফরাসি লেখিকা জর্জ সাঁদ (অওরোরে দুদেভাঁ)-এর সঙ্গে পরিচিত হন। মহিলাটি শ্যোপাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ১০ বছব ধরে প্রেমাসক্তি ছিল।

১৮৩৫ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত শ্যোপাঁ শ্বাসযন্ত্রের রোগে পীড়িত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে যক্ষ্মরোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩৮-এ তিনি এবং সাঁদ বায়ুপরিবর্তনের জন্য মাহর্‌কা দ্বীপে যান। সেখানে শ্যোপাঁর রোগ সম্বন্ধে জানাজানি হওয়ায় তাঁকে ভাল্ডেমোসা নামক একটি পুরনো গীর্জায় বাস করতে হয়েছিল। সেখানে অপরিসীম ক্লেশ সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রণয়ন করেছিলেন।

সঙ্গীতের ঐতিহাসিকদের মতে সাঁদ-এর অত্যধিক স্বার্থপরতা ও তদারকির জন্যই শ্যোপাঁ-সর দ্রুত স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি মৃত্যুপথযাত্রী হন।

সাঁদ তাঁর প্রণীত "লুক্রেজিয়া ফ্লোরিয়ানী" পুস্তকে লিখেছেন যে, "তিনি একটি সুন্দর প্রজাপতি ধরে ফুল ও মধু দিয়ে পোষ মানিয়েছিলেন। কিন্তু যেইমাত্র সে মুক্তি চাইল তিনি তখনই তাকে ছুঁচ ফুটিয়ে হত্যা করেছিলেন।" সাঁদ-এর কপটপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যোপাঁ তাঁর নিজের সমস্ত প্রতিভা প্রেমিকাকে দান করে ক্ষয়রোগক্লিষ্ট ও শীর্ণদেহী হয়ে ১৮৪৯-এর ১৭ অক্টোবর পারীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে পেরে লাচেইজ্ গোরস্থানে তাঁর সুহৃদ্ বেল্লিনীর পাশে সমাহিত করা হয়।

শ্যোপাঁ-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত— ৩টি; পিয়ানো সঙ্গীত— ৮৮টি।

ফ্রান্ৎস্ লিজ্ৎ
(FRANZ LISZT)
১৮১১–১৮৮৬

ফ্রান্ৎস্ লিজ্ৎ ১৮১১-এর ২২ অক্টোবর হাঙ্গেরীর রাইডিং নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদাম লিজ্ৎ বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় ধনপতি কাউন্ট এস্তারহাজীর জমিদারির তদারকি করতেন। তিনি খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। সেজন্য নিজের একটি বাজনার দল গঠন করেছিলেন। ফ্রান্ৎস্-এর মাও খুব সঙ্গীত ভালোবাসতেন। ফ্রান্ৎস্ প্রারম্ভিক পিয়ানোবাদন বাবার কাছ থেকে শেখেন এবং মাত্র ৯ বছর বয়সে প্রথম গুণীজনসমক্ষে পিয়ানো বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন। কাউন্ট এস্তারহাজীর আদেশে তিনি প্রেসবুর্গ প্রাসাদেও পিয়ানো বাজান। সেই বাজনার উৎকর্ষ শুনে আরও কয়েকজন সমঝদার ব্যক্তি ফ্রান্ৎস্-এর সঙ্গীতশিক্ষার জন্য বাৎসরিক ৬০০ গুল্‌দেন বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ফ্রান্ৎসের পরিবার ভিয়েনায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং তিনি আন্তোনিও সালিয়েরি নামক বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষকের অধীনে সঙ্গীতের ব্যাকরণ শিক্ষা নিতে থাকেন। সেইসময় কার্ল জেরনী ফ্রানৎস্-এর পিয়ানোবাদনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, "স্যুবের্ট-এর পরে আমি এমন প্রতিভাশালী পিয়ানো বাদক আর দেখিনি।" তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ফ্রান্ৎস্‌কে শিক্ষা দিতে থাকেন। ১৮২৩-এর ১ ডিসেম্বর খোদ বেথোফেন্-এর উপস্থিতিতে ফ্রান্ৎস্ পিয়ানো বাজান। বেথোফেন্ অভিভূত হয়ে মঞ্চের উপর উঠে ফ্রান্ৎস্-এর কপালে চুম্বন করে বলেন, "আমরা এর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাব।" সেই বছরই তাঁর রচিত প্রথম ভালৎস্ সঙ্গীতমালা 'ফাতেরল্যেন্দিসে ক্যুন্স্তেলেরফেরাইন' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩-এ তিনি প্রিন্স মেত্তেরনিখের এক সুপারিশপত্র নিয়ে পারীর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যান। কিন্তু কেইরুবিনী তাঁকে ভর্তি হতে দেননি।

বিফলমনোরথ হয়ে তিনি সঙ্গীতশিক্ষক রেইশ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেইসময় পের নামক অপর এক সঙ্গীতজ্ঞও তাঁকে তালিম দিতেন। ১৮২৪-এ তিনি পারীতে একটি একক পিয়ানোবাদনের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর বাজনার উৎকর্ষে পারীর সমস্ত সঙ্গীতপিপাসু মুগ্ধ হয়। তিনি আমন্ত্রিত হয়ে লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠান করেন।

পরের বছর তাঁর রচিত "দোন সাঞ্চো" গীতিনাট্য খুবই প্রশংসিত হয়।

অতঃপর তিনি দক্ষিণ ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময় ঈশ্বরচিন্তায় খুবই অনুরাগী হন। কিন্তু পিতার আদেশে আবার তাঁকে সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করতে হয়। লন্ডনে বাসকালে তিনি একবার খুবই অসুস্থ হন এবং পিতার সঙ্গে ফরাসি দেশের বুলোঁ শহরে গিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার করেন।

৩৭ বছর বয়সে তিনি ফরাসি বাণিজ্যমন্ত্রীর কন্যা কাউন্টেস কারোলিন সঁ ক্রিক-এর প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু তাঁকে বিবাহ করতে ব্যর্থ হন। ঘটনাটির পরেই আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় দুই বছর জনসমাজ থেকে দূরে থাকেন।

বাইশ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে কাউন্টেস মারী দ্য'গুল্ত-এর পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয় এবং কাউন্টেস স্বামী ও সন্তানদের পরিত্যাগ করে লিজ্‌ৎ-এর সঙ্গে ছয়বৎসরকাল ইতালির জেনোয়া শহরে বাস করেন। উক্ত প্রণয়ের ফলে তাঁদের তিনটি সন্তান হয়। কন্যা কোসিমাকে রিখার্ড ভাগ্‌নের পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন। লিজ্‌ৎ যখন জেনোয়ায় বাস করছিলেন তখন ভিয়েনায় জিগমুন্ড থালবের্গ নামক এক পিয়ানোবাদক বেশ আসর জমাট করে ফেলেন। লিজ্‌ৎ ফিরে এসে আবার নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। লোকে তাঁকে "পিয়ানোর রাজা" আখ্যা দেয়, এমন-কি সঙ্গীতজ্ঞ বের্‌লিওজ তাঁর নামকরণ করেন "ভবিষ্যতের পিয়ানো প্রতিভা"। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করে অনুষ্ঠান করেন। সারা য়ুরোপের শ্রোতারা তাঁর জন্য পাগল হয়ে ওঠে। সেইসময় রাজকুমারী কারোলিনে ফন্ সাইন–ভিৎগেনস্টাইন লিজ্‌ৎ-এর প্রেমে পড়েন, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতারা তাঁদের বিবাহ মঞ্জুর করেননি। সেই ব্যর্থ প্রণয়ের পর তিনি ভেইমার শহরে বাস করতে থাকেন এবং সেখানকার ডিউকের অর্কেস্ট্রাদলের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। সেইখানে থাকাকালে তিনি বেরলিওজ-এর "বেন্‌ভেনুতো চেল্লিনী" ও ভাগ্‌নের-এর "লোহেনগ্রীন" পরিচালনা করেছিলেন। ভেইমারে তিনি তাঁর বিখ্যাত কন্‌চের্তো "আলীস দ্য পেলেরিনাজ", "বি' মেজর পিয়ানো সোনাটা", ১২টি সিম্‌ফনি, "ফাউস্ত" সিম্‌ফনি ও দান্তের রচনাভিত্তিক 'দিভিনা কমেদিয়া' সিম্‌ফনি রচনা করেন। ১৮৫৯-এ তিনি ভেইমার ত্যাগ করেন এবং রোমে চলে যান। ধর্মপ্রবণতার জন্য তাঁকে ১৮৫৫-তে আবে উপাধি দেওয়া হয়। সেইসময় তিনি "ক্রিস্তুস" ও "সেন্ট এলিজাবেথ" নামক দুটি ধর্মীয় কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন। ১৮৬৯-এ তিনি আবার ভেইমারে ফিরে আসেন এবং পিয়ানো শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

১৮৭০-এ জার্মান সম্রাট তাঁকে বুদাপেস্ত-এর রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত করেন। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম ভ্রমণ করে তিনি ১৮৮৬-তে বাইরয়েথ শহরে যান। সেখানে অসুস্থ অবস্থায় এক সন্ধ্যায় ভাগ্‌নের-রচিত

"ত্রিস্তান"-এর একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়া রোগ হয় এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

লিজ্‌ৎ এর মুখ্যরচনা ঃ

যন্ত্রসঙ্গীত ঃ- সিম্‌ফোনি-৮টি; পিয়ানো কন্‌চের্তো- ৪টি; পিয়ানো সঙ্গীত ২৭টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত-৫টি; গীত--৩টি।

রিখার্দ ভাগ্‌নের

(Richard Wagner)

১৮১৩–১৮৮৩

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজগতে বাখ্, মোৎসার্ট, বেথোফেন, হাইডেন, ব্রুক্‌নের প্রমুখর সমতুল্য আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম রিখার্দ ভাগ্‌নের। তিনি ১৮১৩-এর ২২মে লেইপৎজিগ্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পুলিশের কর্মচারী ছিলেন এবং রিখার্দের জন্মের পর পরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাতা লুড্‌ভিগ গাইয়ের নামক এক ভদ্রলোককে আবার বিবাহ করেন। সেই ভদ্রলোক একাধারে চারুকলাশিল্পী ও কবি ছিলেন। মা ও সৎপিতার স্নেহছায়ায় রিখার্দ বড়ো হতে থাকেন। সৎপিতার মৃত্যুর পর ৯ বছর বয়সে রিখার্দকে লেখাপড়ার জন্য ড্রেসডেন-এ পাঠানো হয়। বিদ্যালয়ে তিনি গ্রীক ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি শেক্সপীয়রের "রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট"-এর একাংশ জার্মান ভাষায় ছন্দানুবাদ করেছিলেন। এছাড়া জার্মানির প্রাচীন ইতিহাস পাঠের উপর তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। ড্রেসডেন-এ পাঠ সমাপ্ত হবার পর তিনি লেইপৎজিগ-এ ফিরে আসেন ও একটি নাটক লিখেছিলেন যার মধ্যে ৪২টি চরিত্রের একই যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছিল।

১৮৩১-এ তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। ভাইন্‌লিগ নামক শিক্ষকের কাছে তাঁর প্রথম সঙ্গীত রচনাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৩৩-এ ভ্যুয়ের্তেমবুর্গ শহরে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের অধীনে এক কণ্ঠসঙ্গীতদলের পরিচালক নিযুক্ত হন। তারপর তিনি বিভিন্ন জার্মান শহরে গীতিনাট্যের পরিচালক হিসাবে চাকুরি করেন। ১৮৩৬-এ তিনি ক্যোনিগস্‌বের্গ-এ মিন্না প্লানের নামক এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করেন। সেইসময তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। ১৮৪১-এ তিনি "দ্য ফ্লাইং ডাচ্‌ম্যান" রচনা আরম্ভ করেন। ১৮৪২-এ তাঁর রচিত "ি’যন্‌জি" খুবই সাফল্যলাভ করে। তার পর প্রকাশ পায় তাঁর বিখ্যাত দুটি রচনা তান্‌হয়সের" ও "লোহেনগ্রিন"। পরপর তিনি "দ্য মাস্টার সিঙ্গারস্", "পারসিফাল" ও ' ডেথ্ অব্ সিগ্‌ফ্রিড্" রচনা করেন। পরবর্তী রচনা "দ্য রিং অব্ দ্য নীবেলুঙ্গ"। তিনি কিন্তু অর্থকরী দিক থেকে ক্রমাগত অসফল হতে থাকেন। নৈরাশ্যপূর্ণ মনে তিনি ভেইমের-এ সুহৃদ লিজ্‌ৎ-এর কাছে যান। তিনি ঐ সময় "ডী কুনস্ত উন্দ ডী রেভোলুৎসিওন", "দাস কুনস্ত ভের্‌ক দের্ ৎজুকুন্‌ফৎ", "ওপের উন্ট ড্রামা" এবং ইহুদি-বিদ্বেষী পুস্তক "দাস উদেনথুম ডের ম্যুজিক" শীর্ষক পুস্তকগুলি রচনা করেছিলেন, শেষোক্ত পুস্তকটি ইহুদি সঙ্গীতজ্ঞদের উৎকর্ষ ও আর্থিক সাফল্যের উপর তাঁর এক হীনমন্য বিষোদ্‌গার।

১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে তাঁর "দ্য রীং", "দ্য রাইনগোল্ড" ও "দ্য ভালকিরী" রচিত হয়। ইতিমধ্যে তিনি মাত্হিলে ভেসেনডঙ্কস নামক এক ধনী বিবাহিতা মহিলার প্রেমাসক্ত হন কিন্তু স্ত্রী মিন্না সেই গোপন প্রেমের কথা অবহিত হন এবং তিনি ধিক্কৃত হয়ে একাকী জ্যুরিখে বাস করতে থাকেন। তৎকালে তিনি "ত্রিস্তান্ উন্দ্ ইসোল্দে" রচনা করেন ও প্রেয়সী মাত্হিল্দে কর্তৃক রচিত কবিতা "ইম ত্রেইবহাউস" এবং "ত্রয়মে"-এ সুরারোপ করেন। ১৮৫৯-এ কিছুদিন তিনি লুসার্ন-এ বাস করেন এবং তিনটি ঐকতান ও একটি সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন। ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ঁ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর অপেরা "তান্হয়সের"-এর একটি অনুষ্ঠান পারী অপেরাগৃহে হয়েছিল, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ বিফল হয়। প্রথমা পত্নী মিন্নার সঙ্গে তাঁর সেইসময় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ১৮৬৬-এ পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৮৬১-এ তিনি কার্লসরুহে ও ভিয়েনায় গিয়েছিলেন এবং উক্ত দুইস্থানেই তাঁর গীতিনাট্য "ত্রিস্তান উদ ইসোল্দে" অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ভিয়েনায় বসবাস করবার সময়ও তাঁর আর্থিক অবস্থার কোনোও রকম উন্নতি হয়নি। ক্রমাগত অসাফল্যের জন্য তাঁর মনে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ।

অবশেষে তিনি ব্যাভেরিয়ার রাজা দ্বিতীয় লুড্ভিগের অনুগ্রহ লাভ করেন। সেইসময় "দ্য মাইস্টার সিঙ্গের ফন্ ন্যুরেনবের্গ" রচনা করেন। তিনি সঙ্গীতপরিচালক হান্স ফন ব্যুলোভ-এর পত্নী কোসিমা-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। কোসিমা-নাম্নী উক্ত মহিলা ছিলেন লিজ্ৎ-এর কন্যা। কালক্রমে তিনি কোসিমাকে বিবাহ করেন। রাজা লুড্ভিগ্ অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, সেইজন্য তিনি ভাগ্নের-এর গীতিনাট্যের প্রায় অধিকাংশ মহলাতেই উপস্থিত থাকতেন।

১৮৭৭-এ লন্ডনের রয়েল আলবার্ট সভাগৃহে ভাগ্নের-এর কয়েকটি রচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ভাগ্নের কোনোদিনই আর্থিক সাফল্যলাভ করেন নাই।

১৮৮৩-এ ভেনিসে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর মরদেহ বাইরয়েথে প্রোথিত করা হয়। তিনি চরম ইহুদি-বিদ্বেষী ছিলেন বলে হিটলার তাঁর খুব অনুরাগী ছিলেন।

তাঁর রচনাগুলি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর সেইজন্য সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ সেগুলির মর্মার্থ সহজে বোঝে না, কিন্তু প্রকৃত রসগ্রাহীদের মতে তাঁর সঙ্গীত পৌরুষভাবাপন্ন।

তিনি ১২টি অপেরা, একটি যন্ত্রসঙ্গীত, একটি পিয়ানো সঙ্গীত ও ৫টি সঙ্গীতে সুর সংযোজনা করেছিলেন।

ভাগনের-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য (অপেরা)—১২টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—৩টি; গীত—৫টি।

জাক্ ওফেনবাখ্
(Jacques Offenbach)
১৮১৯–১৮৮০

১৮১৯-খ্রীস্টাব্দে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট-মেইন নগরে ওফেনবাখ্-এর জন্ম হয় । তিনি ইহুদি কুলোদ্ভব এবং তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ইয়াকোব ভিনের । তিনি অতি অল্পবয়স থেকে চেল্লোবাদন আরম্ভ করেন । মাত্র দশবছর বয়সে তিনি হাইডেন-এর বিভিন্ন রচনা-বাদন রপ্ত করে ফেলেন । ১৮৩৩-এ তাঁকে পারী-এর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়, কিন্তু মাত্র একবছর পর তিনি "অপেরা কমিক"-নামক সংস্থায় যোগদান করেন । ১৮৪৯-এ তিনি থেয়াতর্ ফ্রাঁসে-এর পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন এবং দে মুসে-রচিত রম্য রচনা "লে শাঁদেলিয়ে"-এর সঙ্গীত রচনা করেন । ১৮৫৫-এ তিনি "অপেরা বুফে"-নামক একটি ছোট্ট সংস্থা স্থাপনা করে সেখানে একাঙ্ক অপেরা অভিনয়ের প্রবর্তন করেন । তাঁর রচিত সেই-সব ছোটো অপেরা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । ১৮৭৩-এ তিনি 'থেয়াতর্' সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত হন, কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য দেউলিয়া হয়ে যান । পাওনদারদের ঋণ শোধের জন্য তিনি মার্কিন দেশ সফরে যান এবং সেখানে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ঋণমুক্ত হন । তাঁর রচিত "লেস্ কঁতে দ্য' ফমান" (দ্য টেলস্ অব হফমান) তাঁকে পৃথিবীবিখ্যাত করে । তাঁর রচিত রম্য অপেরা "হেলেন" (লা বেল্লে হেলেন) এবং "অরফি অ এঁফের" (অরফিউস ইন্ দ্য আন্ডার ওয়ার্লড)-এ সমসাময়িক সমাজের অবনত অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত । ১৮৮০-তে পারীনগরে তাঁর মৃত্যু হয় ।

ওফেন্বাখ্-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–৭টি; ছোটো নৃত্যনাট্য–৬টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১টি ।

রোবের্ট স্যুমান্
(Robert Schumann)
১৮১০–১৮৫৬

১৮১০-এর ৮ জুন স্যুমান জার্মানির ৎজুইকাউ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক সাহিত্যিক এবং মাতা ছিলেন সঙ্গীতরসিক। মাতাই তাঁর সঙ্গীতপ্রবণতার উৎস। তিনি পিতার প্রদত্ত উৎসাহে ছোটো ছোটো গল্প লিখতেন।

১০ বছর বয়সে তিনি সমকালীন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ইগনাৎজ মোসখেলেস-এর বাজনা শোনেন এবং তাঁর মনে পিয়ানোবাদন শিক্ষার প্রবল বাসনা হয়। ১৮২০-এ তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি বাজনার দল গঠন করেন, সেই দলে তিনি পিয়ানো বাজাতেন। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিনি স্যুবের্ট-রচিত সঙ্গীত নিয়ে অনুশীলন আরম্ভ করেন কিন্তু মায়ের আদেশে ১৮২৯-এ লেইপৎজিগ শহরে যান আইন পাঠের জন্য। লেইপৎজিগ-এ তাঁর সঙ্গে পিয়ানোবাদক ও শিক্ষক ফ্রিদ্‌রিখ ভিবেক্-এর পরিচয় ঘটে এবং তিনি পিয়ানোবাদনের উচ্চতর শিক্ষা নিতে ব্রতী হন। অতঃপর তিনি কিছুকাল হেইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ করেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকে সঙ্গীতের জগতে। ১৮৩১-এ তাঁর রচনা "আবেগ্ ভ্যারিয়েশানস্" প্রকাশিত হয় এবং তারপরে আরও কয়েকটি সঙ্গীত তিনি প্রকাশিত করেন। ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তারলাভ করে। তিনি য়ুরোপের বড়ো বড়ো শহরে গিয়ে অনুষ্ঠান করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন এবং ১৮০৫-এ ডুসেলডর্ফ সঙ্গীতবিদ্যালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হন। যুবক ব্রাহ্মস্-এর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ইতিমধ্যে তাঁর মধ্যে মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। ১৮৫৪-এর এক রাত্রে তিনি জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু কয়েকজন নাবিকের প্রচেষ্টায় সে-যাত্রায় রক্ষা পান। অতঃপর তাঁকে এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্-এর নিকটবর্তী এন্দলিখ্ মানসিক হাসপাতালে ১৮৫৬-এর ২৯ জুলাই তাঁর জীবনাবসান হয়।

স্যুমান্-এর মুখ্যরচনা :

প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত–১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৭টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৩টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১৯টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–২টি; গীত–১৬টি।

জিউসেপ্পে ভের্দি
(Giuseppe Verdi)
১৮১৩–১৯০১

১৮১৩-এর ১০ অক্টোবর ভের্দি উত্তর ইতালির লে রংকোলে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেইগ্রামে তাঁর পিতার একটি সরাইখানা ছিল। ভের্দির জন্মের সময় উত্তর ইতালি ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে সেটি অস্ট্রিয়ানদের দখলে চলে যায়। সেইসময় একবার অস্ট্রীয় সৈন্যদের ভয়ে শিশু ভের্দিকে নিয়ে তাঁর পিতা একটি গীর্জার ঘন্টাঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। শৈশবেই পিতা তাঁকে একটি পুরোনা পিয়ানো কিনে দিয়েছিলেন।

মাত্র ১০ বছর বয়সে স্থানীয় গীর্জায় তিনি অর্গ্যান বাজাতেন এবং বছরে প্রায় ৫ পাউন্ড মাহিনা পেতেন। সেই অর্থ দিয়ে এক বিদ্যালয়ে তাঁর পাঠের খরচ নির্বাহ হত।

বুসোত্তো নামক শহরের সেনর বারেজী নামক এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁকে স্বগৃহের একটি পিয়ানোবাদনের কার্যে নিয়োগ করেন। ভের্দি উক্ত ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে পিয়ানো চর্চা করতেন। বারেজী অতঃপর ভের্দির জন্য এক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে তাঁকে মিলানস্থ সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি করবার প্রচেষ্টা করেন কিন্তু অসফল হন। তিনি দুইবছর মিলানের এক ঘরোয়া সঙ্গীতশিক্ষকের কাছে সঙ্গীতরচনা ও পরিচালনা শিক্ষা করেন। রসিনী একবার তাঁর পিয়ানোবাদন শুনে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন "মায়েস্ত্রো ভের্দি পঞ্চম শ্রেণীর পিয়ানোবাদক"। বুসেত্তোর অর্গ্যানবাদকের মৃত্যুর পর তাঁকে সেই পদে বহাল করা হয়। কিন্তু শহরের অনেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি বুসেত্তো সঙ্গীতগোষ্ঠীর পরিচালকের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৬-এ তিনি বারেজীর কন্যা মার্ঘেরিতাকে বিবাহ করেন। ১৮৩৮-এ তিনি মিলানে বসবাস আরম্ভ করেন এবং পরের বছর তাঁর রচিত গীতিনাট্য "ওবের্তো, কন্ত্রে দী বোনিফাচ্চিও" লা স্কালা সঙ্গীতশালায় অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম সঙ্গীতপিপাসু মহলে ছড়িয়ে পড়ে। মিলানের রিকার্দি নামক সঙ্গীত ব্যবসায়ী গীতিনাট্যটি কিনে নেন।

গার্হস্থ্যজীবন তাঁর সুখের ছিল না। প্রথমে তাঁর দুই সন্তান বিয়োগ হয় এবং ১৮৪০-এ তাঁর স্ত্রী মার্ঘেরিতা প্রাণত্যাগ করেন। দুঃখে জর্জরিত হয়ে তিনি তাঁর গীতিনাট্য "উন্ জিওর্নো দী রেনো" রচনা করেন। অতঃপর তিনি নেবুচাদনেজোর-

এর জীবনভিত্তিক "নাবুকোদোনেসোর" বা "নাবুক্কো" নামক গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৮৪২-এ এটির প্রথম অনুষ্ঠান হয় এবং খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারপর তাঁর রচনা "ঈ লোম্বারদি", "এরনানি", "ঈ দুয়ে ফোস্কারী" প্রভৃতি রচনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তিনি দেশদখলকারী অস্ট্রীয়দের বিরূপদৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর রচিত "লা বাত্তালিয়া দী লেজনানো", "জিওভান্না দ্যারকো", "অ্যালজিরা", "ঈ মাসনাদিয়েরী" ও "ঈল্ ফোরসারো" প্রভৃতি সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই বিরূপতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাসম্ভার "রিগোলেত্তো" "ঈল্ ত্রোভাতোরে" এবং "লা ত্রাভিয়াতা" ১৮৫১-১৮৫৩-এর মধ্যবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দেশ অস্ট্রীয়দের কবল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ১৮৫৭-এ প্রকাশ পায় "সিমোনে বোক্কানেগ্রা", "উন্ বাল্লে এন্ মাসকেরা" এবং "লা ফোরজা দেল্ দেস্তিনো"। তিনবছর পর প্রকাশিত হয় "দোন কার্লোস"। ১৮৬৯-এ কায়রো অপেরা গৃহের উদ্বোধনের জন্য তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "আঈডা", সেটি ১৮৭১-এ কায়রো শহরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৩-এ তিনি তারযন্ত্রের জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর ৭০ বছর বয়সে "ওথেলো" রচিত হয় এবং ৮০ বছর বয়সে তাঁর রচনা "ফলস্টাফ্" প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০১-এর ২৭ জানুয়ারি মিলানে সন্ন্যাসরোগে তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি তাঁর অধিকাংশ ধনদৌলত গরিব ও দুর্দশাগ্রস্ত সঙ্গীতজ্ঞদের কল্যাণের জন্য দান করে যান।

তিনি ১৪টি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন ও তিনটি কণ্ঠসঙ্গীতের সুর সংযোজন করেছিলেন।

ভের্দি-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য—১৪টি; কণ্ঠসঙ্গীত—৩টি।

শার্ল গুনো

(Charles Gounod)

১৮১৮–১৮৯৩

১৮১৮-এ গুনো পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব থেকেই মায়ের কাছে তাঁর পিয়ানোবাদন শিক্ষারম্ভ হয়। মা নিজেই এক পেশাদারী পিয়ানোবাদিকা ছিলেন।

১৮৩৬-এ গুনো পারীর সঙ্গীতমহাবিদ্যায়তনে ভর্তি হন এবং রেইসা, হালেভী ও ল্যে'সুর প্রভৃতি শিক্ষকের কাছে তালিম নিতে থাকেন। ১৮৩৭-এ তিনি ছোটো "গ্রাঁদ প্রী দ্য রোম" পুরস্কার ও দুইবছর পরে মূল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন।

তিনি রোমে বসবাসকালে পালেস্ত্রিনার সঙ্গীতের প্রতি খুব আকৃষ্ট হন এবং ভাটিকান-এর সিস্টিন গীর্জার সঙ্গীতও তাঁর মনকে আপ্লুত করত।

১৮৪৩-এ তিনি বের্লিন যান এবং তারপর লেইপৎজিগ্-এ গিয়ে মেন্ডেলস্সোনস বারথোল্ডি-এর সঙ্গে পরিচিত হন। সেইসময় তার সঙ্গে আরও বহু জার্মান সঙ্গীতজ্ঞের আলাপ হয়। জার্মান সঙ্গীতের গাম্ভীর্য তাঁকে পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল।

পারী ফিরে তিনি এক গীর্জায় সঙ্গীতজ্ঞের চাকুরি পান এবং ধর্মীয় সঙ্গীতের উপর তাঁর প্রবল আকর্ষণ হয়।

১৮৭০ থেকে ১৮৭৫ তিনি লন্ডনে ছিলেন এবং আলবার্ট হলে একটি কণ্ঠসঙ্গীত গোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁর ধর্মভাব "লা রেডেম্পসিওঁ", "আঞ্জেলী কুস্তোদেস", "খ্রীস্তুস ফাকতুস্ এসৎ" এবং "মোরস এত ভিতা" প্রভৃতি রচনাবলীর মধ্যে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

তিনি নাট্যরচনার প্রচেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ হয়েছিল "ফাউস্ত" নাটকের মেফিসস্টোফেলেস-এর ভূমিকায়।

১৮৯৩-এ তিনি পারীতে প্রাণত্যাগ করেন।

গুনো এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্যসঙ্গীত–২টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি; গীত–৫টি।

ফ্রানৎস ফন্ সুপ্পে
(Franz von Suppe)
১৮১৯–১৮৯৫

ফ্রানৎস সুপ্পে ১৮১৯-এ ডালমাশিয়ার স্পাল্তো নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোটো গীতিনাট্য বা অপারেত্তা-রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম এখনও সর্বজনবিদিত।

তিনি ইতালিতে শৈশব কাটান, সেইজন্য তাঁর রচিত সঙ্গীতে এক প্রচ্ছন্ন ইতালীয় প্রভাব উপলব্ধ হত। তিনি কিছুদিন ভিয়েনাতে চিকিৎসাবিদ্যা পাঠ করেছিলেন। ইতালীয় ভাষা তিনি কোনো দিনই পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি কয়েকটি মড়ার হাড়গোড় ও মাথার খুলি নিয়ে একটি কাঠের শবাধারের মধ্যে ঘুমোতেন। ডাক্তারী পড়া হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে তিনি ভিয়েনার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং প্রথমে পরিচালনা শিক্ষা করেন এবং পরে সঙ্গীতরচনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত গীতিনাট্যগুলি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল ও আনন্দময়।

১৮৯৫-এ ভিয়েনায় তাঁর দেহান্ত হয়।

সুপ্পে-এর মুখ্যরচনা:

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১১টি; গীতিনাট্য–৬টি।

সেজার ফ্রাঙ্ক
(Cesar Frank)
১৮২২–১৮৯০

১৮২২-এর ১০ ডিসেম্বর বেলজিয়াম-এর লিজে শহরে সেজার-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা তাঁকে ও ভাই যোসেফকে অতি অল্পবয়স থেকে সঙ্গীতশিক্ষায় বাধ্য করেন। সেজার বাজাতেন পিয়ানো এবং যোসেফ বাজাতেন বেহালা। মাত্র ১১ বছর বয়স্ক সেজারকে নিয়ে তাঁর পিতা বেলজিয়াম-এর বিভিন্ন শহরে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন, কিন্তু বিশেষ সাফল্যলাভ করেন নাই। অতঃপর তিনি সেজারকে পারী শহরে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য পাঠান এবং ১৮৩৭-এ পারীর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তাঁর প্রথম শিক্ষক আঁতোন রেইসা।

পরের বছর সেজারের খুব নাম হয়, কিন্তু তিনি একটি সঙ্গীতালেখ্য নিজসুরে বাজান এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কেইরুবিনী-কর্তৃক কঠোরভাবে ধিক্‌কৃত হন। যেহেতু তাঁর স্বকীয়সুর-এর সেই বাজনাটি অতি শ্রুতিমধুর হয়েছিল, তাই শিক্ষক কেইরুবিনী তাঁকে "গ্রাঁদ প্রী দ্য'নর" নামক একটি বিশেষ পুরস্কার দেন। পিতার হস্তক্ষেপের ফলে তাঁকে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে পরিত্যাগ করতে হয় এবং তিনি পুনরায় শহরে শহরে ঘুরে অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হন।

পাঁচবছর পর তাঁর নিজস্ব কণ্ঠসঙ্গীত রচনা "রূথ" প্রকাশিত হয়। এটি বাইবেলের রূথ-চরিত্রের উপর আধারিত ছিল। কিন্তু জনপ্রিয় হয়নি। সুদীর্ঘ ২০ বছর পরে ওটি আর-একবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৪৮-এ তাঁর বিবাহ হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি ও তাঁর পত্নী খুবই সুখে জীবনযাপন করতেন। সেজার কোনো দিন অর্থলোভী ছিলেন না, অতি অল্পেই তিনি সন্তুষ্টিলাভ করতেন। তিনি ভালো ভালো লেখকের বই পড়তেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনবৃত্তান্ত পড়তে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

১৮৫১-এ তিনি "লে ভালে দ্য ফেরমে" নামক অপেরা প্রণয়নে ব্রতী হন, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অর্গ্যানবাদক হিসাবে তাঁর তখন খুবই খ্যাতি হয়েছিল। ১৮৫৮-এ তাঁকে পারীর সেইন্তে ক্লোতিল্ডে গীর্জায় অর্গ্যানবাদকের পদে বহাল করা হয়। সেখানে চাকুরিরত অবস্থায় তাঁর খ্যাতি আরও ব্যাপ্ত হয়। লিজ্‌ৎ তাঁর বাজনা শুনে বলেছিলেন, "মনে হচ্ছিল যেন যোহান সেবাস্তিয়েন বাখ্

অর্গ্যানটি বাজাচ্ছেন।"

১৮৭২-এ তাঁকে পারীর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অর্গ্যানসঙ্গীতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়।

তাঁর মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁকে "ল্য পেরে ফ্রাঙ্ক" অর্থাৎ "পিতা ফ্রাঙ্ক" বলে ডাকত।

বাইবেলের "সারমন্ অন্ দ্য মাউন্ট"-এর উপর আধারিত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "দ্য বিয়াটিটিউডস্" লিখতে তাঁর দশবছর সময় লেগেছিল। যেদিন তিনি প্রথম উক্ত সঙ্গীত-অনুষ্ঠান করবার কথা ঘোষণা করেছিলেন সেইদিনই আঙুলে আঘাত লাগায় তাঁর পক্ষে অর্গ্যান বাজানো সম্ভব হল না। তার পরিবর্তে ভিনসেন্ত দ্য ইঁদি নামক এক ব্যক্তি অর্গ্যান বাজিয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতা অনুপস্থিত ছিলেন এবং সামান্য কয়েকজন শ্রোতা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সঙ্গীতটি একেবারেই পছন্দ করেননি।

১৪ বছর পরে আবার যখন এটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় সেদিন কিন্তু সেজারকে সকলেই প্রশংসা করেছিলেন।

১৮৮৭-তে সেজার-এর সাহায্যার্থে তাঁর বন্ধুরা তাঁর রচিত "সিমফোনিক ভ্যারিয়েশানস্"-এর একটি অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেননি। তিনি সব বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বন্ধুদের বলেছিলেন, "আমার কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা কোরো না। আমি যেটুকু পেরেছি তাতেই সন্তুষ্ট।"

তাঁর সবচেয়ে সফল রচনার অন্যতম ছিল "ডি-মাইনর সিম্ফনি", "কোয়াট্রেট্" ও "ভায়োলীন সোনাটা"। ১৮৯০-এ "কোয়াট্রেট" পারীতে বাজানো হয় এবং খুব খ্যাতি অর্জন করে আর ভায়োলীন সোনাটা "ঈসাই" নামে সমগ্র য়ুরোপে বাজানো হয়েছিল। ঠিক একমাস পরে তিনি এক চলন্ত বাসের ধাক্কায় আহত হন এবং ৮ ডিসেম্বর ১৮৯০-এ প্রাণত্যাগ করেন।

তিনি বেথোফেন ও ভাগ্নের কর্তৃক সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীত ছিল অত্যন্ত সুরেলা, শ্রুতিমধুর ও ছন্দবৈচিত্র্যময়।

ফ্রাঙ্ক-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—১০টি; ঘরোয়াসঙ্গীত—৩টি; পিয়ানো সঙ্গীত—২টি; অর্গ্যান সঙ্গীত—৭টি; গীত—৪টি।

আন্তোন ব্রুকনের
(Anton Bruckner)
১৮২৪–১৮৯৬

১৮২৪-এর ৪ সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার আনস্‌ফেলডেন্ নামক ছোট্ট শহরে ব্রুকনের-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আন্তোনের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয় পিতার কাছে, কিন্তু মাত্র ১২বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মাতা সেন্ট ফ্লোরিয়ান্ গীর্জার বালকণ্ঠীর সঙ্গীতগোষ্ঠীতে আন্তোনকে ভর্তি করে দেন। তিনি সেখানে কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া পিয়ানো এবং বাস্-বাদন শিক্ষা করেন।

১৭ বছর বয়সে তিনি ভিন্দ্‌হাগের-এর গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন কিন্তু ছাত্রদের পাঠ্যশিক্ষা দেবার চেয়ে তাঁর সঙ্গীতের উপর আসক্তি ক্রমশ বেড়ে চলে। জীবিকানির্বাহের জন্য তিনি গ্রামের বিবাহাদি ও অন্যান্য শুভকার্যে পিয়ানো বাজাতেন এবং স্থানীয় গীর্জায় অর্গ্যানবাদকের ঠিকাচাকুরি করতেন। কিছুদিন বাদে করনদর্ফ-এর স্কুলে তিনি নূতন চাকুরি পান এবং কাজের অবসরে অভিনিবেশ সহকারে সঙ্গীতচর্চা করতেন। প্রায় তাঁর সমস্ত যৌবনকাল তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। ১৮৫৬-এ তিনি লিন্‌ৎস্ শহরের গীর্জার প্রধান অর্গ্যানবাদকের পদাভিষিক্ত হন এবং মাত্র দুইবৎসর পরেই ভিয়েনার সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীতকারের পদে নিযুক্ত হন। ভিয়েনায় বসবাসের প্রাক্‌কাল থেকেই সেই রাজকীয় নগরীর উচ্ছল জীবনধারা তাঁর সঙ্গীতসাধনায় ব্যাঘাত ঘটাত। ৪০ বছর বয়সে তিনি রিখার্দ ভাগ্‌নের্-এর বিখ্যাত সঙ্গীতালেখ্য "তান্‌হয়সের্" শোনবার সুযোগ পান এবং সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে যান। কালক্রমে তাঁর সঙ্গে ভাগ্‌নের্-এর পরিচয় হয়। তিনি লিন্‌ৎস্ শহরে ভাগ্‌নের্-রচিত "মাইস্তের সিঙ্গের আউ্ ন্যুরেন্‌বের্গ" (মাস্টার সিঙ্গার) গীতিনাট্যটি পরিচালনা করেন। ভাগ্‌নের্-কর্তৃক রচিত "ত্রিস্তান্ উন্ট্ ইসোলদে" সঙ্গীতালেখ্যটি ছিল ব্রুক্‌নের-এর অতি প্রিয়।

১৮৬৮-তে তিনি পারী এবং ১৮৭১-এ লন্ডনে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তিনি যতদিন সঙ্গীত পরিচালনা করতেন ততদিন সবাই তাঁকে তারিফ করত কিন্তু যেইমাত্র তিনি স্বরচিত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকে তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে গেল। ব্রুক্‌নের্-এর প্রতি স্নেহের আধিক্যে ভাগ্‌নের্ তাঁকে বেথোফেন্-এর সমকক্ষ সঙ্গীতরচয়িতা বলে অভিহিত করা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলী সে

প্রশংসায় কর্ণপাতও করল না।

তিনি তাঁর তৃতীয় সিম্ফনির নামকরণ করেছিলেন, "ভাগ্‌নের্‌ সিম্ফনি"। ভাগ্‌নের্‌-এর বহু অনুগামী ব্রুকনের্‌কে ব্রাহ্মস্‌-এর সমকক্ষ মনে করতেন। ১৮৮১-তে বহু বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করে হানস্‌ রিখ্‌টের্‌ ব্রুকনের-রচিত সিম্ফনি পরিচালনা করেছিলেন এবং চারবছর পর হের্‌মান্‌ লেভী তাঁর সপ্তম সিম্ফনিটি অনুষ্ঠিত করে তাঁকে অস্ট্রীয় তথা সমগ্র য়ুরোপীয় সঙ্গীত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৮৬-তে অস্ট্রীয় সম্রাট ফ্রান্‌ৎস্‌ যোসেফ তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করেন এবং ভিয়েনার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে মাননীয় অধ্যাপকের পদে বহাল করেন। রাজ-অনুগ্রহে তিনি আমৃত্যু ভিয়েনার বিখ্যাত বেলভেডিয়ের রাজপ্রাসাদে বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। একবার সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ব্রুকনের! তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?" সরল এক শিশুর মতো তিনি বলেছিলেন, "হে মহামহিম সম্রাট! দয়া করে আপনি সঙ্গীত সমালোচক হানস্‌লিখ্‌-কে বলুন, তিনি যেন আমার সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ মন্তব্য না করেন!"

একবার হানস্‌রিখ্‌টের যখন তাঁর রচিত তৃতীয় সিম্ফনিটি অনুশীলন করছিলেন তখন তাঁর পরিচালনায় অসন্তুষ্ট হয়ে ব্রুক্‌নের তাঁকে একটি টাকা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও শীঘ্র একপাত্র বিয়ার পান করে এসো।"

শেষ জীবনটা তাঁর বেলভেডিয়ের প্রাসাদেই অতিবাহিত হয়, সেখানে তিনি সঙ্গীত ও ঈশ্বরের চিন্তায় দিন কাটাতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর নবম সিম্ফনির নামকরণ করেছিলেন, "লীবের গোত্‌ ইনজ্‌ হিম্মেল" (ডিয়ার গড ইন্‌ হেভেন)। ১৮৯১-এ তিনি সঙ্গীতটি প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৪ অবধি মাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রুক্‌নের্‌-এর সঙ্গীত অতি সরল, সময় সময় তাঁর মধ্যে লোকসঙ্গীতের ধারাও পরিলক্ষিত হয় এবং মনে হয় যেন ফ্রান্‌ৎস্‌ স্যুবের্ট-এর গীতিমালিকা-এর প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হননি। য়ুরোপীয় অর্গ্যান ও ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রবর্তক যোহান্‌ সেবাস্তিয়েন বাখ্‌-এর পর ব্রুক্‌নের্‌-এর স্থান অতি উচ্চে। ভক্তেরা তাঁকে "ঈশ্বরের সঙ্গীতজ্ঞ" নামে অভিহিত করতেন।

১৮৯৬-এর ১১ অক্টোবর অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ব্রুক্‌নের্‌-এর মুখ্যরচনা :

যন্ত্রসঙ্গীত-(সিম্ফনি)- ৯টি। কণ্ঠসঙ্গীত-৪টি। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত-৩টি; ধর্মীয় সঙ্গীত (অর্গ্যান)-৭টি।

ফ্রিদরিখ্ স্মেটানা
(Friedrich Smetana)
বেদরিচ্ স্মেটানা
(Bedrich Smetana)

১৮২৪–১৮৮৪

১৮২৪-এ চেকোশ্লোভাকিয়ার লিভোমিশল্ নামক স্থানে স্মেটানা-এর জন্ম হয়। তিনি আজও জগতে চেক্-সঙ্গীতের স্রষ্টা বলে পরিগণিত। তাঁর চেক্-পূর্বসূরীরা জার্মান আঙ্গিকে চেক্-উচ্চাঙ্গসঙ্গীত রচনা করতেন। স্মেটানার পিতা ছিলেন এক মদ্য-ব্যবসায়ী, তিনি পুত্রকেও স্বব্যবসায়ে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্মেটানার সেই প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় জার্মানি ভাষায়, কেননা অস্ট্রিয়া-কর্তৃক অধিকৃত বোহেমিয়াতে তখন জার্মান ভাষা ছিল অবশ্যপাঠ্য। স্কুলে শিক্ষার পর তিনি প্রাগে গিয়ে সঙ্গীতরচনা শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন। কাউন্ট থুন নামক এক ধনপতির অর্থানুকূল্যে তাঁর শিক্ষা বেশ ভালোভাবে হতে থাকে। খুব ভালোভাবে পিয়ানো শিক্ষার পর ১৮৪৭-এ তিনি য়ুরোপের বহু নগরে ভ্রমণ করে প্রাগ-এ একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির প্রাক্তন সম্রাট ফের্দিনান্দ তাঁকে তাঁর সভায় পিয়ানোবাদক নিযুক্ত করেন। ১৮৫৫-এ তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যার মৃত্যুর পর তিনি শোকাহত হয়ে সুইডেন-এর গোটেনবুর্গ শহরে চলে যান এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত সেখানকার সঙ্গীতসংস্থার পরিচালকের কাজ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইতিমধ্যেই প্রাগের সঙ্গীতপিপাসু জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতপ্রিয়তা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আবার নূতন উদ্যমে সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করেন। "হ্লাহোল" নামক সঙ্গীতগোষ্ঠী তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত করে এবং ধীরে ধীরে তিনি চেক্-জাতীয় নাট্যশালা ও গীতিনাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতরচয়িতা যুবক দ্ভোরাক্-এর সখ্যতা হয়। ১৮৭৪-এ তিনি হঠাৎ বধির হয়ে যান এবং সঙ্গীতপরিচালনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভ্লাতাভা নদীর বর্ণনায় তাঁর রচিত সিম্ফনি "মা ভ্লাস্ত" (আমার দেশ) একটি অনবদ্য রচনা। এছাড়া তিনি "ডী ফেরকাউপ্তে ব্রাউৎ" নামক গীতিনাট্য, "বোহেমিয়ান ডান্সেস" নামক পিয়ানো সঙ্গীতাবলী ও কয়েকটি ঘরোয়াসঙ্গীত রচনা করেন।

১৮৮৪-তে প্রাগে তাঁর জীবনাবসান হয়।

স্মেটানা-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১৩টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৫টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৫টি।

যোহান স্ট্রাউস-২
(Johann Strauss-II)
১৮২৫–১৮৯৯

১৮২৫-এ ভিয়েনা শহরে দ্বিতীয় যোহান স্ট্রাউসের জন্ম হয়। তিনি শৈশবে পিয়ানো বাদন শিক্ষা করেন এবং পিতা তাঁকে কখনও বেহালা বাজাতে দিতেন না ! পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে এক ব্যবসায়ী করবেন, কিন্তু পুত্রের যখন ১৫ বছর বয়স তখন তিনি হঠাৎ একদিন পুত্রের বেহালাবাদন চুপিসাড়ে শুনতে পান। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তার হাত থেকে বেহালাখানা ছিনিয়ে নেন। পরে পিতা অবগত হন যে, পুত্র তাঁরই দলের এক বেহালাবাদকের কাছে গোপনে বেহালাশিক্ষা করেছে। ক্রোধান্বিত পিতা বেহালাখানা বাজেয়াপ্ত করে বাক্সবন্দী করে রাখেন। পিতার দলের আমোন নামক এক বেহালাবাদক তৎসত্ত্বেও লুকিয়ে লুকিয়ে পুত্রকে বেহালা বাজানো শেখাতে থাকেন। পুত্র যোহান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাদনের অনুশীলন করতেন।

যোহানকে ব্যবসায়িক বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কেননা একদিন তিনি স্কুলের মধ্যে গান করেছিলেন। পরে একজন গৃহশিক্ষকের অধীনে তাঁর ব্যাবসাবৃত্তি শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। সেই শিক্ষকমহাশয় খুব সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, তাই তিনিও যোহানকে সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে যোহান গীর্জার সঙ্গীতজ্ঞ দ্রেস্কলের-এর কাছে তালিম নিতে আরম্ভ করেন। দ্রেস্কলের তাঁকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতরচনা করতে আদেশ করেন, কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করে ভালৎস (নৃত্যসঙ্গীত) রচনায় রত হন। ক্রুদ্ধ দ্রেস্কলের যোহানের সঙ্গে গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৮৪৪-এর ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় যোহান ভিয়েনায় দোম্‌মাইয়ের ভোজনশালায় বেহালা বাজাবার এক সুযোগ পান। প্রথমে তিনি আউবের-রচিত একটি সঙ্গীত বাজিয়ে স্বরচিত "ডী গুনসৎভেরবের" (অনুগ্রহের প্রত্যাশী) ভালৎসটি বাজান। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং পর পর ১৫ বার তাঁকে তাঁর রচনা "জিন্‌গেদিখ্‌তে" (এপিগ্রামস্‌) বাজাতে হয়। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি পিতার রচিত "লোরেলাই" (ভালৎস) বাজিয়ে আরও প্রশংসিত হন। তিনি তাঁর সেইদিনের সমস্ত অর্জিত অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। পুত্রের অসামান্য খ্যাতিতে পিতার ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। লান্নের-এর মৃত্যুর পর পুত্র যোহান দ্বিতীয় অস্ট্রীয় সামরিক অর্কেস্ট্রা-এর পরিচালক পদ লাভ করেন। বলকান দেশে একবার সঙ্গীতপরিক্রমার

সময় যোহান বেলগ্রেড-এর তুর্কীশাসক-কর্তৃক সম্মানিত হন।

১৮৪৮-এর বিদ্রোহের সময় তিনি "ফ্রাইহাইৎসক্লেংগে" (মুক্তির আওয়াজ) নামক ভালৎস এবং "আইনহাইৎসলীদের" (সং অব্ ইউনিটি) সঙ্গীত রচনা করেন। ১৮৪৯-এ পিতার মৃত্যুর পর তিনি আরও খ্যাতিলাভ করেন।

তিনি ভিয়েনার বিখ্যাত "ফোলক্সগার্তেন" বা গণউদ্যান, দোমমাইয়ের ভোজনশালা এবং উঙ্গের ক্যাসিনোতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বেশ কয়েকবছর তিনি আমন্ত্রিত হয়ে রুশদেশের পাভ্লেভস্ক নামক স্থানে রুশ সম্রাটের প্রীত্যর্থে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন।

১৮৬৭-এ পারী শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় তিনি ফরাসি সরকারের অনুরোধে নৃত্য সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রচিত "আন্ ডী স্যোনেন ব্লাউয়েন দোনাউ" (ব্লু ডানিয়ুব) ভালৎসটি শোনবার পর পারীর জনসাধারণ প্রায় পাগল হয়ে যায়। তিনি অতঃপর লন্ডনের কভেন্টগার্ডেন অপেরাগৃহে ৬টি সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন।

ভিয়েনায় প্রত্যাবর্তনের পর ওফেন্‌বাখ্ যোহানকে ছোটো ছোটো গীতিনাট্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। যার ফলশ্রুতি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রচনা "ডী ফ্লেদের মাউস" (বাদুর) এবং "কাগলিওস্ত্রো ইন্ ভিয়েনা"। উক্ত গীতিনাট্য দুটি ১৮৭৬-এ বের্লিনে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এবং প্রশংসিত হয়।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর ভেঙে যেতে থাকে এবং ৬০ বছর বয়সে তাঁর চিকিৎসক তাঁকে ক্রমে শান্ত জীবন যাপন করতে উপদেশ দেন। কিন্তু তিনি চুপিচুপি "ডের জিগোয়নার বারোন" (জীপসি ব্যারন)-নামক ছোটো গীতিনাট্য ও "রীত্তের পাসমান" নামক গীতিনাট্য রচনা করেন।

১৮৯৪-এ একাদিক্রমে ৫০ বৎসর সঙ্গীতপরিচালনার পর তাঁর সঙ্গীতজীবনের রজতজয়ন্তীর সম্মানে এক সপ্তাহ ধরে ভিয়েনায় নানারকম সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছিল। অতঃপর তিনি আরও দুটি ছোটো গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন।

১৮৯৯-এ বসন্তকালে তিনি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে ভিয়েনায় প্রাণত্যাগ করেন।

তিনি ২৪টি ভালৎস ও ৫টি গীতিনাট্য ছাড়া ১৬টি ছোটো গীতিনাট্য, ৪৭৯টি নৃত্যসঙ্গীত, ২টি সামরিক সঙ্গীত, ৬টি পোলকা রচনা করে আজও বিশ্ববিশ্রুত হয়ে আছেন। আজও 'ব্লু ডানিয়ুব'-এর সুর শুনলে মাতৃক্রোড়ের শিশুরাও নাচতে থাকে, বড়োদের তো কথাই নেই, সেইজন্য তাঁকে "ভালৎস-এর সম্রাট" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

যোহান স্ট্রাউস (দ্বিতীয়) এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৬টি; কুচ্‌কাওয়াজের সঙ্গীত–২টি; পোল্‌কা–৬টি; ভালৎস্‌ নৃত্যসঙ্গীত–২৪টি; গীতিনাট্য –৫টি; ছোটো গীতিনাট্য–১৬টি; বিবিধ নৃত্যসঙ্গীত–৪৭৯টি।

স্টিফেন ফস্টার
(Stephen Foster)
১৮২৬–১৮৬৪

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার পিটস্‌বার্গ শহরে ফস্টার-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। অতি অল্প-বয়স থেকেই ফস্টার-এর মনে সঙ্গীতপিপাসার উন্মেষ হয় এবং তিনি অশ্বেতকায় সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ্ থেকে গীটারবাদন শিক্ষা করেন। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ যদিও অপ্রতুল ছিল তথাপি স্বকীয় চেষ্টায় তিনি ধীরে ধীরে সঙ্গীত আয়ত্ত করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি একটি ভালৎস্‌ সঙ্গীত রচনা করেন। এক সঙ্গীতপ্রকাশকের আনুকূল্যে তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত অতি দ্রুত প্রকাশিত হয় এবং তিনি অতিসত্বর মার্কিন দেশে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে ১২টি সঙ্গীত এখনও জনপ্রিয়। এককথায় বলতে গেলে ফস্টার-এর মতো জনপ্রিয়তা আর কোনো মার্কিন সঙ্গীতজ্ঞ লাভ করেননি।

তিনি ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

ফস্টার-এর মুখ্যরচনা :

সমবেত গণসঙ্গীত–৩টি, নৃত্যনাট্য–১টি; ঘরোয়া সঙ্গীত-১টি।

আলেকজান্দার পোরফিরিভিচ্ বোরোদীন
(Alexander Porphyrievich Borodin)
১৮৩৩–১৮৮৭

১৮৩৩-এ রুশদেশের সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে বোরোদীন-এর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন, জর্জীয় ধনপতি প্রিন্স লুকাস গেদেভানভ্ এবং তাঁর মাতা ছিলেন গেদেভানভ্-এর এক রক্ষিতা। সেইজন্য আলেকজান্দার-এর নাম পোরফিরস্ বোরোদীন নামক এক ভৃত্যের নামের অনুকরণে রাখা হয়েছিল।

মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর মধ্যে সঙ্গীতপ্রতিভার উন্মেষ হয় এবং তিনি সেইসময় থেকেই ছোটো ছোটো সঙ্গীতরচনা আরম্ভ করেন। তাঁকে সেন্টপিটার্সবুর্গের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং ১৮৫৫-তে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসাব্যবসায়ের অবসরে কিন্তু তাঁর সঙ্গীতচর্চা চলতে থাকে। অন্যদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তিনি অধ্যাপক পদাভিষিক্ত হন। ১৮৭০-এর ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর সঙ্গীতালেখ্য "প্রিন্স ইগর" সর্বপ্রথম জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করে। সময়ের অভাবের জন্য তিনি কেবলমাত্র প্রতি রবিবার সঙ্গীত রচনার অবসর পেতেন।

ব্রিটিশ সঙ্গীত-ঐতিহাসিক স্যর হেনরী হ্যাডো একবার বোরোদীন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, "পৃথিবীতে অতি সামান্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনার জন্য একমাত্র বোরোদীনই বোধহয় সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন।"

১৮৬২-তে তাঁর সঙ্গে বালাকিরেভ্-এর পরিচয় হয় এবং তিনি রুশ লোকসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত রুশসঙ্গীতকার গ্লিঙ্কা-এর পর বোরোদীন-এর রুশীয় সঙ্গীত রচনার প্রচেষ্টা অতি উল্লেখযোগ্য। বোরোদীন-রচিত সামান্য রচনাসম্ভার আজ জগদ্বিখ্যাত, তাই লিজ্‌ৎ বলেছিলেন যে,"বোরোদীন-এর রচনার ওপরে কলমচালানোর সাধ্য এ পৃথিবীতে কারো নেই।"

তাঁর চিকিৎসকবৃত্তির শৃঙ্খলা সঙ্গীতরচনাকে প্রভাবিত করেছিল। অতি অভিনিবেশসহকারে তিনি স্বরলিপি রচনা করতেন যার প্রতিটি ছত্রে সূক্ষ্ম কলাকুশলতা প্রকাশ পেত। জেরাল্ড এব্রাহাম এবং হুবের্ট ফোস্ নামক সঙ্গীতসমালোচকদ্বয়ের মতে বোরোদীন-এর সঙ্গীত সুগন্ধি পুষ্পস্তবকের মতো মনোরম। রুশ সমালোচক স্তাসভ্-এর মতে গ্লিঙ্কা ও বোরোদীন উভয়েই মুখ্যত ছিলেন কবি এবং গৌণত সঙ্গীতকার।

১৮৮৭-এর শীতের এক সন্ধ্যায় যখন তিনি স্বগৃহে বন্ধুজন-পরিবেষ্টিত হয়ে

সঙ্গীতচর্চায় লিপ্ত ছিলেন তখন হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

বোরোদীন আজ পৃথিবীতে শুধুমাত্র সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবেই বিখ্যাত নন। জৈবরসায়নশাস্ত্রে তাঁর অবদান এমন কিছু সামান্য নয়। দুই প্রতিভার এরূপ একান্ত সমন্বয় সঙ্গীতের জগতে বিরল।

বোরোদীন-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–২টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৩টি।

যোহানেস্ ব্রাহ্মস্
(Johannes Brahms)
১৮৩৩–১৮৯৭

১৮৩৩-এর ৭ মে জার্মানির হামবুর্গ শহরে ব্রাহ্মস্-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা "ডবল বাস্" নামক একপ্রকার তার-যন্ত্রবাদক ছিলেন এবং অতি ক্লেশে সংসার চালাতেন। জন্ম থেকেই যোহানেস্ অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ছিলেন এবং সবসময় যেন কোনো চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। ছোটো বয়স থেকেই তিনি বাবার কাছেই বেহালা, চেল্লো, হর্ন এবং পিয়ানো বাজনা শিক্ষা করেন।

মাঝে মাঝে তিনি বাবার সঙ্গে একটি ভোজনশালায় সঙ্গীত বাজাতেন। সেখানকার সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদ্যপ ও ভোগীদের মনোরঞ্জন করা এবং সামান্য অর্থ উপার্জন। তেরোবছর বয়সে তিনি শহরের এক পানশালায় বেশ-কিছুদিন পিয়ানো বাজিয়েছিলেন এবং সেইসময়ে তিনি ঘরে বসেই সঙ্গীত রচনা শুরু করেন। দশ বছর বয়সে তিনি এক সঙ্গীতসভায় পিয়ানো বাজিয়ে শ্রোতাদের এত মুগ্ধ করেছিলেন যে, প্রযোজক মহাশয় তাঁকে নিয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত পরিবেশনের এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত শিক্ষকের আদেশে সেই পরিক্রমা থেকে বিরত করা হয়। সেইসময় থেকে তিনি এডোয়ার্ড মার্কসেন্ নামক এক সঙ্গীতশিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন। জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁকে এক কফি হাউসে পিয়ানো বাজাতে হত। বাস্তুহারা হাঙ্গেরীয় জিপ্‌সী বেহালাবাদক রেমেনি-এর সঙ্গে তাঁর হঠাৎ পরিচয় হয় এবং তাঁরা দুজনে য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত পরিক্রমা করেন। তাঁরা দুজনে সেইসময় বেথোফেন্, বাখ্, থালবের্গ, লিজ্‌ৎ ও মেন্ডেলসসোন্-এর রচনাবলী থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ফরাসি দেশের চেইয়ে শহরে একটি বেসুরো পিয়ানোতে বেথোফেন্-এর সী-মাইনর্ সোনাটা, সী-শার্প মাইনরে বাজিয়ে তিনি শ্রোতাদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

তাঁর জিপ্‌সী কুলোদ্ভব সঙ্গী রেমেনি-এর কাছ থেকে তিনি হাঙ্গেরীয় পদ্ধতিতে বেহালাবাদনের এক শৈলী আয়ত্ত করেন। যার ফলে যোহানেস্ জিপ্‌সী লোকসঙ্গীতের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে য়ুরোপের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পিয়ানোবাদক লিজ্‌ৎ-এর পরিচয় হয়েছিল।

অল্প কিছুদিন তিনি গ্যোটিঙ্গেন শহরে বাস করেছিলেন এবং সেইসময় তাঁর

বিখ্যাত রচনা "অ্যাকাডেমিক ফেস্টিভ্যাল ওভারটুওর" রচিত হয়। ১৮৫৩-তে তিনি ড্যুসেল্‌ডর্ফ শহরে যান এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রোবের্ট্ স্যুমান্-এর সঙ্গে পরিচিত হন। স্যুমান্ তাঁর সঙ্গীতকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "নবপ্রতিভা" আখ্যা দেন। তিনি ব্রাহ্মস্-এর বিষয়ে 'নয়ে ৎসাইৎস্রিফট্ ফ্যুর্ মুজিক্' নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "নয়ে বাহ্‌নেন" বা নূতন পথ। সেই প্রবন্ধে লিখিত ছিল : "এসেছেন এক যুবক যাঁর সম্মানে আজ সবাই দণ্ডায়মান হয়েছে। যুবকের নাম 'যোহানেস্ ব্রাহ্মস্'।"

প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জার্মানিতে তাঁর সুনাম বিস্তৃত হল।

১৮৫৩-তে তিনি লেইপৎজিগ্ শহরে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৪-তে রোবের্ট স্যুমান যখন একবার আত্মঘাতী হবার প্রচেষ্টা করেছিলেন তখন ব্রাহ্মস্-এর প্রচেষ্টাতেই তিনি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ করেন।

১৮৫৭-তে লিপ্পে ডেট্‌মোল্ড নামক এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই অবসরে তাঁর বিখ্যাত রচনা "ডি–মাইনর পিয়ানো কনচের্তো" লেখা সম্পূর্ণ হয়।

১৮৬৩ থেকে তিনি স্থায়ীভাবে ভিয়েনাবাসী হন। ভিয়েনায় বাসকালে তিনি তাঁর বিখ্যাত শোকসঙ্গীত "আইন দয়েচ্‌চে্জ রেকিম্" রচনা করেন। সঙ্গীতসমালোচক হানস্‌লিখ্-এর কঠোর সমালোচনা ব্রাহ্মস্-এর খ্যাতির সহায়ক হয়েছিল। তিনি ভিয়েনা সঙ্গীত বিদ্যায়তনের পরিচালক পদাভিষিক্ত হন এবং ভিয়েনার "গেসেলসাফট্ ফ্যুর ম্যুজিকফ্রয়েন্ডে" (সঙ্গীতপ্রেমী সংস্থা) নামক সংগঠনেরও প্রধান পরিচালক ছিলেন। ড্যুসেলডর্ফ-এর সঙ্গীতপ্রেমীরা তাঁকে বার বার দেশে প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তিনি সে-কথায় কর্ণপাত করেননি।

ভিয়েনার আনন্দোচ্ছল জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় নৃত্যসঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন। রোবের্ট স্যুমান-এর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী ক্লারা ব্রাহ্মস্-রচিত বহু পিয়ানো সঙ্গীত বাজিয়ে সেগুলি জনপ্রিয় করে তোলেন।

স্যর হেনরী হ্যাডো নামক সঙ্গীতসমালোচক তাঁর 'মিউজিক্' নামক পুস্তকে বিবৃত করেছেন যে, একদিন এক পানশালার মালিক বহু পুরাতন একবোতল মদ্য বের করে বলেন যে, "এই মদ্য ব্রাহ্মস্-এর সঙ্গীতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ।" ব্রাহ্মস্ সোচ্চারে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন যে, "ওটা ফিরিয়ে নাও এবং বদলে এক বোতল বাথ্ আনো।"

ভিয়েনায় বাসকালে পৃথিবীর এক অতি বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক প্রোফেসর থেয়োডর বিল্‌রোথ্ তাঁর সঙ্গীতের অনুরাগী ও সমালোচক হয়েছিলেন। অনেকসময় বিল্‌রোথ্-এর অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মস্ তাঁর সঙ্গীত জনসমক্ষে উপস্থাপনা করতেন।

ব্রাহ্মস্ দারপরিগ্রহ করেননি, কিন্তু তিনি স্যুমানের বিধবাপত্নী ক্লারা স্যুমান-এর

প্রেমাসক্ত ছিলেন। ১৮৯৭-এর ১৩ মার্চ-এর সন্ধ্যায় যখন তাঁর অন্তরঙ্গ যোহান্ স্ট্রাউস্-এর সঙ্গীতালেখ্য "ডী গ্যোটিন ডের্ ফেয়ারলুফত্"-এর অনুষ্ঠানের কথা ছিল, সেদিন ব্রাহ্মস্ অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন, কেননা ইতিপূর্বেই তাঁর যকৃৎ-এর ক্যান্সার রোগ ধরা পড়েছিল।

১৮৯৭-এর ৩ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়।

ব্রাহ্মস-এর মুখ্যরচনা ঃ

সিম্ফনি–৪টি; অবতারণা–২টি; পিয়ানো কন্‌চের্তো–২টি; বেহালা কন্‌চের্তো–২টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–১৫টি; পিয়ানো সঙ্গীত–২০টি; ভালৎস্–১টি; দ্বৈত পিয়ানো সঙ্গীত–১২টি; গণকণ্ঠসঙ্গীত– ৪টি; গীত–২৩টি।

ক্যামিলে সেঁ–সঁ

(Camille Saint-Saens)

১৮৩৫–১৯২২

সেঁ-সঁ ১৮৩৫-এ পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি সর্বসমক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। দশবছর বয়সে তাঁর পিয়ানোবাদন শুনে পারী-এর সবাই বলেছিল, আবার মোৎসার্টের জন্ম হয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি পারী-এর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি অর্গ্যান বাজনা ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। আঠারোবছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম স্বরচিত সিম্ফনি বাজিয়ে শোনান এবং এক উচ্চমানের পিয়ানোবাদক ও সঙ্গীতপরিচালক হিসাবে পরিচিতিলাভ করেন। ১৮৬০ থেকে '৭০-এর অন্তর্বর্তীকালে তাঁর রচিত "রুয়ে দ্য' মৃফালে", "ফেঁত" নামক দুটি সিম্ফনি সঙ্গীত রচনা করেন। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিও যুদ্ধের সময় তিনি ইংলন্ডে পলায়ন করেন, সেইসময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন।

ইংলন্ডে থাকাকালীন "হেনরী এইট" এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর "সামসন অ্যান্ড ডেলিলা"-নামক নৃত্যনাট্য দুটি রচনা করেন। তিনি বহু দেশ পরিক্রমা করেছিলেন এবং ভ্রমণ, সঙ্গীত, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যবিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত পশুপ্রেমী ছিলেন এবং পশুদের বিষয় "দ্য কার্নিভ্যাল অব্ দ্য অ্যানিমালস্"-নামক একটি সঙ্গীত রচনা করেন।

তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে আছে দুটি অপেরা, যন্ত্রসঙ্গীত এবং দুটি ধর্মীয়সঙ্গীত। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার আলজিয়ার্স শহরে তিনি পরলোকগমন করেন।

সেঁ-সঁ-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–১টি; যন্ত্রসঙ্গীত–৭টি; ধর্মীয় সঙ্গীত–৩টি।

জর্জেস বীজে
(Georges Bizet)
১৮৩৮–১৮৭৫

বীজে-এর প্রকৃত নাম ছিল আলেকজান্দ্রে সেজার লেওপোল্ড। ১৮৩৮-এর ২৫ অক্টোবর পারী শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা এক সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর কাছেই তিনি প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষালাভ করেন। সঙ্গীতে সাতিশয় পটুতার জন্য অতি অল্প বয়সে তাঁকে পারী-এর সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি "প্রী দ্য রোম" পুরস্কারলাভ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সঙ্গীতরচনা প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গীতটি শুনলেই বোঝা যায় যে, তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা "ল্য' অরলেসিয়েঁ" ও "কারমেন"-এর মূলভাব ওর মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। ১৮৫৫-এ রচনাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯ বছর বয়সে তাঁর গীতিনাট্য "দ্য মিরাকল ডক্টর" প্রখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা ওফেন্ বাখ্-কর্তৃক প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। পরবর্তী রম্য গীতিনাট্য "দন্ প্রোকোপিও" রোমনগরে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ গীতিনাট্য "লে পেসিউর্ দ্য পেরলে্" (দ্য পার্ল ফিসার্স) তিন অঙ্কে বিভক্ত।

ইংরাজ সাহিত্যিক স্যর ওয়াল্টার স্কটের রচনাভিত্তিক "দ্য ফেয়ার মেইড্ অব্ পার্থ" তাঁর পরবর্তী রচনা এবং তৎপরবর্তী একাঙ্ক গীতিনাট্য "দিয়ামিলে" মুজে-লিখিত একটি কবিতাভিত্তিক। গীতিনাট্যটির মধ্যে গুনো-এর প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। "পেতি সুইট্" নামক রচনার মধ্যে "উ দে' ফাঁৎ"-শীর্ষক পিয়ানো সঙ্গীত অতি সুমধুর।

তাঁর শেষ এবং সুবিখ্যাত গীতিনাট্য "কারমেন্"-এর মধ্যে তাঁর সর্বগুণ বিকশিত। গীতিনাট্যটির প্রথম অভিনয়ের মাত্র তিন সপ্তাহ পরে তিনি কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। আরোগ্য-বিশ্রামের জন্য তিনি বুজিভাল্ শহরে যান কিন্তু তিনদিন পরে, ১৮৭৫-এর ৩ জুন তাঁর জীবনাবসান হয়। সেই সন্ধ্যাতেই পারী শহরে "কারমেন্"-এর একত্রিশতম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তিনি ছিলেন সদাহাস্যময় এক সরলচিত্ত মানুষ। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতৃবর্গকে আনন্দদান করা। রমেঁ রইয়াঁ বলেছেন যে, "বীজে-এর মধ্যেই ফরাসি সঙ্গীত-এর চরম উপলব্ধি নিহিত।"

বীজে-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য—৩টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—১৪টি; গীত—২টি

মোদেস্ত মুসর্গস্কি
(Modest Musorgsky)
১৮৩৯–১৮৮১

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ২১ মার্চ রুশদেশের কারেভো নামক শহরে এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার পর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। অতি শৈশবকাল থেকে আন্তন হের্কে-নামক এক শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি পিয়ানোবাদন শিক্ষা করেন এবং ধীরে ধীরে বেশ পারদর্শী হন। তাঁর সমসাময়িকেরা বলতেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আন্তন রুবিনস্টাইন-এর সমকক্ষ পিয়ানোবাদক হবেন!

১৮৫৬-এর শরৎকালে তাঁর সঙ্গে রুশ সঙ্গীতরচয়িতা দার্গোমিয়েস্কির সখ্যতা হয় এবং তিনি চুই ও বালাকিরেভ-এর সঙ্গেও পরিচিত হন। অতঃপর তিনি তাঁর সৈনিকের চাকুরি থেকে ইস্তফা দিতে মনস্থ করেন। কোনো অজ্ঞাতকারণে তাঁকে বেশ-কিছুদিন সঙ্গীতচর্চা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নিজেদের জমিজমার তদারকি করতে হয়েছিল। সেইসময় তিনি লোকসঙ্গীত ও গ্রাম্যসঙ্গীত-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৬৫-তে মাতার মৃত্যুর পর তিনি শোকবিহ্বল হয়ে অত্যধিক মদ্যপান করতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ থেকে তিনি একান্তভাবে পিয়ানোবাদনও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮-তে তিনি তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "বোরিস গোদুনভ" রচনায় রত হন। এছাড়া তিনি খোভান্স্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইতিহাসভিত্তিক "খোভান্টস্কিনা" নামক গীতিনাট্য লেখেন। ১৮৭৪-এ তিনি "নো সানলাইট" নামক একটি গীতিমাল্য রচনা করেন এবং প্রায় একসঙ্গেই তাঁর পিয়ানোর জন্য রচিত "পিকচার্স অ্যাট অ্যান একজিবিশান" নামক সঙ্গীতমালা রচনা করেন। তাঁর রচিত পরবর্তী গীতিনাট্যের নাম "সোরোচিঞ্চিও ফেয়ার"। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত "সংস অ্যান্ড ডানসেস্ অব্ ডেথ্" ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর সঙ্গীতচর্চা প্রায়ই ব্যাহত হত। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে সেন্টপিটার্সবুর্গ শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রিমস্কি-কোর্সাকোভ তাঁর সঙ্গীতসমূহ পর্যালোচনা করেন এবং কিছু ভুলত্রুটি সংশোধিত করেন। ঐ সমস্ত ভুলত্রুটি নিতান্তই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই ঘটেছিল। তাঁর সংশোধিত সঙ্গীতালেখ্যসমূহ পরবর্তীকালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তিনি ৩টি গীতিনাট্য, ১টি ঐকতান সঙ্গীত, ১০টি পিয়ানোর উপযোগী সঙ্গীত এবং ৭টি কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

মুসর্গস্কি-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৩টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৬টি; গীত–৭টি।

পেতের চেইকোভস্কি
(Peter Tchaikovsky)
১৮৪০–১৮৯৩

চেইকোভস্কি ১৮৪০-এর ৭ মে রুশদেশের কাম্স্কো-ভোতিন্স্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক খনির কর্মচারী। তাঁর ফরাসি মাতা বাবার চেয়ে বিশ বছরের ছোটো ছিলেন! অল্পবয়সে পেতের পিয়ানোবাদন শেখেন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যান। ১০ বছর বয়সে সেন্টপিটার্সবুর্গে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেইসময় তিনি একটি সিম্ফনি অনুষ্ঠান শুনতে গিয়েছিলেন এবং বাড়িতে ফিরে সারারাত উত্তেজনার জন্য ঘুমোতে পারেননি। পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁকে আইনজ্ঞ করবার, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতপ্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলল। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষকের মতে তিনি বিশেষ কুশলী ছিলেন না। ১৯ বছর বয়সে তিনি রুশ আইনমন্ত্রকে কেরানির চাকুরি নেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতপ্রেম বেড়েই চলে। চারবছর পর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি স্থানীয় সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এক রাত্রে তিনি একটি সঙ্গীতে ২০০ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর (ভ্যারিয়েশান্স) সংযোজনা করেছিলেন। ১৮৬৭-এ তাঁর প্রথম রচনা "সেরৎসো অ্যান্ড ইম্প্রম্তু" প্রকাশিত হয়, "হে মেকাস্ ভালৎস"-ও তিনি সেইসময় রচনা করেন। ১৮৬৫-এ সেই ভালৎস যোহান স্ট্রাউস (দ্বিতীয়)-কর্তৃক পাভ্লোভস্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয়। পেতের ভালৎস জাতীয় সঙ্গীতের খুবই অনুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যালয়ে তাঁর শেষ পরীক্ষার সময় তিনি কবি শ্যীলের-এর "আন্ ডী ফ্রয়দে" কবিতাটির উপর আধারিত একটি কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন। বেথোফেন্ও তাঁর রচিত বিখ্যাত নবম সিম্ফনি-এর শেষাংশে ঐ কবিতাটিই ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৬৬-এ তিনি মস্কোর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন, তখন সংস্থাটির পরিচালক ছিলেন নিকোলাস রুবিন্স্টাইন। তিনি সেইসময় তাঁর প্রথম সিম্ফনি রচনার প্রচেষ্টায় রত হন, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং মৃগীরোগাক্রান্ত হন। তাঁর প্রথম রচনা "উইন্টার ডে ড্রীমস" বিশেষ উচ্চমানের হয়নি।

তাঁর রচিত প্রথম গীতিনাট্য, "ভোইভোদে"ও (১৮৬৮) অত্যন্ত মামুলীধরনের হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী রচনা "ফাতুম্' শুনে বালক্রিয়েভ বলেছিলেন যে, রচনাটি কেবল হট্টগোলে পরিপূর্ণ, ওটি কোনও সঙ্গীতই নয়, এমন-কি তাঁর রচনা "রোমিও

অ্যান্ড জুলিয়েট"ও (১৮৭০) অসফল হয়েছিল। ক্রমাগত অসাফল্যের ফলে তাঁর অর্থাভাব হতে লাগল এবং তিনি ব্যয়নির্বাহের জন্য সঙ্গীতবিশ্লেষণ করা আরম্ভ করলেন।

বোরোদীন বলেছেন যে, চেইকোভস্কি অত্যন্ত অসংসারী ছিলেন। তাঁর ঘর-দোর তিনি অত্যন্ত নোংরা করে রাখতেন। স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। ফরাসি সঙ্গীতজ্ঞা ডেসিরে আর্তো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিবাহ হয়নি।

আন্তোনিয়া মিলুকোভা নামক তাঁর এক ছাত্রী এক পত্রে তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমত সেদিকে কর্ণপাতই করেননি। কিন্তু ছাত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখানোর জন্য তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। বিবাহটি একেবারে সুখের হয়নি, সেইজন্য তিনি নিজেই নেভা নদীর জলে ডুবে একবার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেছিলেন। মাত্র ৯ সপ্তাহ পরে সেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে মাদাম নাধেঝদা ফন্ মেক্-নাম্নী এক ধনী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই মহিলার অর্থসাহায্যে তাঁর সমস্ত ধার-দেনা মিটে যায়। মহিলাটি তাঁকে বাৎসরিক ৬০০০ রুবল মাহিনা দেবার কথাও ঘোষণা করেন। কিন্তু মহিলাটি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন নাই, সেই দুঃখে চেইকোভস্কি-এর স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। সেইসময় তিনি তাঁর বিখ্যাত সিম্ফনি "প্যাথেটিক" রচনা করেছিলেন। সঙ্গীতটির প্রথম অনুষ্ঠানের ৫দিন পরে তিনি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে যান। সেইসময় শহরে কলেরা রোগ হচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তিনিও কলেরা রোগাক্রান্ত হন এবং ১৮৯৩-এর ৬ নভেম্বর সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ৪টি অপেরা, ৩টি ব্যালে, ৬টি সিম্ফনি, ৩টি ঘরোয়া সঙ্গীত, ৫টি পিয়ানো সঙ্গীত রচনা করেন এবং ১০টি গানে সুরসংযোজনা করেছিলেন।

আজও তাঁর মূকনৃত্যনাট্য "সোয়ান লেক", "স্লিপিং প্রিনেসস" ও "নাট ক্রাকার সুইট্" -এর জন্য তিনি জগদ্‌বিখ্যাত।

চেইকোভস্কি-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–৪টি; মূকনৃত্যনাট্য–৩টি; যন্ত্রসঙ্গীতঃ সিম্ফনি–৬টি; ফ্যান্টাসি–১টি ; সুইট–৭টি; অবতারণা–৬টি; পিয়ানো কন্‌চের্তো–২টি; বেহালা কন্‌চের্তো–২টি; চেল্লোকন্‌চের্তো–১টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৬টি; পিয়ানো সঙ্গীত–২৬টি; গীত–১০টি।

আন্তোনিন্ দ্ভোরাক্
(Antonin Dvorak)
১৮৪১–১৯০৪

চেকোশ্লোভিকয়ার মোলডাউ নদীর তীরবর্তী এক ছোটো গ্রামে ১৮৪১-এর ৮ সেপ্টেম্বর দ্ভোরাক-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা খুব সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং অতি অল্পবয়স থেকেই তাঁকে সঙ্গীতশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। বারোবছর বয়সে আন্তোনিন্ জ্লোনিচ্ শহরে জার্মান শিক্ষা করতে যান এবং সেখানে লীহ্মান-নামক এক সঙ্গীতশিক্ষক তাঁকে ভায়োলা, পিয়ানো এবং অর্গ্যান বাজানো শিক্ষা দেন। ১৮৫১-তে তাঁকে প্রাগ্ শহরের উচ্চসঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং ১৮৫৯-এ দ্বিতীয় স্থান পেয়ে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষকেরা মন্তব্য করেছিলেন যে, আন্তোনিনের পুঁথিগত সঙ্গীতজ্ঞান উচ্চমানের নয় এবং তিনি সারাজীবন উক্তদোষে দুষ্ট ছিলেন।

পরীক্ষায় পাসের পর তিনি বেদ্রিচ্ (ফ্রিদরিখ্) স্মেটানো-কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় সঙ্গীতগোষ্ঠীর বেহালাবাদক পদে বহাল হন। সেইসময় থেকেই তাঁর মন অপেরা বা গীতিনৃত্যনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি একটি হাস্যরসাত্মক অপেরা রচনা করেন। দুইবছর পরে তাঁর রচিত "হীমনুস্"-নামক যন্ত্রসঙ্গীত-আলেখ্য খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তিনি ঐসময় আন্না চেরমাকোভা-নাম্নী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং প্রাগের সেন্ট আদালবের্ট গীর্জার অর্গ্যানবাদকের চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁর বাদনশৈলীর উৎকর্ষের জন্য অস্ট্রীয় সরকার তাঁকে একটি দীর্ঘমেয়াদী বৃত্তি দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মস্ আন্তোনিন্কে খুব প্রশংসা ও স্নেহ করতেন। তাঁর রচিত "স্টাবাৎ মাতের" সঙ্গীতালেখ্যটি ১৮৮০-তে প্রাগ্-এ অনুষ্ঠিত এবং প্রশংসিত হয়। তিনি বহুবার লন্ডনে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৭৮-এ রচিত "শ্লাভোনিক্ ডান্সেস্" খুবই উচ্চমানের হয়েছিল। ১৮৯১-এ তিনি নিউ ইয়র্ক সফরে যান এবং দুইবছর সেখানকার সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন (১৮৯২–৯৪)। সেইসময়ে তাঁর রচিত ঐকতান "ফ্রম্ দ্য নিউ ওয়ালর্ড" কার্নেগী হলে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫-এ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

করেন এবং প্রাগস্থ সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

শেষজীবনে তিনি বহু সম্মানলাভ করেছিলেন। তিনি প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি পান এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে অস্ট্রীয় লোকসভার সর্বপ্রথম সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯০৪-এর ১ মে, ৬৩ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর দেহাবসান হয়।

দ্‌ভোরাক্-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৪টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৩০টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৭টি; গীত–১৭টি।

স্যর আর্থার সুলিভ্যান্
(Sir Arthur Sulivan)
১৮৪২–১৯০০

সুলিভ্যান ১৮৪২-এর ১৩ মে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন। আর্থার ৮ বছর বয়সের মধ্যেই প্রায় সকল প্রকার যন্ত্রবাদনে দক্ষতা লাভ করেন। ১৮৫৪-এ তিনি চ্যাপেল রয়াল গীর্জার বালকণ্ঠীদের দলে যোগদান করেন । ১৩ বছর বয়সে তিনি একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করে "মেন্ডেলসসোন পুরস্কার" লাভ করেন এবং রাজকীয় সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পান।

১৮৫৮-এ তিনি লেইপৎজিগে যান এবং হাউপ্তমান, মোস্‌খেলেস্ ও রিখ্‌টের-এর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা নেন। ১৮৬১-এ লন্ডনে ফিরে সেন্ট মাইকেল গীর্জায় অর্গ্যানবাদকের চাকুরি পান। পরের বছর তিনি শেক্সপীয়র-এর "টেম্পেস্ট"-এর উপযোগী একটি সঙ্গীত রচনা করেন। সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স সঙ্গীতটি শুনে বলেছিলেন যে, "আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে।" ১৮৬৬-এ তিনি "আইরিশ সিম্ফনি" এবং "ইন্ মেমোরিয়াম" নামক দুটি সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরের বছর "মারমিওন" নামক কন্‌চের্তো রচনা করেন। পরবর্তী কণ্ঠসঙ্গীত "দ্য প্রডিগাল্ সন্" (১৮৬৯) এবং "দ্য লাইট অব্ দ্য ওয়ার্লড" (১৮৭৩) রচনার পর তাঁর খ্যাতি সমগ্র য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৯১-এ তাঁর রচিত গীতিনাট্য "আইভান হো" আশাপ্রদ সাফল্যলাভ করেনি। ইতিমধ্যে সঙ্গীত-রচয়িতা গিলবার্ট-এর সঙ্গে সখ্যতার পর থেকে তাঁদের রচিত গীতিনাট্য "থেসপিস" ও "ট্রায়াল বাই জুরী" খুব জনপ্রিয় হয়। তারপর শুরু হয় তাঁদের দুজনার ক্রমাগত সাফল্য "দ্য সোরসারার", "এইচ এম এস পিনাফোর", "দ্য পাইরেটস্ অব পেনজ্যান্স" এবং "পেসান্স" প্রভৃতি রচনা দিয়ে। মাঝখানে এক তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে গিলবার্ট ও সুলিভ্যান-এর মধ্যে কলহ হয় এবং তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিছুদিন পর ঝগড়া মিটে যায় ও তাঁরা "উটোপিয়া লিমিটেড" ও "দ্য গ্রান্ড ডিউক" নামে দুটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রণয়ন করেন, কিন্তু সে-দুটি বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি।

শেষজীবনে সুলিভ্যান অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হয়ে পড়েন এবং মন্টেকার্লো-তে গিয়ে খুব জুয়া খেলতেন, সেইসঙ্গে তিনি এক অব্যক্ত বেদনায় ভুগতেন।

১৯০০-এর ২২ নভেম্বর তিনি লন্ডনে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁর গীতিনাট্যগুলির মধ্যে মোৎসার্ট, স্যুবের্ট, রসিনী, বিজে, গুনো, ভের্দি এবং ভাগ্‌নের্‌-এর প্রভাব অতি প্রকট ছিল।

সুলিভ্যানকে ব্রিটিশ সঙ্গীতজগতের শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্যকার বললে হয়তো কোনও অত্যুক্তি হবে না, তৎসঙ্গে গিলবার্ট-এর নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সুলিভ্যান্‌-এর মুখ্যরচনা :

রম্যনৃত্যনাট্য–১০টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৪টি; গণকণ্ঠসঙ্গীত–৪টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৫টি।

এডভার্ড গ্রীগ্
(Edvard Grieg)
১৮৪৩–১৯০৭

১৮৪৩-এর ১৫ জুন এডভার্ড নরওয়ের বেরগেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল স্কটল্যান্ডে। এডভার্ডের মা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেন এবং মোৎসার্ট, শ্যোপাঁ প্রভৃতির সঙ্গীত তাঁর করায়ত্ত ছিল। মোৎসার্ট-এর সঙ্গীত ছিল মায়ের সবচেয়ে প্রিয়, সেইজন্য এডভার্ডও মোৎসার্টের সঙ্গীত সবচেয়ে ভালোবাসতেন। এডভার্ডের মাতৃকুলের আত্মীয় ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীবিখ্যাত বেহালাবাদক ওল্ বুল্। ওল্ বুল্ একবার এডভার্ড-এর সঙ্গীতকুশলতা দেখে তাঁকে লেইপৎজিগ্ শহরে গিয়ে সঙ্গীতশিক্ষার পাঠ নিতে বলেন। সেইজন্য তিনি এক নাগাড়ে ৪বছর লেইপৎজিগ্-এ সঙ্গীতশিক্ষা করেন। অতঃপর তিনবছর তিনি দেশে, ডেনমার্ক-এ, জার্মানিতে ও ইতালিতে কাটান। ওল্ বুলের জাতীয়তাবোধ তাঁকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ডেনমার্ক-এ বাসকালীন স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ গাডে ও অপরাপর স্কান্ডীনেভীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সান্নিধ্যে আসেন। রিকার্ড নরদ্রাক্-নামক নরওয়েজীয় সঙ্গীতজ্ঞের কাছ থেকে তিনি নরওয়ে-দেশীয় লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন, যে-জ্ঞান তাঁর ভবিষ্যৎ রচনাকার্যে খুব সহায়ক হয়েছিল।

১৮৬৭-তে তিনি তাঁর দূরসম্পর্কের ভগিনী নীনা হাগেরূপ-এর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নীনা কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিণী ছিলেন। সঙ্গীতকার লিজ্ৎ-এর এক সুপারিশে বৃত্তি নিয়ে এডভার্ড ইতালিতে সঙ্গীতশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কিছুদিন ওসলোতে বাসের পর তিনি বের্‌গেন-এ চলে যান। সেইসময় তিনি তাঁর সুবৃহৎ রচনা "পিয়ের গিন্‌ত" লেখা আরম্ভ করেছিলেন। হেনরিক্ ইব্‌সেন তাঁকে উক্ত সংগীত রচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। ১৮৭৫-এ রচনাটি সম্পূর্ণ হয়েছিল।

১৮৭৯-তে লেইপৎজিগের প্রসিদ্ধ গেভান্দহাউস-এ পিয়ানোবাদনের পর তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। তারপর কিছুদিন তিনি বের্‌গেন-এর ঐকতান দলটি পরিচালনা করেন। ১৮৮৮-তে লন্ডনে তাঁর প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬-এ তাঁকে ডক্টর অব ম্যুজিক ডিগ্রী প্রদান করে।

জীবনের শেষ ৭ বছর তিনি রোগক্লিষ্ট ছিলেন। সেইসময় তিনি তাঁর ৭৩ নম্বরের

"মুড্‌স" নামক পিয়ানোতে বাদনের উপযোগী ছোটো ছোটো সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ১৯০৭-এ তিনি লন্ডন যাবার কথা মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু সেই বছরেই ৪ সেপ্টেম্বর বেরগেন-এর এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গ্রাম্যনিবাসে তাঁর চিতাভস্ম সমাহিত আছে।

গ্রীগ্‌-এর মুখ্যরচনা :

প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত–৪টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–২৩টি; ঘরোয়াসঙ্গীত–৪টি; গীত–১৫টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৯টি।

নিকোলাস রিম্‌স্কি-কোর্‌সাকোভ

(Nicholas Rimsky-Korsakov)

১৮৪৪—১৯০৮

১৮৪৪-এর ১৮ মার্চ রুশিয়ার তিখ্‌ভিন নামক স্থানে নিকোলাস-এর জন্ম হয়। ১২ বছর বয়সে তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গ-এর নাবিক মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত নৌবাহিনীতে কার্যরত ছিলেন। ১৮৬১-এ তাঁর সঙ্গে রুশ সঙ্গীতকার বালাকিরেভ-এর পরিচয় হয় এবং তিনি বালাকিরেভ, বোরোদীন, মুসর্গস্কি ও চুই একত্রে মিলে "দ্য ফাইভ" নামক এক সংগীত গোষ্ঠী গঠন করেন। ১৮৬২-৬৫-এর মধ্যে তিনি তাঁর প্রথম সিম্ফনি রচনা করেন। তাঁর রচিত পরবর্তী সিম্ফনি "সাদকো" এবং গীতিনাট্য "দ্য মেইড অব্ স্কোভ" (ইভান দ্য টেরিবল্)। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে "সেহেরাজাদে" (১৮৮৮), "দ্য স্নো মেইডেন" (১৮৮২), "ম্লাদা" এবং "মোৎসার্ট অ্যান্ড সালিয়েরি" (১৮৯৮) প্রভৃতি গণ্য করা যায়। ১৯০৬-এ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "দ্য টেল অব্ দ্য ইন্‌ভিজিবল্ সিটি অব্ কীতেজ" প্রকাশ করেন।

১৯০৫-এ আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি "দুবিনুস্কা" নামক বিদ্রোহী গাথা রচনা করেছিলেন। তাঁর শেষ রচনা "দ্য গোল্ডেন ককারল্" ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়।

১৯০৮-এর ২১ জুন লুবেন্‌স্ক শহরে তাঁর দেহান্ত হয়।

রিমস্কি-কোর্‌সাকোভ-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য—৫টি; যন্ত্রসঙ্গীত—৫টি; গীত—২টি।

স্যর এডওয়ার্ড এলগার
(Sir Edward Elgar)
১৮৫৭–১৯৩৪

এলগার ১৮৫৭-এর ২ জুন ইংলন্ডের ব্রডহীথ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্থানীয় সেন্টজর্জ গীর্জার অর্গ্যানবাদক ছিলেন এবং সেইসঙ্গে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান পরিচালনা করতেন। এডওয়ার্ড ছোটোবেলাতেই বাসুন ও বেহালা বাজাতে শিখেছিলেন এবং বাবার অর্গ্যান বাদনের সময় তাঁকে সঙ্গ দিতেন, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এডওয়ার্ড-এর সঙ্গীতসাধনায় তাঁর বাবা আদৌ খুশি ছিলেন না। ১৫ বছর বয়সে এডওয়ার্ড এক উকিলের অফিসে চাকুরি নিয়েছিলেন এবং কোনও রকমে বছরখানেক সেখানে কাজ করেছিলেন। তাঁর মন কিন্তু সবসময়েই সঙ্গীতের চিন্তায় মগ্ন থাকত। অর্থের অভাবে তিনি কোনও সঙ্গীতবিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেননি, কিন্তু যখনই কোনও ছোটোখাটো সঙ্গীতানুষ্ঠান হত তিনি উপস্থিত হয়ে শুনে শুনে সঙ্গীতশিক্ষা করতেন। সঙ্গীতের পুঁথিগত জ্ঞান তাঁর প্রায় ছিলই না। ২০ বছর বয়সে লন্ডনের এক শিক্ষকের কাছে তিনি কিছুদিন বেহালাবাদনের তালিম নেন। তারপর ওরস্টারে এসে তিনি সেখানকার মানসিকরোগের হাসপাতালের সঙ্গীত পরিচালকের চাকুরি নিয়েছিলেন এবং ৫ বছর চাকুরিটি করেছিলেন।

হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য এলগারের ঐকতান বাদনে বিশেষ পটুতা ছিল।

১৮৮০ থেকে তাঁর সঙ্গীত রচনাপ্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সেন্টজর্জ গীর্জায় পিতার পদাধিকার করবার পর থেকে তাঁর আর্থিক সচ্ছলতাও বেড়ে যায় এবং তিনি তাঁর রচনাবলীর জন্য অর্থব্যয় করতে সক্ষম হন। ৩২ বছর বয়সে ক্যারোলাইন অ্যালিস রবার্টস-নাম্নী এক অভিজাত পরিবারের তরুণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি পরবর্তী জীবনে পত্নীর কাছ থেকে বহুবিধ সাহায্য পান। ১৮৯১-এ তিনি ম্যালভার্ন শহরে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৮৯৯-এ তাঁর বিখ্যাত "এনিগ্মা ভ্যারিয়েশান্স" প্রকাশিত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং "দ্য ড্রীম অব্ জেরোনটিউস্" শীর্ষক কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯০২-এ সঙ্গীতটি জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র য়ুরোপে এলগারের খ্যাতি ব্যাপ্ত হয় এবং প্রায় ২০০ বছর পরে ইংরাজী সঙ্গীত আবার হৃতগৌরব ফিরে পায়। তাঁকে মার্কিন দেশের ইয়েল ও ইংলন্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট

ডিগ্রী দেওয়া হয়। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড-এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত করে এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে "মাস্টার অব্ কিংস মিউজিক" খেতাব দেন।

১৯০০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ১৯২০-তে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়।

উইলিয়াম বয়েস (১৭১০-৭৯)-এর পর তিনিই ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত-রচয়িতা, যিনি জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসি রচয়িতাদের সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন। তিনিই ইংলন্ডের সঙ্গীতকে গৌরবান্বিত করেন।

এলগার-এর রচনায় ভাগ্নের ও ব্রাহ্মস্-এর প্রভাব অনেক সময় পরিলক্ষিত হলেও তাঁর স্বকীয়তা আজও জাজ্জ্বল্যমান। পৃথিবীবিখ্যাত বেহালাবাদক ইয়াহুদি মেনুহীন তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৩৪-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ওরস্টার শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এল্গার-এর মুখ্যরচনা ঃ

যন্ত্রসঙ্গীত—২৬টি; ঘরোয়া সঙ্গীত—৩টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত—৫টি; গীত—৮টি।

জিয়াকোমো পুচ্চিনী
(Giacomo Puccini)
১৮৫৮—১৯২৪

১৮৫৮-এ ইতালির লুক্কা শহরে পুচ্চিনী-এর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাঁকে কার্লো আঞ্জেলোনী-নামক এক সঙ্গীতজ্ঞের অধীনে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাত্র পাঁচ বছর পরে তিনি লুক্কার বেনেডিক্‌টিন সন্ন্যাসিনীদের মঠে সঙ্গীতপরিচালক নিযুক্ত হন। পিসা শহরে একবার ভের্দি-রচিত "আঈদা"-এর অনুষ্ঠান শোনবার পর থেকে তাঁর মনে সঙ্গীত রচনার বাসনা হয়। তিনি মিলানের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও একটি বৃত্তিলাভ করে সঙ্গীতরচনাশিক্ষা আরম্ভ করেন। পাঠকালে তিনি "কাপ্রিচিও সিন্‌ফোনিকো" নামক সঙ্গীতটি রচনা করেন। অতঃপর তাঁর একাঙ্ক গীতিনাট্য "লে ভীল্লি" রচিত হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি গীতিনাট্য রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করতে থাকেন।

তাঁর রচিত গীতিনাট্য "লা ব্যোমে", "তোস্কা", "মাদাম বাটারফ্লাই", "দ্য গার্ল অব্‌ দ্য গোল্ডেন ওয়েস্ট", "জিয়ান্নি স্কিচ্চি", "তুরানদোত", "মানোন লেসকোৎ" এখনও বহুল প্রচলিত ও অনুষ্ঠিত। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র মিমি, মুসেত্তা, মানোন, তোস্কা ও মাদাম বাটারফ্লাই এখনও সঙ্গীতজগতে অমর।

১৯২৪-এ বেলজিয়াম-এর ব্রাসেলস্‌ শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুচ্চিনী-এর মুখ্যরচনা ঃ
নৃত্যনাট্য—৭টি; গীত—১টি।

ইগনাস্ ইয়ান পাডেরেভ্স্কি
(Ignace Ian Paderewski)
১৮৬০–১৯৪১

ইগনাস্ পাডেরেভ্স্কি একাধারে এক পিয়ানোবাদক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং
ছিলেন। তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা হয় ভারস শহরে এবং ১৮৭৭-এ তিনি ভিয়েনায় একটি অনুষ্ঠান করেন। তিনি পিয়ানোফোর্টে যন্ত্রবাজনা শিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ১৮৯১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত তিনি একাধিকবার য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে ভ্রমণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি পোল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করে জাতীয় রাজনীতিক দলে যোগদান করেন এবং ১৯১৯-এ তিনি পোল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত হন। তিনি পোল্যান্ডের পক্ষে ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই মার্শাল পিলসুডস্কির কাছে তিনি নির্বাচনে পরাভূত হয়ে আবার সঙ্গীতজগতে ফিরে আসেন। ৭৫ বছর বয়সে বিখ্যাত সবাক চিত্র "দ্য মুনলাইট সোনাটা"-এ তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৩৯-এ পোল্যান্ড দেশ দ্বিধাবিভক্ত হবার পর তিনি ফরাসি দেশের অ্যান্জারস শহরবাসী হন এবং নির্বাসিত পোল সংসদের প্রবক্তা নিযুক্ত হন।

তিনি একটি গীতিনাট্য এবং বহু কন্চের্তো রচনা করেছিলেন। ১৯৪০-এ নিউ ইয়র্কে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ঃ "ক্রাকোভিয়েন ফান্তাসতিক্" এবং "মিনুএত্ ইন্ জি"।

পাডেরেভ্স্কি-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১টি; পিয়ানো কন্চের্তো–১১টি; পিয়ানো সঙ্গীত–২টি।

গুস্তাফ্ মাহ্লের
(Gustav Mahler)
১৮৬০–১৯১১

১৮৬০-এ বোহেমিয়ার কালিস্ত শহরের এক সম্ভ্রান্ত ইহুদিপরিবারে মাহ্লের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিয়েনার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন। বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা আন্তোন ব্রুক্নের্ তাঁকে সঙ্গীতরচনা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীতে ব্রুক্নের্-এর প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। তাঁর প্রথম মুখ্যরচনা "দাস ক্লাগেন্দে লীদ"্ (বিলাপের সঙ্গীত), তিনি ২০ বছর বয়সে রচনা করেন। এক প্রতিযোগিতায় সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মস্-এর অমতের জন্য তিনি কোনও পুরস্কার পান নাই। বিফলমনোরথ হয়ে তিনি সঙ্গীত-রচনা ছেড়ে পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮০-তে ইংলন্ডের হাল শহরে তিনি সঙ্গীত পরিচালকের কাজ নিয়েছিলেন। স্বল্পকাল পরেই জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় তিনি আরও সুযোগ-সুবিধা পান।

১৮৮৮-তে তিনি গীতিনাট্যের পরিচালক হিসাবে খ্যাত হন এবং বুদাপেস্ট কনসার্ট অর্কেস্ট্রার পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৮৯-তে তাঁর রচিত সঙ্গীত "লীদের আইনেস ফাহরেনদেন গেজেলেন" (সঙ্গস অব এ ট্রাভেলার) শ্রোতৃবর্গের পছন্দ হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিচালনপ্রতিভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ব্রাহ্মস্ ও রিখার্দ স্ট্রাউস কর্তৃক প্রশংসিত হন। বুদাপেস্ত-এ দুই বছর চাকুরির পর তিনি হামবুর্গে যান এবং ছয়বছর সেখানে বাস করেন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি ভিয়েনায় রাজকীয় গীতিনাট্যশালার পরিচালক ছিলেন। শত্রুপক্ষের সমালোচনার জন্য তিনি ১৯০৭-এ ভিয়েনা ত্যাগ করে নিউ ইয়র্ক চলে যান এবং সেখানে মেট্রোপলিটান অপেরায় সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্ত হন, সেইসঙ্গে তিনি নিউ ইয়র্ক ফিল্হারমনিক অর্কেস্ট্রার পরিচালনকার্যভার নিয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯১১-এ তিনি আবার ভিয়েনায় ফিরে আসেন এবং সেই বছরই বসন্তকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুখ্যত তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এক সঙ্গীতপরিচালক। তাঁর রচিত "ত্রিস্তান", "রেসারেকসান", "দাস লীদ্ ফন্ ডের্ এর্দে" সঙ্গীতসমূহ এখনও শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত করে।

মাহ্লের-এর মুখ্যরচনা :

যন্ত্রসঙ্গীত–৮টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৩টি; গীত–১৯টি।

ক্লদ দেবুসী

(Claude Debussy)

১৮৬২–১৯১৮

১৮৬২-এর ২২ অগাস্ট, সঁ জেরমে-অঁ-লে শহরে এক অতি দরিদ্র পরিবারে দেবুসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রায় বেকার ছিলেন, সেইজন্য অর্থাভাবে ক্লদ-এর বাল্য-শিক্ষা হয়নি বলা চলে। মার কাছে তিনি যৎসামান্য শিক্ষালাভ করেন, সেইজন্য পরিণত বয়সেও তাঁর রচনার মধ্যে অজস্র বানান ভুল দেখা যেত।

সাতবছর বয়সে তিনি একবার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কান্ শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে তাঁর মন অভিভূত হয়েছিল। কান্ পরিদর্শনের অব্যবহিতকাল পর থেকেই তাঁর সুপ্ত কাব্যিক মনের মধ্যে সঙ্গীতশিক্ষার প্রবল আগ্রহ হল এবং তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে পিয়ানো বাজানো আরম্ভ করলেন। ১৮৭৩-এ তিনি পারী-এর সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সুদীর্ঘ ১১ বছর ধরে সেখানে তালিম নেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু প্রচলিত সুরের আঙ্গিক বদল করতেন, সেইজন্য এক বয়স্ক শিক্ষক তাঁর ওপর প্রচণ্ড রুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারলাভ করেন। অধ্যাপক দুরাঁ-এর অধীনে শিক্ষার সময় (১৮৭৬-৮০) তিনি তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৮০-তে তিনি প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বীজে-এর বন্ধু এরনেস্ত গীরো-এর কাছে তালিম নিতে আরম্ভ করেন। মাত্র কয়েকদিন শিক্ষাদানের পর গীরো মন্তব্য করেন যে,"তুমি শিক্ষা সমাপ্ত করে শীঘ্র তোমার নিজস্ব রচনা শুরু করো, তাহলে 'প্রী দ্য রোম' পুরস্কারলাভ তোমার পক্ষে খুব সহজলভ্য হবে।

দেবুসী সেই আদেশ অমান্য করেননি, তবে একদিন যখন তিনি আত্মস্থ হয়ে নিজের মনের মতো পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন তখন তিনি কয়েকজন ছাত্রকে বলেছিলেন যে, "আমার বাজনা যদি তোমাদের মনোজ্ঞ না হয় তাহলে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে অভিযোগ করে বোলো যে, আমি তোমাদের শ্রুতি নষ্ট করে দিয়েছি।"

শিক্ষা সমাপনের পর তিনি মাদাম নাদেঝদা ফন্ মেক্-নামক এক ধনবতী মহিলার অধীনে সঙ্গীতজ্ঞের চাকুরি গ্রহণ করে সুইজারল্যান্ড ও ইতালি পরিভ্রমণ করেন। উক্ত মহিলা বিখ্যাত রুশ সঙ্গীতকার চেইকোভস্কি-কে অর্থ সাহায্য করতেন। মাদাম নাদেঝদা দেবুসী-রচিত সঙ্গীত "দাঁসে বোহ্মিয়েন" চেইকোভস্কি-কে দিয়েছিলেন। তিনি সেটি বাজিয়ে বলেছিলেন যে, "রচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও সুমধুর।" তিন বছর পরে তিনি মাদামের সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপ ও রুশদেশে যান। তিনি মাদামের

ষোড়শী কন্যার প্রেমে বিভোর হয়েছিলেন, কিন্তু অভিজাত মাদাম অজ্ঞাতকুলশীল দেবুসীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন নাই।

মনঃক্ষুণ্ণ দেবুসী আবার পারী-এর সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ফিরে যান। সেইসময় তাঁর সঙ্গে ফরাসি মহিলা কবি মাদাম ভাস্‌নিয়ে-এর পরিচয় হয়। তিনি দেবুসীকে ফরাসি কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করান। যার ফলশ্রুতি তাঁর বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত "লে'ফাঁৎ প্রোদিগ"। উক্ত রচনাটির জন্য তিনি "প্রী দ্য রোম" পুরস্কারলাভ করেন এবং তিনবছর রোম-এর ভিলা মেদেচীতে বসবাস করেন।

আবার তিনি পারীতে ফিরে আসেন এবং পরবর্তী পাঁচবছর প্রচণ্ড অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন কাটান। সেইসময় পারীতে ভাগ্‌নের্‌-এর সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে তিনি দুবার জার্মানির বাইরয়েথ্ শহরে গিয়ে ভাগ্‌নের্‌-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। ১৮৮৭-তে তিনি ভিয়েনা যান এবং ব্রাহ্মস্‌-এর সঙ্গে দেখা করেন। ওঁরা দুজনে একদিন বেথোফেন্ এবং স্যুবের্ট-এর কবরে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্ঘ্য দিয়েছিলেন।

১৮৯৯-এ তিনি রোসালী টেক্সিয়ে নামক এক পরমাসুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই রমণী অত্যন্ত সঙ্গীতবিরোধী ছিলেন। সমকালে তিনি পিয়ানোর উপযোগী "আরাবেস্ক", "পেতী স্যুট" ও "ফান্তাসী" নামক সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন।

মালার্মে-এর কবিতাভিত্তিক তাঁর রচনা "প্রেলুড্ আ লাপ্রে-মিডি দ'উ ফাউনে" খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯০২-এ রচিত গীতি-নৃত্যনাট্য "পেলাস এত্ মেলিসাঁদে"-এর খ্যাতির জন্য তিনি লেজিয়ঁ দ্য'নর পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি বিবাহিত জীবনে এমা বার্দাক-নাম্নী এক বিবাহিতা রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে হঠাৎ পারী থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। এদিকে পত্নী রোসালী আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করে বিফল হন। অঁরি বাতেই-নামক এক নাট্যকার দেবুসী-এর উক্ত কেলেঙ্কারির উপর ভিত্তি করে "লা ফেমে ন্যু" (দ্য নেকেড উম্যান)-নামক একটি ব্যঙ্গনাটিকা রচনা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি য়ুরোপের প্রায় সমস্ত শহর পরিক্রমা করেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হন এবং উক্ত দুরারোগ্য রোগের ফলেই ১৯১৮-এর ২৫ মার্চ পারী শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবুসী-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য—১টি; যন্ত্রসঙ্গীত—১১টি; পিয়ানো সঙ্গীত—৩৯টি; ঘরোয়া সঙ্গীত—৫টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত—৪টি; গীত—১০টি।

ফ্রেডেরিক ডেলিয়ুস
(Frederik Delius)
১৮৬২—১৯৩৪

ডেলিয়ুস ১৮৬২-এ ইংলন্ডের ব্র্যাডফোর্ড-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতার আদি নিবাস ছিল জার্মানিতে। পিতা ছিলেন এক পশম ব্যবসায়ী এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল ফ্রেডেরিককে ব্যবসায়ী করবার। কিন্তু তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি শুনে-শুনে পিয়ানো ও বেহালা বাজানো শিক্ষা করেন এবং একান্তে বসে একটু-আধটু সঙ্গীত রচনার প্রচেষ্টাও করতেন। ১৯ বছর বয়সে পিতা তাঁকে পশমের ব্যাবসা শেখবার জন্য জার্মানি পাঠান, কিন্তু তাঁর পৈতৃক ব্যবসায়ে আদৌ মন ছিল না। একবার ভাগ্নের্-রচিত "মাইস্তের সিঙ্গের" শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি এক সঙ্গীতরচয়িতা হবেনই। বাবা কোনো কিছুতেই তাঁর ইচ্ছায় সায় দিলেন না এবং তাঁকে সুদূর মার্কিন দেশের ফ্লোরিডাতে একটি কমলালেবু বাগিচায় তদারকি করবার জন্য পাঠালেন। তিনি ফ্লোরিডা-এর সালানো শহরে বসবাস আরম্ভ করলেন।

সেখানে থাকাকালীন জ্যাকসন ভিল্-এর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ টমাস ওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। ওয়ার্ড সাহেব ফ্রেডেরিককে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। শেষে পিতা অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে লেইপৎজিগে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য যাবার অনুমতি দিলেন।

লেইপৎজিগে বিখ্যাত নরওয়েজীয় সঙ্গীতজ্ঞ গ্রীগ তাঁর রচিত সঙ্গীতালেখ্য "ফ্লোরিডা" শুনে মুগ্ধ হন এবং ফ্রেডেরিকের পিতাকে আশ্বস্ত করেন।

ফ্রেডেরিক অতঃপর পারীতে যান এবং সেখানে স্ট্রিন্ডবের্গ, গগ্যাঁ ও ইয়েল্কা রোজেন নাম্নী কলাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর খুব সখ্যতা হয়। তিনি ইয়েল্কাকে বিবাহ করেন এবং পারী-এর সন্নিকটস্থ, গ্রেজ-স্যুর-লোয়িং নামক স্থানে সংসার পাতেন। একাদিক্রমে ১৫ বছর তিনি সেখানে ছিলেন এবং অবিরাম সঙ্গীত রচনা করেন ১৮৯২-এ বেহালা ও পিয়ানোর উপযোগী তাঁর বিখ্যাত রচনা "লেজেঁদ" প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনা শুনে রিখার্দ স্ট্রাউস প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেছিলেন যে, "আমি ভাবতেই পারি না যে এরকম সঙ্গীত আমি ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারে!" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন।

১৯৩৪-এ গ্রেজ-স্যুর-লোয়িং-এ তাঁর দেহান্ত হয়।

তিনি ১০টি সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত ও বহু কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ১৯২৯-এ তাঁকে ইংলন্ডে সম্মানসূচক সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন।

ডেলিয়ুস-এর মুখ্যরচনা ঃ

যন্ত্রসঙ্গীত–১০টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–১টি; গীত–৫টি।

পিয়েত্রো মাস্কানি

(Pietro Mascagni)

১৮৬৩–১৯৪৫

মাস্কানি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইতালির লেগহর্ন দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। পিতা সামান্য এক রুটি তৈয়ারির কারখানার কাজ করতেন। ছোটোবেলা থেকেই মাস্কানি-এর সঙ্গীতশিক্ষার ওপর প্রবল আগ্রহ ছিল কিন্তু পিতা সঙ্গীতশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর এক খুল্লতাত তাঁকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেই খুল্লতাতের প্রচেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি "কীরি" নামক একটি সিম্ফনি রচনা করেন। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থসাহায্য করে তাঁকে মিলান-এর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কিন্তু অল্পদিন শিক্ষালাভ করেই তিনি সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এক ভ্রাম্যমাণ ফরাসি গীতিনাট্যের দলে যোগদান করেন এবং বহুবছর ধরে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ান। অতঃপর তিনি বিবাহ ক'রে ফোজিয়ার নিকটস্থ সেরিনোলা নামক এক শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং সেখানে তিনি পিয়ানোবাদন শিক্ষা দিতেন এবং পৌরসভার সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

১৮৯০-এ তিনি তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "কাভেলেরিয়া রুস্তিকানা" রচনা করে রাতারাতি সমগ্র ইতালিতে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। সেই ঘটনার পর ইতালির সম্রাট তাঁকে পুরস্কৃত ক[illegible]র রচিত আরও ১৫টি গীতিনাট্যের মধ্যে "ল্যামিকো ফ্রিৎস্" এবং "ঈরীস" বহুল প্রচলিত।

সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল এবং তিনি য়ুরোপের বহুস্থানে ও মার্কিন দেশে সঙ্গীতপরিচালনা করেছিলেন।

১৯৪৫-এ রোম নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাস্কানি-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য সঙ্গীত–১৬টি ; নৃত্যনাট্য–৪টি।

রিখার্দ স্ট্রাউস
(Richard Strauss)
১৮৬৪–১৯৪৯

১৮৬৪-এর ১১ জুন রিখার্দ স্ট্রাউস ম্যুনিখের এক সঙ্গীতজ্ঞের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ম্যুনিখ রাজকীয় সঙ্গীতের সংস্থায় তুরী বাজাতেন। পিতা সঙ্গীতের বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল মতবাদ পোষণ করতেন, তাই তিনি রিখার্দকে কোনো সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি করেন নি এবং তাঁকে ব্রাহ্মস্-এর সঙ্গীতশৈলীশিক্ষায় উৎসাহিত করতেন। পিতা ভাগ্‌নের্ এবং লিজ্‌ৎ-এর প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ ছিলেন। ৬ বছর বয়সে রিখার্দ একটি পোল্‌কা ও একটি বড়োদিনের উপযোগী সঙ্গীত রচনা করেন। দশ বছর বয়সে তিনি আরও কয়েকটি শ্রুতিমধুর সঙ্গীত রচনা করেন, যার মধ্যে "ফেস্টিভ্যাল মার্চ" ও বায়ুযন্ত্রের উপযোগী "সেরেনাদে" প্রকাশিত হয়েছিল। সতেরো বছর বয়ঃপূর্তির আগে তাঁর রচিত "ডি-মাইনর সিম্ফনি" শুনে স্বয়ং ব্রাহ্মস্ তাঁকে প্রশংসা করেন। তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলো খুব উচ্চমানের ও আবেগপূর্ণ। উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠকালে তাঁর রচিত একটি সিম্ফনি ম্যুনিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫-তে ফন্ ব্যুলোভ ম্যুনিখে স্বরচিত একটি সেরেনাদ রিখার্দ-এর দ্বারা পরিচালিত করেন। সেই দিনই সকলে বুঝেছিল যে, রিখার্দ সঙ্গীতপরিচালনাতেও অত্যন্ত কুশলী। বিখ্যাত বেহালাবাদক আলেকজান্দের রিত্তের-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে রিখার্দ-এর মনে বেরলিওজ, লিজ্‌ৎ ও ভাগ্‌নের্-এর প্রতি বিরূপতা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং রিখার্দ তাঁদের সঙ্গীত নিয়েও অনুশীলন আরম্ভ করেন। ১৯০৩ পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত সিম্ফনি রচনা করেন। ১৮৯৪-এ তিনি "গুনত্রাম" এবং ১৯০১-এ "ফয়েরস্‌নোট" নামক গীতিনাট্য দুটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও কয়েকটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন যার মধ্যে "আরিআদ্‌নে আউফ্ নাক্সোস" অতি জনপ্রিয়। য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনাখ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। বহুদিন তিনি বের্লিন রাজ্য অপেরা এবং ভিয়েনা রাজ্য অপেরার পরিচালক ছিলেন। ১৯৩৩-এ তাঁকে জার্মান রাজ্যসঙ্গীতসভার সভাপতি পদাভিষিক্ত করা হয়। নাৎসীদের সঙ্গে তাঁর খুব মতান্তর হয়েছিল। তাঁর "সালোমে উন্ট্ এলেকট্রা", "রোজেন কাভালিয়ের", "আলসো স্প্রাখ্ জরথুস্ত্রা", "অয়লেনস্পীগেল" ও "মেটামরফোসেন" প্রভৃতি রচনা এখনও প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯-এর ৮ সেপ্টেম্বর বাভেরিয়ার গার্মিস-পারতেনকিরখেন শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

রিখার্ড স্ট্রাউসের মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৪টি; যন্ত্রসঙ্গীত–১৩টি; কোরাস–১টি; গীত–১৫টি।

ইয়েন সিবেলিউস

(Jean Sibelius)

১৮৬৫–১৯৫৭

১৮৬৫-এর ৮ ডিসেম্বর ফিনল্যান্ডের তাভাসতেহুস শহরে সিবেলিউস-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন এবং মাও ছিলেন এক চিকিৎসক কুলোদ্ভবা। পিতা তাঁকে ওকালতি পড়বার আদেশ দেন, কিন্তু পড়াশোনা করা সত্ত্বেও ওকালতির স্পৃহা তাঁর একেবারেই ছিল না। তিনি প্রায় নিজের চেষ্টাতেই বেহালা বাজাতে শেখেন। তাঁর সর্বপ্রথম রচনা একটি অন্তরা, নাম "ওয়াটার ড্রপস্"। তিনি ওকালতির পাঠ সমাপ্ত হবার আগেই ছেড়ে দেন এবং সঙ্গীতশিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রথমে তিনি হেলসিঙ্কি, বের্লিন ও ভিয়েনাতে সঙ্গীতের পাঠ নেন। ১৮৮৮-তে তাঁর প্রথম বেহালা সোনাটা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেটার মধ্যে গ্রীগ্-এর প্রভাব ছিল অতি সুস্পষ্ট।

১৮৯২-এ তাঁর বিখ্যাত সিম্ফনি "কুল্লেরভো" প্রকাশিত হয়। পরবর্তী রচনা "এ সাগা" (১৮৯২) তাঁকে সারা য়ুরোপে খ্যাতিমান করে। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "ফিনল্যান্ডিয়া" সিম্ফনি রচনার জন্য তিনি মোটা সরকারি বৃত্তিলাভ করেন। তিনি সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়া, হল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়ম এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ করে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন। সঙ্গীতপ্রতিভার জন্য মার্কিন দেশের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়েছিলেন। তিনি না থাকলে ফিন্ল্যান্ডের নিজস্ব সঙ্গীতের ধারা পৃথিবীতে অপরিচিত থেকে যেত। হ্রদবহুল সুরম্য ফিন্ল্যান্ডের নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁর বহু রচনার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

১৯৫৭-এ তিনি পরলোকগমন করেন।

সিবেলিউস-এর মুখ্যরচনা ঃ

যন্ত্রসঙ্গীত ঃ সিম্ফনি–৭টি, ছোটো সিম্ফনি–৫টি; সুইট্–১৪টি; বেহালার উপযোগী কন্‌চের্তো–২টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–২টি; প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত–৭টি; গীত–৮টি।

ওসকার স্ট্রাউস
(Oscar Straus)
১৮৭০–১৯৫৩

ওসকার স্ট্রাউস বিখ্যাত যোহান স্ট্রাউসের কুলোদ্ভব নন কিন্তু তিনিও নিজগুণে খ্যাত এক সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গীতাবলী যোহান স্ট্রাউসদের সঙ্গীতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ১৮৭০-এ তিনি ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। বের্লিন-এর মাক্স ব্রুখ্-এর কাছে তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কাউন্ট ফন্ ভোলৎসোগেন-নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির "উবেরব্রেত্তল্" নামধেয় নৃত্যসঙ্গীতগোষ্ঠীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৫০টি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে ছোটো গীতিনাট্য "এ ভালৎস ড্রীম", "দ্য চকোলেট সোলজার" এবং "দ্য লাস্ট ভালৎস" সুপরিচিত। ফরাসি সবাকচিত্র "লা. রঁদে-এর" মূলসঙ্গীত "লাভস্ রাউন্ড অ্যাবাউট" রচনা করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন।

১৯২৭-এ তিনি পারীবাসী হন এবং ১৯৩০-এ মার্কিন মুলুকে চলে যান। ১৯৩৯-এ পুনরায় ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ফান্স-এর নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার মার্কিনদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লন্ডনের এম্‌প্রেস হল এবং রয়েল অ্যালবার্ট হলে বহুবার সঙ্গীতপরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রচিত "দ্য থ্রি ভালৎসেস" ও "টেরেসিনা" এখনও জনপ্রিয়।

১৯৫৩-এ অস্ট্রিয়ার বাদ ঈসল্ শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওসকার স্ট্রাউসের মুখ্যরচনা :
ছোটো নৃত্যনাট্য–৫টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি।

ফ্রান্ৎস লেহার
(Franz Lehar)
১৮৭০–১৯৪৮

ফ্রান্ৎস লেহার ১৮৭০-এ হাঙ্গেরির কোমরোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনীর এক বাদকদলের দলপতি। সুতরাং শৈশব থেকেই লেহারের মনে তালপ্রধান সঙ্গীতের প্রভাব পড়েছিল। কোমরোন-এ বাসকালে তিনি বাবার বাজনা নিত্য শুনতে পারতেন এবং সেই থেকে তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ হবার প্রবল বাসনা হয়। ইস্কুলের পাঠ্য তাঁর একদম ভালো লাগত না। অগত্যা তাঁর বাবা তাঁকে প্রাগে পাঠালেন দ্ভোরাকের কাছে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য। দ্ভোরাকের কাছে শিক্ষাকালে একদিন লেহার খুব সাহস করে স্বরচিত দুটি সোনাটার স্বরলিপি দ্ভোরাককে দেখতে দিয়েছিলেন। রচনা দুটোয় চোখ বুলিয়ে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "বেহালা বাদন ছেড়ে তুমি সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করো, তোমার ভালো হবে।"

তাঁর প্রথম চাকুরি হয়েছিল বারমেন এবারফেল্ড শহরের এক নাট্যশালায়, সেখানে তিনি বেহালা বাজাতেন। অতঃপর হাঙ্গেরির লোসোনোজ শহরের সৈনিক বাদক দলে তিনি চাকুরি গ্রহণ করেন। সেইসময় তিনি অনেক হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীত ফৌজি কুচকাওয়াজের উপযোগী করে তোলেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি ভাল্ৎস, পোলকা ও রণসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। তিনি অতঃপর পোলা, ত্রিয়েস্ত এবং বুদাপেস্তের সৈন্যছাউনীতে বদলী হয়েছিলেন। বুদাপেস্ত শহরেই তাঁর রচিত গীতিনাট্য "কুকুস্কা" প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ভিয়েনার বিখ্যাত নাট্যশালা থেয়াতর্ আন্ ডের ভীন-এর সঙ্গীতপরিচালকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সেখানে তাঁর রচিত ছোটো গীতিনাট্য "ডের রাস্তেলবিন্দের" ও "ভীনের ফ্রাউয়েন" অভিনীত হয়। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিনাট্যের নাম "দ্য মেরী উইডো" (ডী লুসতিগে ভিত্‌ভে)।" গীতিনাট্যটি তিন অঙ্কে বিভক্ত। নাট্যের কাহিনীটি ভিক্টর লেওন-কর্তৃক লিখিত "দ্য আতাসে"-এর উপর আধারিত।

১৯০৫-এ লিও স্টাইন ওটিকে গীতিনাট্যের উপযোগী করে পুনরায় লেখেন এবং লেহারের সুরের স্পর্শে সেটি আজ 'সর্বজন সুখায় চ' । নাট্যটির সঙ্গীতরচনার প্রাথমিক অবস্থায় লেহার ভাল্‌নের ও কারজান নামক প্রযোজকদের চরম বিরোধিতার

সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯০৫-এর ১০ ডিসেম্বর গীতিনাট্যটি প্রথম জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতিলাভ করে ; লন্ডনে ৭৭৮ বার ও নিউ ইয়র্কে ২৪২ বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বুয়েনস এয়ারেস নগরে একই সঙ্গে পাঁচটি রঙ্গশালায় পাঁচটি ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাট্যটি বহুবার সবাকচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি চিত্রায়নে নায়িকা ছিলেন জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড ও নায়কের চরিত্রে ছিলেন মরিস সেভালিয়ে। নরওয়ের ওসলো শহরে নাট্যটির অভিনয়ের সময় বিখ্যাত নরওয়েজীয় সঙ্গীতজ্ঞ গ্রীগ্ সখেদে বলেছিলেন যে, "আমি বহু সঙ্গীত রচনা করেছি কিন্তু লেহার-এর মেরী উইডো-এর মতো আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে কখনও পারিনি।"

লেহারের সমস্ত গীতিনাট্যই প্রাণোচ্ছল ও কৌতুকরসে ভরপূর। যে একবার তাঁর রচনা শোনে আর জীবনে সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারে না।

১৯৪৮-এ অস্ট্রিয়ার বাদ্ ঈসল্ শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

লেহার-পর মুখ্যরচনা ঃ

ছোটো নৃত্যনাট্য–১১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৩টি।

র‍্যালফ্ ভঘ্যান উইলিয়মস্
(Ralph Vaughan Williams)
১৮৭২–?

১৮৭২-এর ১২ অক্টোবর র‍্যালফ্ ইংলন্ডের গ্লস্টারশায়ার-এ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন পাদ্রী ও মাতা এক ধনীর কন্যা। তিনি তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষা পান মিস্ ওয়েজগুড্ নাম্নী মাসীর কাছে। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই বেথোফেন, হ্যান্ডেল এবং মোৎসার্টের সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। রোটিংডেন বিদ্যালয়ে পাঠের সময় তিনি কিছুদিন পিয়ানো শিখেছিলেন কিন্তু যন্ত্রটি তাঁর একেবারে মনঃপূত ছিল না। চার্টারহাউস বিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি সেখানকার বাজনার দলে বেহালা ও ভায়োলা বাজাতেন। ১৮৯০-এ তাঁকে লন্ডনে পাঠানো হয় সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এবং তিনি সেখানে রাজকীয় সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কেমব্রিজ-এর ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি অ্যালান গ্রে-নামক শিক্ষকের কাছে অর্গ্যানবাদন শিক্ষা করেন এবং চার্লস উড্-এর কাছে সঙ্গীতরচনা শিক্ষা করেন। স্নাতক (১৮৯৫) ডিগ্রীলাভের পর তিনি ল্যামবেথ-এর সেন্ট বারনাবাস গীর্জায় অর্গ্যান বাদকের চাকুরি নেন। ১৮৯৬-এ তিনি রিখার্দ ভাগ্নের্ -এর বাসস্থান বাইরয়েথ-এ গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভাগ্নের্-এর সঙ্গীত শোনবার সুযোগ পান। ১৮৯৭-এ তিনি অর্গ্যান বাদনের কাজে ইস্তফা দেন এবং বের্লিন-এ গিয়ে কয়েকমাস বের্লিন সঙ্গীতকলা আকাদেমিতে মাক্স ব্রুখ্-এর কাছে শিক্ষা নেন। তাঁর প্রাথমিক রচনার মধ্যে "সাইলেন্ট নুন", "লিন্ডেন লিয়া" এবং "সংগস্ অব্ ট্রাভেল" উল্লেখযোগ্য। ১৯০১-এ তিনি ডক্টর অব মুাজিক ডিগ্রীলাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজবাহিনীর গোলন্দাজ দলে যোগদান করে ফরাসি রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। যুদ্ধোত্তরকালে তিনি লন্ডনের রাজকীয় সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯২২-এ তিনি গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। "পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস" (১৯৫২) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আবার যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তিনি বহু বিখ্যাত ইংরাজী সবাকচিত্রের সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। অক্সফোর্ড, ব্রিস্টল, ডাবলিন, লিভারপুল, লন্ডন এবং ওয়েলশ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়েছিলেন। ১৯৩৮-এ তাঁকে শেক্সপীয়র পুরস্কার দেওয়া

হয়। তিনি ৮টি সিম্ফনি, দুটি কণ্ঠঐকতান, ৩টি সঙ্গীতবহুল নাটক, ৩টি কবিতার সুরসংযোজন ও ৪টি সবাকচিত্রের সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

ভখ্যান-উইলিয়মস্-এর মুখ্যরচনা ঃ

যন্ত্রসঙ্গীত—১৬টি (৯টি সিম্ফনি সহ); সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত—৩টি; নাটক সঙ্গীত—৩টি; গীত—৩টি ; চলচ্চিত্র সঙ্গীত—৪টি।

মাক্স রেগের
(Max Reger)
১৮৭৩–১৯১৬

১৮৭৩-এ বাভেরিয়ার ব্রান্দ শহরে মাক্স-এর জন্ম হয়েছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর শিক্ষায়তনের এক অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই অনুষ্ঠানের পরেই তাঁকে ব্রান্দ-এর ক্যাথলিক গীর্জায় অর্গ্যানবাদকের পদে নিযুক্ত করা হয়। আমবের্গ বিদ্যালয় থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি সঙ্গীত শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেন। হুগো রিমান নামক বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষক তাঁর সঙ্গীতকুশলতা দেখে তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আগ্রহী হন। তিনি ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের দুরূহ ব্যাকরণ ও অন্যান্য গুঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করেন।

১৮৯৬-এ বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীর কার্যকালে তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেন। ১৯০১-এ তিনি মিউনিখ শহরে যান এবং একাধারে সঙ্গীতরচয়িতা, পিয়ানোবাদক ও অর্গ্যানবাদকের কার্যে লিপ্ত হন। সেইসময় তিনি তরুণ ছাত্রদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি সাময়িক পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন। রোগারোগ্যের পর (১৯০৭) তিনি লেইপৎজিগ-এর সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু ঐ কাজ করেছিলেন।

তিনি বহু ঘরোয়া সঙ্গীত, সিম্ফনি, কন্‌চের্তো, এবং সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। "হিল্লের ভ্যারিয়েশানস" রচনার জন্য তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ১৯১১-এ তিনি মাইনিঙ্গেন-এ সঙ্গীতপরিচালক পদ লাভ করেন।

মাত্র ৪৩ বছরের জীবনকালে তিনি ১৪৭টি সংঙ্গীতালেখ্য রচনা করেছিলেন।

১৯১৬-এ লেইপৎজিগে তাঁর মৃত্যু হয়।

রেগের-এর মুখ্যরচনা :

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৬টি; গীত–৪টি; অর্গ্যানসঙ্গীত–৩টি

সেরগেই রাখ্‌মানিনোভ
(Sergei Rachmaninov)
১৮৭৩–১৯৪৩

১৮৭৩-এ রাশিয়ার নোভোগোরোড-এর নিকটবর্তী ওনেগ-নামক স্থানে রাখ্‌মানিনোভ-এর জন্ম হয়। ৯ বছর বয়সে সেন্ট পিটার্সবুর্গের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর তিনি মস্কো শহরে তানিয়েভ, সিলোতি আরেন্‌স্কি-এর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন।

সেইসময় তাঁর সঙ্গে চেইকোভস্কি'র পরিচয় হয়। তাঁর রচিত প্রথম গীতি-নাট্যের নাম "আলেকো"। ১৮৯৯-এ তিনি আমন্ত্রিত হয়ে লন্ডনে যান এবং স্বরচিত ১নং পিয়ানো কন্‌চের্তোর একটি অনুষ্ঠান করেন। লন্ডনের অনুষ্ঠানে অসফল হওয়ায় তাঁর মানসিক অবসাদ আসে এবং তিনি গৃহবদ্ধ হয়ে তাঁর "২নং কন্‌চের্তো" রচনা করেন। ১৯০৯-এ তিনি "৩নং কন্‌চের্তো" রচনা করেন এবং কিছুদিন জার্মানির ড্রেসডেন শহরবাসী হন। সেইসময় তিনি চিত্রকলাশিল্পী আরনল্ড বোকলিন-এর একটি চিত্রের ভিত্তিতে "দ্য আইল অব্ ডেথ" নামক সিম্ফনি রচনা করেন। পাজানিনি-এর একটি সঙ্গীতের ভিত্তিতে তিনি তাঁর বিখ্যাত "র‍্যাপ্‌সোডি" রচনা করেছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত তিনি আবার রুশদেশে বসবাস করেন কিন্তু বলশেভিক্ বিদ্রোহের সময় চিরতরে দেশান্তরী হয়ে যান। তিনি মার্কিন দেশে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৯৩১-এ নূতন রুশ সরকারের আদেশে রুশ দেশে তাঁর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি তিনটি সিম্ফনি, ৪টি পিয়ানো কন্‌চের্তো এবং ২৫টি প্রেলিউড রচনা করেন। এছাড়া তিনি বহু একক কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

১৯৪৩-এ ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর দেহাবসান হয়।

রাখমানিনোভ-এর মুখ্যরচনা ঃ

সিম্ফনি–৬টি ; পিয়ানো কনচের্তো–৪টি ; পিয়ানো সঙ্গীত–২০টি ; গীত– ১০টি।

আরনল্ড স্যোন্‌বের্গ
(Arnold Schoenberg)
১৮৭৪—১৯৫১

১৮৭৪-এ ভিয়েনায় স্যোন্‌বের্গ-এর জন্ম হয়। তিনি প্রথম জীবনে কেরানির চাকুরি করতেন এবং সেইসঙ্গে সঙ্গীতরচনা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম রচনা শুনে বিখ্যাত অর্গ্যানবাদক যোসেফ লাবোর বলেছিলেন যে, "তোমাকে সঙ্গীতজ্ঞ হতেই হবে।" তিনি আমাদের সাধক রামপ্রসাদের মতো অফিসের খাতায় হিসাবের পরিবর্তে বেথোফেন্-এর নাম লেখার জন্য চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। অতঃপর তিনি কায়মনোবাক্যে সঙ্গীতরচনায় রত হন। তিনি কিছুদিন আলেকজান্দের ফন্ জেম্‌লিনস্কি-এর কাছে সঙ্গীতরচনার তালিম নেন। ১৮৯৯-এ তাঁর ছয়জন বাদকের উপযোগী রচনা "ভেরক্লেরতে নাখট্" (রেসপ্লেনডেন্ট নাইট) প্রকাশিত হয়। পরের বছর তিনি "গুররেলীদের" রচনা করেন। তিনি "পেলিয়াস এত্ মেলিসাঁদে" রচনায় নিজস্ব এক নূতন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন, সেটি ১৯০৬-এ রচিত তাঁর "চেম্বার সিম্ফনি"-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বরবিস্তারের এক নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন যার নামকরণ হয় "তোনরাইহেন"। ১৯২৪-এ তিনি বুসোনি-এর স্থানে বের্লিন সঙ্গীত মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হন। হিটলার-এর ইহুদি-নির্যাতনের ফলে তিনি ১৯৩৩-এ মার্কিন দেশে চলে যান এবং বস্টন, নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়াতে বাস করেন। আধুনিক উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয় বলে গণ্য হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে আছে, "এর ভার্তুঙ্গ", "কাম্মের সিম্ফনি", "পিয়েরো লুনেয়ার", "৩নং কোয়াট্রেট্" ইত্যাদি।

১৯৫১-এ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলস্ শহরে তার মৃত্যু হয়।

স্যোন্‌বের্গ-এর মুখ্যরচনা :

যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত—৮টি।

মরিশ রাভেল
(Maurice Ravel)
১৮৭৫–১৯৩৭

১৮৭৫-এর ফ্রান্সের বাসেপীরেনিস জেলার সিবুর-নামক স্থানে রাভেল-এর জন্ম হয়। বারো বছর বয়সে তিনি পারী শহরে যান এবং স্পেনীয় শৈলীতে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তাঁর জন্মস্থান সিবুর শহরের কথ্যভাষা ছিল স্পেনীয় তাই তিনি স্পেনীয় ভাষা ও সঙ্গীত উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। পিয়ানো বাদনের প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি সুরসমন্বয় ও সঙ্গীতরচনা শিক্ষার জন্য পারী-এর সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন (১৮৯৯)। তোদালজ্-এর মতে রাভেল খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং সদাই নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়াসে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর উপর শাব্রিয়ে ও স্যতি-এর প্রভাব খুব পরিলক্ষিত হত।

"মেনুয়ে আঁতিক" ও "সিতি অরিকুলেয়ার" (১৮৯৫) রচনাদুটির মধ্যে তাঁর স্বকীয় ভাবধারা বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কোনো অজ্ঞাতকারণে তিনি পর পর চারবার "প্রী দ্য রোম" পুরস্কার বিজয়ে অসফল হয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা য়ুরোপে প্রায় সর্বজনবিদিত। সেইসময় তাঁর রচনা "জ্য দ্য' অ", "পাভালে ফর এ ডেড্ ইন্‌ফ্যান্ট" এবং "শেহেরাজাদে" খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাভেলকে "প্রী দ্য রোম" পুরস্কার না দেবার চক্রান্তের অভিযোগে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক দুবোয়া-কে চাকুরিতে ইস্তফা দিতে হয়।

তাঁর রচিত ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত "ইস্তোরী নাতুরেল্লে" প্রকাশিত হবার পর পারী-এর সঙ্গীতরসিক মহল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। লালো-নামক এক সঙ্গীতসমালোচক প্রকাশ্যে বলতে থাকেন যে রাভেল এক নকলবাজ, সে উক্ত সঙ্গীতের ভাবধারাটি দেবুসী-এর সঙ্গীত থেকে চুরি করেছে। শত বদনাম রটানো সত্ত্বেও রাভেল তাঁর রচনা "রাপসোদী এস্পানোল" (১৯০৭) এবং "গ্যাসপার্দ দ্য ল্য নুই" (১৯০৮) দুটি দিয়ে প্রমাণ করেন যে তাঁর মধ্যেও যথেষ্ট সঙ্গীতপ্রতিভা বিদ্যমান।

১৯১০-এ তাঁর হাসির গীতিনাট্য "ওপেরা-কমিক" এবং "ল্য উরে এস্পানোলে" পারীতে অভিনীত হয় এবং সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, রাভেল সত্যই ফরাসি দেশের এক সম্ভাবনাপূর্ণ সঙ্গীতপ্রতিভা। ১৯১২-এ তাঁর মূক নৃত্যনাট্য "দাফ্‌নিস এত ক্লো" দিয়াঘিলেভ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সকলে স্বীকার করেছিলেন যে, রাভেল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসি সঙ্গীতজ্ঞ।

প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরির পর তিনি একপ্রকার স্নায়বিক রোগাক্রান্ত হন এবং সঙ্গীতরচনা প্রায় পরিত্যাগ করেন। তারপর মঁফোর্ত লং'আমাউরে-নামক এক মনোরম গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর অন্তিম রচনাবলীর মধ্যে "লা ভালসে্" এবং "বোলেরো" আজও জগদ্‌বিখ্যাত।

রাভেল সদাই বলতেন যে, তিনি শাব্রিয়ে, এরিক স্যাতি ও গুনো-এর "মিরেইয়ে" দ্বারা অনুপ্রাণিত। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, তাঁর উপর দেবুসী-এরও প্রভাব ছিল অতি প্রবল। তিনি ১৯৩৭-এ পারীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর "হাইড্রোকেফালস" রোগ হয়েছিল।

রাভেল-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–১টি; মূকনৃত্যনাট্য–২টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১১টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৫টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১৫টি; গীত–৩টি।

ফ্রিৎস্ ক্রেইস্লের
(Fritz Kreisler)
১৮৭৫–১৯৬২

১৮৭৫-এ ভিয়েনা শহরে বিখ্যাত বেহালাবাদক ও সঙ্গীতরচয়িতা ক্রেইস্লের-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ভিয়েনার এক নামকরা চিকিৎসক। পিতার কাছেই ফ্রিৎস্-এর প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁকে ভিয়েনার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে ৩ বছর শিক্ষালাভের পর তিনি পারীতে মাসার্ট ও দেলিবেস-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। দুই বছর পারীতে কাটাবার তিনি "প্রিমিয়ের গ্রাঁদ প্রী" পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি অতঃপর আমেরিকাতে লিজ্ৎ-এর ছাত্র মরিৎস্ রোজেনথালের অধীনে বেহালাবাদক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে বাবার আদেশে তিনি কিছুদিন ডাক্তারীও পড়েছিলেন। তাঁর মন কিন্তু পড়েছিল পারীর সঙ্গীত শিক্ষালয়ে।

অস্ট্রীয় নিয়মানুসারে তাঁকে কিছুদিন বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে হয়েছিল, সেখানেও তিনি ছিলেন এক কৃতি ছাত্র।

সৈন্যবাহিনীতে থেকে ছুটি পাবার পর তিনি নির্জন এক পাহাড়ী কুটীরে বসে একাদিক্রমে ৮ সপ্তাহ ধরে বেহালাবাদন পুনরায় অভ্যাস করেন এবং ১৮৯৯-এ বের্লিন-এ এক অনুষ্ঠান করেন। তিনি আবার আমেরিকা যান এবং পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বেহালাবাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি আহত হন ও পরে যুদ্ধে আহতদের মধ্যে বেশ-কিছুদিন সেবাকার্য করেন।

যুদ্ধের পর তাঁকে কূটনীতিক-এর চাকুরি দেবার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৩-এ তিনি আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৪১-এ মোটর-দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় বেশ-কিছুদিন তিনি সঙ্গীতচর্চা করতে পারেননি।

ক্রেইস্লের মনে-প্রাণে এক ভিয়েনাবাসী ছিলেন। তাঁর হাতে যোহান স্ট্রাউস ও লান্নের-এর পুনরুজ্জীবন হয়েছিল। তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে রচিত "লীবেসলেইদ্" (প্রেমের বিষাদ), "লীবেসফ্রয়েদে" (প্রেমের হর্ষ), ও "স্যোন্ রোজমারিন" (সুন্দরী রোজমারী) লান্নের-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর রচিত "কাপ্রিস্ ভিয়েনোয়" ও "তাম্বুরিন কিনয়" বেহালায় বাজানোর

উপযোগী সঙ্গীত। ১৯৬২-এ মার্কিন দেশে তাঁর মৃত্যু হয়

ক্রেইসলের-এর মুখ্যরচনা :

বেহালা ও পিয়ানো সঙ্গীত—১০টি; বিবিধ—১০টি।

মানুয়েল দে ফাইয়া

(Manuel de Falla)

১৮৭৬—১৯৪৬

১৮৭৬-এ স্পেনের কাদিজ শহরে দে' ফাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। ১৭ বছর বয়সে গ্রীগ্ ও বেথোফেন্-এর সঙ্গীত শোনবার পর থেকে তাঁর মনে সঙ্গীতরচয়িতা হবার প্রবল বাসনা হয়। সেইসময় অধিকাংশ স্পেনীয় সঙ্গীত-রচয়িতারা "জারজুয়েলাস"-নামক লাস্যময় নৃত্যনাট্য রচনা করে জীবিকা অর্জন করতেন, ঐ সঙ্গীত অনেকটা ছোটো অপেরা বা "অপারেত্তার" মতো। ১৯০২-এ স্পেনীয় সঙ্গীতরচয়িতা ফেলিপে পেদরেল-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি পেদরেল-এর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪-এ তিনি সঙ্গীতরচনার জন্য স্পেনীয় কলা-অ্যাকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর দুই-অঙ্কের অপেরা "ভিদা ব্রেভে" (লাইফ্ ইজ শর্ট) তখন খুব জনপ্রিয়, অপেরাটি আন্দালুসীয় সঙ্গীতপদ্ধতির উপর আধারিত। পিয়ানো বাজানোর জন্য আরও একটি পুরস্কার লাভের পর তিনি মাদ্রিদ্-এ দুইবছরকাল কাটান।

১৯০৭-এ তিনি পারীতে ভ্রমণে যান এবং একনাগাড়ে সাতবছর সেখানে বাস করেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে দেবুসী, ডুকাস ও রাভেল-এর পরিচয় হন। তাঁরা সবাই দে' ফাইয়াকে ফরাসিধারার সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় করান। ১৯১৪-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

তাঁর রচিত "লাইটস্ ইন্ দ্য গার্ডেন অব স্পেন", "এল আমোর ব্রুহ" (লাভ দ্য সরসারার), "দ্য থ্রি কর্নারড হ্যাট" প্রভৃতি সবকটিই অতি জনপ্রিয় হয়। অতঃপর তিনি গ্রানাডা প্রদেশের আলহাম্‌রা-এর নিকটে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কাস্টিলীয় সংগীতের অনুপ্রবেশ হয় এবং আন্দালুসীয় পরম্পরায় রচনা তিনি প্রায় বর্জন করেন। কাস্টিলীয় পদ্ধতিতে রচিত তাঁর প্রথম অপেরার নাম "পেড্রোস পাপেট থিয়েটার", এটির মধ্যে তিনি "ডন কিহোটী" থেকে একটি সঙ্গীতবহুল দৃশ্য সংযোজিত করেছিলেন। ১৯২৮-এ তিনি "আটলান্টিডা" নামক নাটকীয় কণ্ঠসঙ্গীতমালা রচনা করেন। সেইসময় তিনি রাজনৈতিক কারণে স্পেনদেশ পরিত্যাগ করে আর্জেন্টিনায় চলে যান।

দে' ফাইয়ার সঙ্গীত অতি সাবলীল সুরেলা এবং স্পেনদেশীয় সরল জীবনধারার

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৯৪৬-এ আর্জেন্টিনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দে' ফাইয়া-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–২টি; মূকনৃত্যনাট্য–৪টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৫টি; গীত–৭টি।

বেলা বারটোক্
(Bela Bartok)
১৮৮১—১৯৪৫

১৮৮১-তে হাঙ্গেরীর নাজেন্তমিকলোস্ নামক স্থানে বেলা বারটোক্-এর জন্ম হয়। অতি অল্পবয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং মাত্র ১০ বছর বয়সে শ্রোতাসমক্ষে তিনি পিয়ানো বাজিয়েছিলেন। ১৭ বছর বয়সে তাঁর এক শুভানুধ্যায়ী এরনস্ত ফন্ দোনানী-এর পরামর্শমতো তিনি বুদাপেস্তে চারবছর সঙ্গীতশিক্ষা করেন। তিনি বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় পিয়ানোবাদক লিজ্‌ৎ-কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মস্, স্ট্রাউস ও দেবুসীর সঙ্গীতের উপরও তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। ১৯০৭-এ বুদাপেস্ত-এর সঙ্গীতবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতায় বহাল হন এবং সুদীর্ঘ ৩০ বছর সেই চাকুরি করেছিলেন।

হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীতের উপর তাঁর খুব প্রীতি ছিল এবং তিনি দেশের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বহু প্রচলিত লোকগাথা সংগ্রহ করেছিলেন। হাঙ্গেরীয় জিপ্‌সী লোকসঙ্গীত সংগ্রহের আকর্ষণে তিনি শ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, সেরবিয়া, বালগেরিয়া, তুরস্ক ও আরব দেশ পরিক্রমা করেন এবং অসংখ্য আদি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি প্রায় ৬০০০ সুর সংগ্রহ করে প্রমাণ করেন যে, হাঙ্গেরীয় জাতীয় সঙ্গীতের ধারা লিজ্‌ৎ-প্রবর্তিত সঙ্গীত থেকে ভিন্নধর্মী। উক্ত বিরাট সংকলনকার্যে তাঁর সুহৃদ হাঙ্গেরীয় সঙ্গীতজ্ঞ জোলতান্ কোদী (Zoltan Kodaly) তাঁকে প্রচুর সহায়তা করেন। ওটোগম্বোসী নামক এক সঙ্গীতবিশারদ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন তালবদ্ধ সঙ্গীতের উদ্ভাবনে বারটোকের অবদান অসীম। লোকসঙ্গীতপ্রিয়তার জন্য তিনি সিম্ফনি সঙ্গীতরচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই।

"মিক্রোকস্‌মস্" নামক সঙ্গীতসংগ্রহের মধ্যে তিনি ১৫০টি পিয়ানো সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করেন। ১৯৩৮-এ তাঁর রচনা "কনট্রাস্টস্" বেহালা, পিয়ানো ও ক্লারিনেট- সাহায্যে বাদনের জন্য লেখা, যা বিখ্যাত মার্কিন সঙ্গীত-পরিচালক বেনী গুড্‌মান পরিবেশন করেছিলেন। হাঙ্গেরীয় শাসকদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার জন্য তিনি ১৯৪০-এ দেশত্যাগ করে মার্কিন মুলুকে চলে যান।

তিনি সেইসময় অসুস্থ ও অর্থক্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা মার্কিন দেশে থাকাকালীন রচিত হয়। আলবের্ট আইনস্টাইন

বলেছিলেন যে, "বারটোক্ অতীত ও বর্তমান সঙ্গীতজগতের এক সমন্বয়কারী

১৯৪৫-এ নিউ ইয়র্ক শহরে তিনি পরলোকগমন করেন।

বারটোক্-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৩টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–২টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৭টি।

এমেরিখ্ কাল্‌মান্
(Emmerich Kalman)
১৮৮২–১৯৫৩

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে হাঙ্গেরির সিয়োফোক্ শহরে কাল্‌মানের জন্ম হয়। তিনি প্রথম বুদাপেস্ট শহরের সঙ্গীতশিক্ষালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিমধুর সঙ্গীত রচনা করতে থাকেন। তাঁর রচনাগুলো শুনে একজন সঙ্গীতসমালোচক বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গীত-এর উপর ভিয়েনার গীতিনাট্যসঙ্গীতের প্রচুর প্রভাব আছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি রচনার নাম "দ্য জিপসী প্রিন্সেস" এবং "কাউন্টেস মারিৎসা"। তিনি সর্বসাকুল্যে ৮টি ছোটো গীতিনাট্য রচনা করেন যার প্রতিটি অতি শ্রুতিমধুর। তাঁর গীতিনাট্যের সমস্ত গানগুলি জার্মান ভাষায় রচিত।

তিনি বহুকাল ভিয়েনায় বাস করেছিলেন। ১৯৩০-এ তিনি য়ুরোপের বহু শহরে সঙ্গীত পরিচালনা করেন এবং ১৯৩৮-এ পারী শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ১৯৪০-এ তিনি মার্কিন দেশে গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন সেখানে সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

১৯৫৩-এ পারীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাল্‌মান্-এর মুখ্যরচনা ঃ

ছোটো নৃত্যনাট্য–৮টি ।

ইগর স্ত্রাভিন্স্কি
(Igor Stravinsky)
১৮৮২–১৯৭১

১৮৮২-এর ১৭ জুন ইগর স্ত্রাভিন্স্কি সেন্ট পিটারসবুর্গের সন্নিকটস্থ ওরানিয়েনবাউম্ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই সঙ্গীতকুশলী ছিলেন। ৯ বছর বয়স থেকে তাঁর পিয়ানো শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি হারমনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ২০ বছর বয়সে তিনি একটি সঙ্গীত রচনা করে রিমস্কি-কোরসাকোভ-এর কাছে পেশ করেন। কিন্তু সঙ্গীতটি কোরসাকোভ-এর মনঃপূত হয়নি। সেইজন্য তিনি তাঁকে সঙ্গীতপাঠে আরও মনোযোগী হতে উপদেশ দেন। ঐ সময় ইগর-এর সঙ্গে রুশ নৃত্যনাট্যের বিখ্যাত পরিচালক সের্গেই দিয়াঘিলেভ্-এর পরিচয় হয়। দিয়াঘিলেভ্ ইগর-এর সঙ্গীত শুনে তাঁকে শ্যোপাঁ-এর মূকনৃত্যনাট্য "লেস সিলফিদেস"-এর কিছু সংস্কার করতে বলেন। দিয়াঘিলেভ ইগর-এর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রুশ রূপকথা "দ্য ফায়ার বার্ড"-এর উপযোগী সঙ্গীত রচনা করতে বলেন। ১৯১০-এর ২৫ জুন পারীতে উক্ত মূকনৃত্যনাট্যের প্রথম অনুষ্ঠান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইগর স্ত্রাভিন্স্কি খ্যাতিমান হয়ে যান। ১৯১৪-এ তিনি শেষবারের জন্য রুশদেশে গিয়েছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ-বিদ্রোহের জন্য তিনি চিরতরে দেশান্তরী হয়ে যান। প্রথমে তিনি সুইজারল্যান্ডে বসবাস করতেন। তাঁর সেই সময়ের রচনা "দ্য সোল্জারস্ টেল" সুপরিচিত। তাঁর মন ধীরে ধীরে জ্যাজ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি জ্যাজ-এর উপযোগী "র‍্যাগটাইম ফর ইলেভেন ইনস্ট্রুমেন্টস" ও "পিয়ানো র‍্যাগমুজিক" রচনা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তাঁর সঙ্গে দিয়াঘিলেভ-এর আবার যোগাযোগ হয় যার ফলশ্রুতি "পুল্সিনেল্লা" মূকনৃত্যনাট্য সঙ্গীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং "সার্কাস পোল্কা", "মেনেস দ্য ব্যালে", "দাঁসেস কন্চেরতাঁতেস", "দ্য ওড" এবং গীতিনাট্য "দ্য রেকস্ প্রোগেস" রচনা করেন। স্ত্রাভিন্স্কি-এর প্রগতিশীল মনোভাবের জন্য অনেকে তাঁর শেষদিকের সঙ্গীতরচনাগুলি পছন্দ করেন না, কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জগতে এক প্রতিষ্ঠাবান সংস্কারক।

১৯৭১ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরে পরলোকগমন করেন।

স্ত্রাভিন্স্কি-এর মুখ্যরচনা ঃ

নাটক সঙ্গীত—১১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—১২টি; ঘরোয়া সঙ্গীত—৪টি।

সেরগেই সেরগেইভিচ্ প্রোকোফিয়েভ
(Sergei Sergeivich Prokofiev)
১৮৯১–১৯৫৩

১৮৯১-এ উক্রেইনের সোন্তজোভ্কা শহরে সেরগেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এক জমিদার-এর কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মায়ের কাছ থেকে প্রথম পিয়ানোশিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে তিনি একটি ছোটো সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। আট বছর বয়সে তিনি রুশ পিয়ানো শিক্ষক গিলেরে-এর অধীনে শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং ১৩ বছর বয়সে সেন্টপিটার্সবুর্গ-এর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লিয়াদোভ ও রিমস্কি-কোরসাকোভ-এর কাছে সঙ্গীতরচনা শিক্ষা করেন। এছাড়া তিনি আনা এসিপোভা-এর কাছে পিয়ানো বাজনা ও শেরেপনিন্-এর কাছে সঙ্গীতপরিচালনা শিক্ষা করেন।

১৯১৮-এ তিনি রুশদেশ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৩৩ পর্যন্ত বিদেশে বাস করেন। সেইসময় তিনি লন্ডনে ও মার্কিনদেশের নানা স্থানে সঙ্গীতপরিবেশন করতেন। ১৯২১-এ তাঁর গীতিনাট্য "দ্য লাভ অব্ দ্য থ্রী অরেঞ্জেস" প্রকাশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২২-এ পারীতে গিয়ে দিয়াঘিলেভ-এর গীতিনাট্যের দলে যোগদান করেন এবং "শোউ" (ভাঁড়) নামক রম্য অপেরা রচনা করেন। ১৯৩৩-এ তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং বহু পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯৪৮-এ রুশ একনায়ক যোসেফ স্তালিন তাঁর ওপর বীতরাগ হন। তাঁর রচিত "দ্য দুয়েরা, ১৯৪০", "ওড অন্ দ্য এন্ড অব দ্য ওয়র, ১৯৪৫", "পঞ্চম সিম্ফনি, ১৯৪৭" এবং গীতিনাট্য "স্টোরী অব্ এ রিয়াল ম্যান্"-এর মধ্যে তৎকালীন রুশসরকার অবক্ষয়ের লক্ষণ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনা "দ্য স্টোন্ ফ্লাওয়ার", "উইন্টার বনফায়ার" এবং "অন গার্ড ফর পীস" পুনরায় শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ লাভ করে।

তিনি ৭টি গীতিনাট্য, ৬টি মূক নৃত্যনাট্য সঙ্গীত, ৭টি সিম্ফনি, ৪টি পিয়ানো কন্চের্তো, দুটি বেহালার কন্চের্তো, একটি চেল্লো কন্চের্তো, ৫টি কান্টাটা, ৯টি পিয়ানো সোনাটা ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত রূপকথা-সঙ্গীত "পিটার অ্যান্ড দ্য উলফ্" অদ্যাবধি অতি জনপ্রিয়।

তিনি ১৯৫৩-এ মস্কো শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রোকোফিয়েভ-এর মুখ্যরচনা ঃ

নৃত্যনাট্য–৮টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–১১টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১১টি; মূকনৃত্যনাট্য ও চলচ্চিত্র সঙ্গীত–৩টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–২টি।

জোলতান্ কোদালী (কোদী)

(Zoltan Kodaly)

১৮৮২–

কোদী বা কোদালী ১৮৮২-এ হাঙ্গেরির কেক্স্কেমেট-নামক ছোটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাকাল থেকেই তিনি বেহালা বাজাতেন এবং গীর্জার সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতেন। বুদাপেস্ত শহরে পাঠকালে তিনি সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি ব্রাহ্মস্ ও দেবুসীর সঙ্গীত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীতের উন্নতিসাধন। তিনি ৩০০০ লোকগাথা সংগ্রহ করেছিলেন এবং বেলা বারটোক্-এর সাহচর্যে সেগুলি বিশ্লেষণ করেন ও গণ-সঙ্গীতের রূপদান করেন।

তিনি বুদাপেস্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ এবং ১৯৪৬-এ সেই সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি এছাড়া গীতিনাট্যও রচনা করতেন। হাঙ্গেরির সঙ্গীতজগতে তাঁর স্থান বেলা বারটোক্-এর পরেই।

তিনি চারটি অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত, একটি পিয়ানো সঙ্গীত এবং বহু কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রচিত বহু গণনৃত্যসঙ্গীত আজও প্রচলিত।

কোদালী-এর মুখ্যরচনা ঃ

সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১টি; সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত–৩টি।

আরথুর হোনেগ্গের
(Arthur Honegger)
১৮৯২–১৯৫৫

হোনেগ্গের-এর মাতা-পিতা সুইস কুলোদ্ভব কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল ফরাসি দেশে। বাল্যকালে তিনি বাখ্-রচিত দুটি গান শুনে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এগারো বছর বয়সে জ্যুরিখ্ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ৪ বছর অধ্যয়ন করেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি পারী শহরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষক মিল হাউদ-এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৬-এ তিনি সুইজারল্যান্ড-এর জাতীয় সঙ্গীত-সংস্থার পুরস্কার লাভ করেন, কেননা তাঁর রচিত সঙ্গীত উচ্চমানের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ১৯৪৮-এ জ্যুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন।

তিনি ৩টি কোয়ার্ট্রেট এবং "আন্তিগোনে" (১৯২৭); "লে ক্রিস দ্যু মোদে" (১৯৩১); "সেমিরামিস" (১৯৩৪) ও "জঁ দ্যা'র্ক অ বুসের" (১৯৩৮) -নামক ৪টি সিম্ফনি প্রণয়ন করে বিশ্ববিখ্যত হন। এছাড়া তাঁর রচিত গীতিনাট্য "দ্য টেল অব্ কিং পাউসোলে" (১৯৩৮) ও "লে পেতী কার্দিনাল" খুবই উপভোগ্য।

তিনি ১৯৫৫-এ প্রাণত্যাগ করেন।

হোনেগ্গের-এর মুখ্যরচনা ঃ

চতুর্যন্ত্রী সঙ্গীত–৩টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি; নৃত্যনাট্য সঙ্গীত–৪টি

পাউল হিন্ডেমিথ্
(Paul Hindemith)
১৮৯৫–

পাউল হিন্ডেমিথ্ ১৮৯৫-এ জার্মানির হান্নাউ-এ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সঙ্গীতপ্রতিভার উন্মেষ হয়। বিশ বছর বয়সে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট অর্কেস্ট্রার পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি "আমার স্ট্রিং কোয়ার্ট্রেট" নামক একটি বিখ্যাত তারযন্ত্রীদল গঠন করেছিলেন এবং সেই দলে তিনি ভায়োলো বাজাতেন। তিনি আধুনিক সঙ্গীতরচনায় অতি দক্ষ ছিলেন এবং মানবজীবনের আধুনিক ভাবধারার উপযোগী বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি ইহুদি ছিলেন না কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর আধুনিকতা নাৎসীরা বরদাস্ত করতে পারেনি, তাই তাঁকে দেশত্যাগী হয়ে আমেরিকায় যেতে হয়েছিল। ১৯৪২-এ তাঁকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধ শান্তির পর ১৯৫২-এ তিনি জ্যুরিখ-এ সঙ্গীতের অধ্যাপক পদে বহাল হন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে– "মাথিস দের্ মালার" (মাথিস দ্য আর্টিস্ট); দুটি সিম্ফনি; ২টি কন্‌চের্তো এবং বেশ কয়েকটি ঘরোয়া সঙ্গীত (চেম্বার ম্যুজিক) উল্লেখযোগ্য।

হিন্ডেমিথ্-এর মুখ্যরচনা :

নৃত্যনাট্য–১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৫টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৩টি; পিয়ানো সঙ্গীত–১টি।

জর্জ গেরসুইন
(George Gershwin)
১৮৯৮—১৯৩৭

১৮৯৮-এ ব্রুক্‌লিনের এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে জর্জ-এর জন্ম হয়েছিল। বারোবছর বয়সে তিনি পিয়ানো বাজনা শেখেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর রচিত প্রথম গান প্রকাশিত হয়। ১৯১৯-এ তিনি "লা লা লুসিলে" নামক গীতিনাট্যের সঙ্গীত রচনা করেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত জ্যাজ-সঙ্গীতজ্ঞ পল হুইট্‌ম্যান-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর অনুরোধে তিনি বিখ্যাত "র‍্যাপ্‌সডি ইন্ ব্লু" সঙ্গীতটি রচনা করেন। তিনি একটি অপেরা, ১৯টি রম্যগীতি, পাঁচটি বহুযন্ত্রী সঙ্গীত, ৪টি পিয়ানো সঙ্গীত এবং পাঁচটি সিনেমার সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৩৯ বছর বয়সে (১৯৩৭) তিনি ব্রেনটিউমার রোগে আক্রান্ত হন এবং অস্ত্রোপচারের পর হলিউড শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

গেরসুইন-এর মুখ্যরচনা ঃ

অপেরা—১টি; রম্যগীতি—১৯টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—৫টি; পিয়ানো সঙ্গীত—৪টি; চলচ্চিত্র সঙ্গীত—৫টি।

ন্যোল কাউয়ার্ড
(Noel Coward)
১৮৯৯–

কাউয়ার্ড ১৮৯৯-এ টেডিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সাতবছর বয়সে তাঁর রচিত প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। তিনি নাট্যশিক্ষালয়ে পাঠের সময় ছোটো ছোটো নাটকে অভিনয় করতেন। এছাড়া তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভা ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন এক অভিনেতা, নাট্যকার, সঙ্গীতরচয়িতা এবং গায়ক–এরূপ বিভিন্ন প্রতিভার সমন্বয় অতি বিরল। তিনি বহু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। তিনি ১০টি গীতিনাট্য ও বহু চিত্রসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

কাউয়ার্ডের-এর মুখ্যরচনা ঃ

নাট্য ও নৃত্যনাট্য সঙ্গীত–১০টি; চলচ্চিত্র সঙ্গীত–৪টি।

রিচার্ড রজার্স

(Richard Rogers)

১৯০২–

রজার্স ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ন্যু ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম গীত রচনা করেছিলেন এবং শৈশবেই তিনি বহু অপেশাদারী সংস্থার জন্য গীতিনাট্য রচনা করতেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সময় তাঁর সঙ্গে লোরেঞ্জ হার্ট-নামক এক গীতিকারের পরিচয় হয় এবং তাঁরা দুজনে মিলে ছাত্র-নাট্যশালার জন্য অনেক গীতিনাট্য রচনা করেন।

রজার্স ১৬টি ছোটো গীতিনাট্য বা অপারেত্তা এবং ৬টি সবাকচিত্র-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত "সাউথ প্যাসিফিক" এবং "দ্য কিং অ্যান্ড আই" জগদ্‌বিখ্যাত।

রজার্স-এর মুখ্যরচনা ঃ

ছোটো নৃত্যনাট্য–১৬টি; চলচ্চিত্র সঙ্গীত–৬টি।

দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ্ সোস্টাকোভিচ্
(Dimitri Dimitrievich Sostakovich)
১৯০৬–

সোস্টাকোভিচ্ ১৯০৬-এ সেন্টপিটার্সবুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯-এ তিনি লেলিনগ্রাদ্ সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৫-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তাঁর প্রথম সিম্ফনি রচনা করেন। ১৯২৭-এ দ্বিতীয় সিম্ফনি প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৯-এ তাঁর বিখ্যাত সিম্ফনি "ফার্স্ট অব্ মে" অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম তাঁর রচনায় প্রোকোফিয়েভ-এর প্রভাব দেখা যেত, অবশ্য কালক্রমে তাঁর নিজস্ব এক শৈলী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রচিত গীতিনাট্য "দ্য নোজ", "লেডী ম্যাকবেথ অব্ সেনস্ক" এবং "দ্য লিম্পিড স্ট্রীম" সুপরিচিত।

১৯৪৩-এ রচিত তাঁর "অষ্টম" এবং ১৯৪৮-এ রচিত "নবম সিম্ফনি" রুশ সরকারের আদেশে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় নি কেননা কম্যুনিস্ট রুশ সরকার রচনা দুটির মধ্যে দেশদ্রোহিতার আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রোকোফিয়েভ, খাটচাটুরিয়ান, শোবালিন প্রভৃতিরও কয়েকটি রচনার অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও কিন্তু তাঁকে সুপ্রিম সোভিয়েটের ডেপুটি এবং রাশিয়ায় গণশিল্পী পদাভিষিক্ত করা হয়েছিল। তিনি লেনিনগ্রাদ যুদ্ধের বীর হিসাবে "লেনিন পুরস্কার" এবং "রক্ত পতাকা" পুরস্কার লাভ করেন।

সোস্টাকোভিচ্-এর মুখ্যরচনা :

মূকনৃত্যনাট্য–১টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৫টি; ঘরোয়া সঙ্গীত–৩টি; পিয়ানো সঙ্গীত–৪টি।

বেঞ্জামিন ব্রিটন্
(Benjamin Britten)
১৯১৩– .

ব্রিটন্ ১৯১৩-এ ইংলন্ডের লোস্টফট্-নামক ছোটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সে তাঁর মধ্যে সঙ্গীতপ্রতিভার উন্মেষ হয়। তিনি ব্রিটিশ সঙ্গীতরচয়িতা ফ্রাঙ্ক ব্রীজের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং মাত্র ১৯ বছর বয়সে "এ বয় ওয়জ বরন্" নামক সঙ্গীতালেখ্য রচনা করেন। তাঁর মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটি রচনার মধ্যে "এ বয় ওয়জ বরন্", "ভ্যারিয়েশানস্ অন্ এ থীম অব্ ফ্রাঙ্কব্রীজ", "সেরেনাদে ফর টেনর অ্যান্ড হরন্", "দ্য রেপ অব্ লুক্রেতিয়া" এবং "স্প্রীং সিম্ফনি" গণ্য করা যায়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

তিনি ৭টি গীতিনাট্য এবং অসংখ্য যন্ত্রসঙ্গীত রচনা করেন। এককথায় বলতে গেলে তিনিই বিংশশতাব্দীর গ্রেটব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-রচয়িতা।

ব্রিটন্-এর মুখ্যরচনা ঃ
গীতিনৃত্যনাট্য–৭টি; সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত–৪টি।

প রি শি ষ্ট

প্রতীচ্য সঙ্গীতে পরিচালকের স্থান

প্রতীচ্য সঙ্গীতের ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, একটি ছোটো লাঠি, বা একটি মোড়ানো গানের খাতা অথবা হাত দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত বাদনের পরিচালনা করা ১৬শ শতক থেকে প্রচলিত হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, সে-সময় সঙ্গীতের স্বরলিপি আজকালকার মতো সুষ্ঠুভাবে ভাগ করা থাকত না। ১৯শ শতক পর্যন্ত পরিচালকেরা ছোটো একটি লাঠি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাদনরত যন্ত্রীদের তাল মাত্রা ও পালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিতেন।

আজকাল বহুলপ্রচলিত ব্যাটন নামক ছোট্ট ছড়ি দিয়ে তাল-মাত্রা রক্ষা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ড্রেসডেন শহরে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে এরিখ্ মারিয়া ফন্ ভেবের প্রথম প্রচলিত করেন। পরবর্তীকালে মেন্ডেলসসোনও ঐ প্রথার অনুগামী হন। বর্তমানকালে ব্যাটন হাতির দাঁত অথবা কাঠদ্বারা নির্মিত হয়। আধুনিকতম ব্যাটনগুলি প্লাস্টিকদ্বারা নির্মিত।

পরিচালকের অবস্থান প্রথমদিকে যন্ত্রীদের ঠিক মাঝখানে ছিল। ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিবর্তন হতে হতে বর্তমানের পরিচালকেরা যন্ত্রীমণ্ডলীর একেবারে সামনের দিকের মাঝখানে যন্ত্রীদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান।

বেথোফেন কিন্তু যন্ত্রীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিচালনা করতে ভালোবাসতেন। ১৯শ শতকে প্রথম মুখ্য বেহালাবাদক পরিচালকের কার্য করতেন। ধীরে ধীরে সেই প্রথা অবলুপ্ত হয়ে গেল।

আজকের সঙ্গীত পরিচালনা, সঙ্গীত রচনার মতোই একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় স্বতন্ত্র মুখ্য ক্রিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সঙ্গীতমহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীতপরিচালনার বিশেষ পাঠ ও শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা সহজেই অনুমেয় যে, ভবিষ্যতের সঙ্গীতপরিচালককে একাধিক যন্ত্রবাদনে কুশলী হতে হয়।

পেতের চেইকোভস্কি তাঁর নিজের রচিত সঙ্গীতপরিচালনায় একেবারে দক্ষ ছিলেন না। তাঁর স্বরচিত "প্যাথেটিক সিম্ফনি"র সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক ছিলেন নিকীৎশ। আবার অপরদিকে গুস্তভ মাহ্লের এবং রিখার্দ স্ট্রাউস সঙ্গীতরচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও অতি কুশলী সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন।

প্রাচ্যের বিশেষত ভারতবর্ষের সঙ্গীতজ্ঞেরা অনুষ্ঠান চলাকালীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বরচিত অংশ যোজনা করে নেন। কিন্তু প্রতীচ্য সঙ্গীতের রচনা স্বরলিপি দিয়ে

বাঁধা-ধরা। পরিচালকের পক্ষে সেই সঙ্গীতের স্বরলিপি-বহির্ভূত কোনো যোজনা করা প্রায় নিয়মবিরুদ্ধ।

কিন্তু বিখ্যাত রুশ সঙ্গীতপরিচালক কুশেভিৎস্কি বলেছেন যে, একজন পরিচালক সঙ্গীতরচয়িতার রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে তার তাল, ব্যঞ্জনা এবং অনুবাদন খানিকটা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব এবং ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারেন।

তাই অনেকসময় যদি মনোনিবেশ সহকারে একই সঙ্গীতরচয়িতার রচনা বিভিন্ন পরিচালকের পরিচালনায় শোনা যায় তাহলে যে-কোনো অভিনিবিষ্ট শ্রোতা কিছু-না-কিছু তারতম্য বুঝতে পারেন।

ভারতে বর্তমানে সঙ্গীতপরিচালক নামক যে এক তথাকথিত কুশলী জনগোষ্ঠীর উদয় হয়েছে তারা বিভিন্ন সঙ্গীতের স্বরলিপির সুর ভেঙে জোড়াতালি দিয়ে আজকের ভারতীয় চিত্রজগতের পাঁচমিশালি সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা আদৌ পরিচালক পদবাচ্য নন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার জনসমক্ষে প্রতীচ্যের পরিচালকের মতো বেশভূষা পরে হাতে ব্যাটন নিয়ে লম্ফঝম্প করেন। প্রখ্যাত বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল আহাদের মতে, "শুধু হাত নাড়ালেই পাশ্চাত্য সঙ্গীত কন্‌ডাক্ট করা যায় না।"

অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ভারতে দুইজন বিশিষ্ট প্রতীচ্যসঙ্গীত-পরিচালকের উদয় হয়েছে যাঁদের মধ্যে একজন বিশ্ববরেণ্য জুবিন মেটা যিনি বিখ্যাত নিউ ইয়র্ক ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার বর্তমান পরিচালক। অপরজন আমাদের বাঙালির গৌরব অনুপ বিশ্বাস যিনি একাধারে কুশলী চেল্লোবাদক এবং গ্রেটব্রিটেনের দান্তে আলেঘিয়ারী অর্কেস্ট্রার পরিচালক। নদীয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রাম্য বালক অনুপ বিশ্বাস যে কী অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা আজ প্রতীচ্য সঙ্গীতজগতে বিখ্যাত হয়েছেন সে এক বিরাট ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী। এইসঙ্গে আরও একজন বাঙালি প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞের পরিচালকের নাম সংযোজিত করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তিনি হলেন দীপক চৌধুরী।

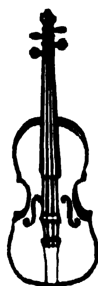
পৃথিবীর কতিপয় প্রখ্যাত প্রতীচ্য-সংগীতপরিচালক
(জন্মসাল-সহ)

ফেলিকস্ ভাইনগ্যার্তনের	–	১৮৬৩	–	জামান
রিখার্দ্ স্ট্রাউস	–	১৮৬৪	–	জার্মান
ওয়ালটার ডামরোশ	–	১৮৬৫	–	মার্কিন
আরতুরো তোস্কানিনি	–	১৮৬৭	–	ইতালীয়
আর্মাস ইয়েরনেফেল্ড	–	১৮৬৯	–	ফিন্‌দেশীয়
স্যর্ হেনরী উড্	–	১৮৬৯	–	গ্রেটব্রিটেন
লেও ব্লেখ্	–	১৮৭১	–	জার্মান
ভিলেম্ মেঙ্গেলবের্গ	–	১৮৭১	–	ওলন্দাজ
সেরগে কুসেভিৎস্‌কি	–	১৮৭৪	–	রুশ/মার্কিন
পিয়ের মন্তু	–	১৮৭৫	–	ফরাসি
ব্রুনো ভাল্‌তের	–	১৮৭৬	–	জার্মান
আলফ্রেড্ কোর্তো	–	১৮৭৭	–	ফরাসি
স্যর টমাস বীচ্‌হ্যাম	–	১৮৭৯	–	গ্রেটব্রিটেন
স্যর হ্যামিলটন হার্টি	–	১৮৭৯	–	গ্রেটব্রিটেন
লেওপোল্ড স্টোকোভস্কি	–	১৮৮২	–	মার্কিন
হেরমান্ আবেন্দরোথ	–	১৮৮৩	–	জার্মান
এরনেস্ত আন্‌জেরমেথ	–	১৮৮৩	–	সুইস
নিকোলাই মাল্‌কো	–	১৮৮৩	–	মার্কিন
বেসিল ক্যামেরন্	–	১৮৮৫	–	গ্রেটব্রিটেন
ভিত্তরিও জুই	–	১৮৮৫	–	ইতালীয়
ওটো ক্লেম্‌পেরের	–	১৮৮৫	–	জার্মান
ভিল্‌হেলম্ ফ্যুর্তভেঙ্গলের	–	১৮৮৬	–	জার্মান
হানস ক্লাপ্পেরৎসবুস	–	১৮৮৮	–	জার্মান
স্যর এড্‌রিয়ান বুল্ট	–	১৮৮৯	–	গ্রেটব্রিটেন
ফ্রিৎস্ বুস্	–	১৮৯০	–	জার্মান
এরিখ্ ক্লেইবের	–	১৮৯০	–	অস্ট্রীয়

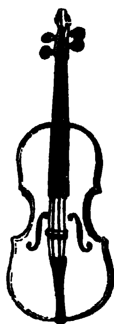
শার্ল মুঁচ	–	১৮৯১	–	ফরাসি
স্যর ইউজিন গুজেনস	–	১৮৯৩	–	গ্রেটব্রিটেন
ক্লেমেনস্ ক্রাউস	–	১৮৯৩	–	অস্ট্রীয়
কার্ল ব্যোহ্ম	–	১৮৯৪	–	অস্ট্রীয়
ইসাই দোব্রোভেন্	–	১৮৯৪	–	রুশ
আর্থার ফ্রিদ্লের	–	১৮৯৪	–	মার্কিন
আরতুর রোডজিনস্কি	–	১৮৯৪	–	মার্কিন
স্যর মালকম্ সার্জেন্ট	–	১৮৯৫	–	গ্রেটব্রিটেন
দিমিত্রি মিত্রোপুলস	–	১৮৯৬	–	গ্রীক/মার্কিন
কার্ল রাঙ্কল	–	১৮৯৮	–	অস্ট্রীয়/গ্রেটব্রিটেন
স্যর জন বারবিরোলি	–	১৮৯৯	–	গ্রেটব্রিটেন
ইউজিন অরমান্ডি	–	১৮৯৯	–	হাঙ্গেরী/মার্কিন
হান্স শ্মিদ্-ইজেরস্টেড	–	১৯০০	–	জার্মান
এডুয়ার্ড ভ্যান বেইনুম্	–	১৯০১	–	ওলন্দাজ
আন্দ্রে কস্টেলানেৎস্	–	১৯০১	–	মার্কিন
ভালটার গ্যোর	–	১৯০৩	–	জার্মান/গ্রেটব্রিটেন
স্ট্যানফোর্ড রবিনসন	–	১৯০৪	–	গ্রেটব্রিটেন
লুই বয়েড নীল	–	১৯০৫	–	গ্রেটব্রিটেন
রুডলফ্ স্বোয়ার্তজ	–	১৯০৫	–	অস্ট্রীয়/গ্রেটব্রিটেন
হিউগো হেনরী রিগনোল্ড	–	১৯০৫	–	গ্রেটব্রিটেন
আনাতোল ফিস্তুলারী	–	১৯০৭	–	রুশ/গ্রেটব্রিটেন
হেরবের্ট ফন্ কারাইয়ান	–	১৯০৮	–	অস্ট্রীয়
জর্জ ওয়েলডন	–	১৯০৮	–	গ্রেটব্রিটেন
ইগর মার্কেভিচ্	–	১৯১২	–	রুশ
ওয়ালটার সুসকিন্দ্	–	১৯১৩	–	চেক/গ্রেটব্রিটেন
রাফায়েল কুবেলিক	–	১৯১৪	–	চেক
লেওনার্দ বের্নস্টাইন	–	১৯১৮	–	মার্কিন
জিদো কান্তেলি	–	১৯২০	–	ইতালীয়
জুবিন মেটা	–	১৯৩৬	–	ভারত
অনুপ বিশ্বাস	–	?	–	ভারত
নিকোলাউস হারনন্কোর্ট	–	?	–	ওলন্দাজ
যুলিউস রুদেল	–	?	–	অস্ট্রীয়/মার্কিন

প্রতীচ্য সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রাদি

প্রচলিত তারবাদ্য



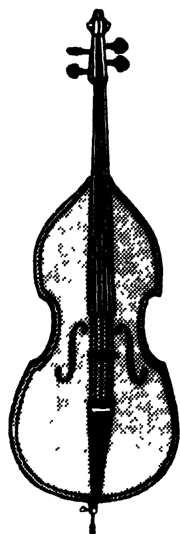
ভিয়োলীন



ভিয়োলা



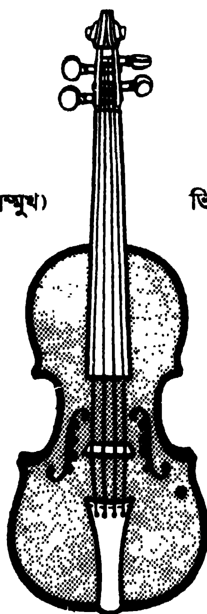
ভিয়োলন চেল্লো



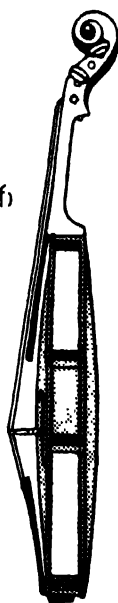
বাস

ভিয়োলীন

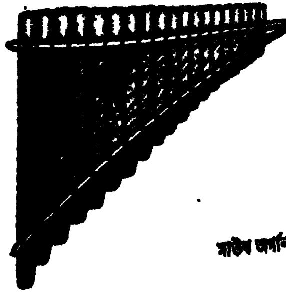
(বর্ধিত চিত্র-সম্মুখ)

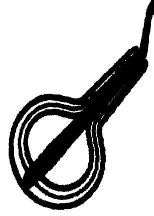


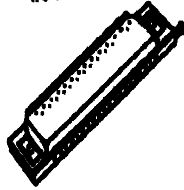
ভিয়োলীন (বর্ধিত চিত্র-পার্শ্ব)

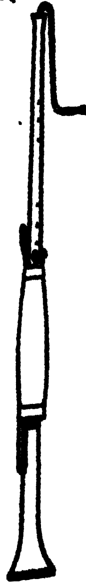


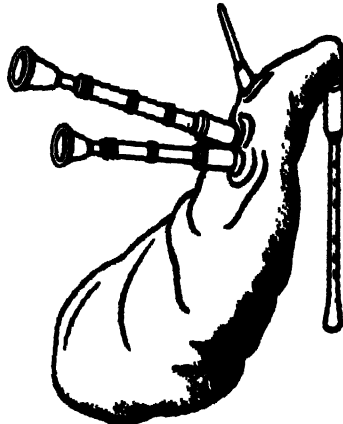
পারম্পরিক বাদ্যযন্ত্রাদি









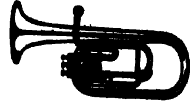


(বায়ুবাদ্য)

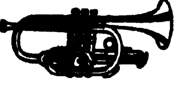
(পিত্তল নির্মিত)



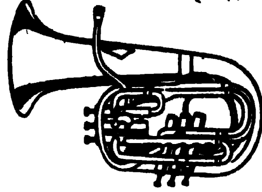
বিউগল্



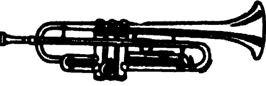
স্যাক্স হর্ন



করনেট

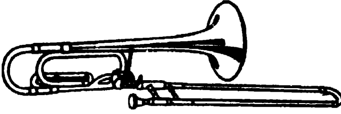


টুবা



ট্রাম্পেট্

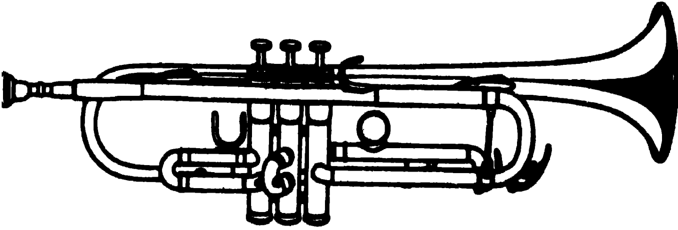




ট্রম্বোন

ফ্রেনচ্ হর্ন

ট্রাম্পেট্ (পরিবর্ধিত চিত্র)



শব্দ অবরোধক



বায়ুবাদ্য

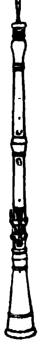
(কাষ্ঠনির্মিত)



ফ্লুট



পিকোলো



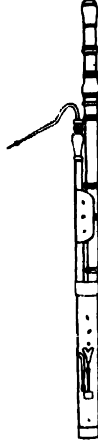
ওবো



ইংলিশ হর্ন



ক্লারিনেট্



বাসুন

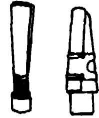


সাক্সোফোন

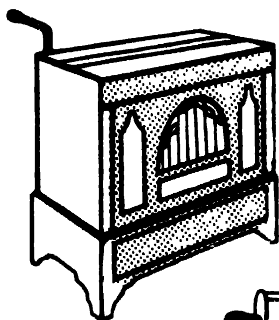


সাক্সোফোন

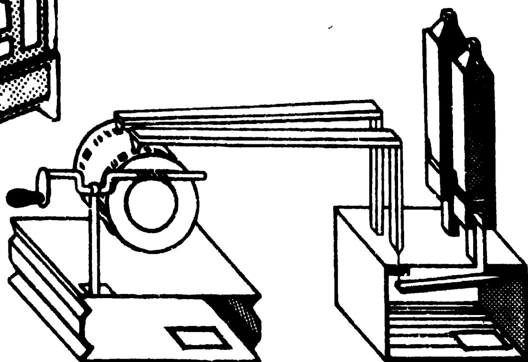
(বর্ধিত চিত্র)



বাদ্যশর



পিপে-অর্গান

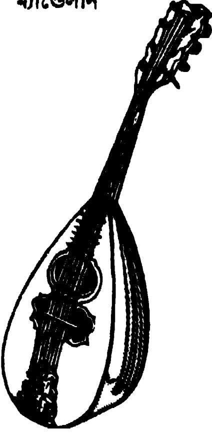


আকরডিয়ন

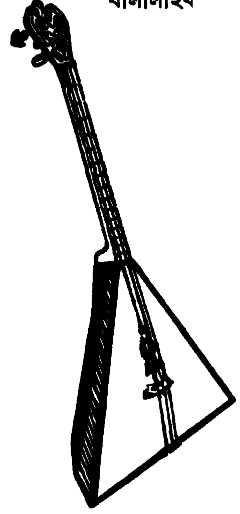


পারম্পরিক বাদ্যযন্ত্রাদি (তারবাদ্য)

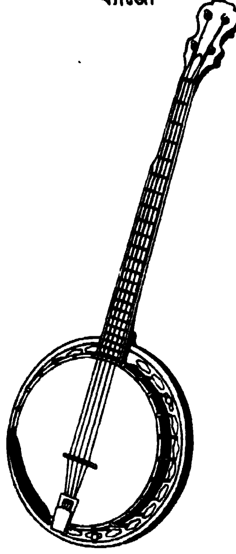
ম্যান্ডেলীন



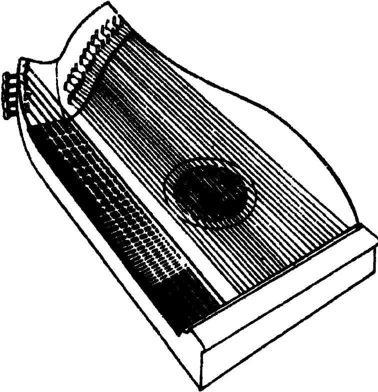
বালালাইব



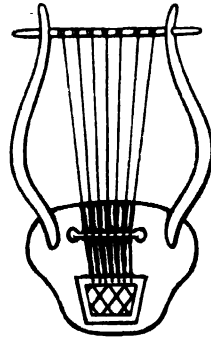
ব্যাঞ্জো



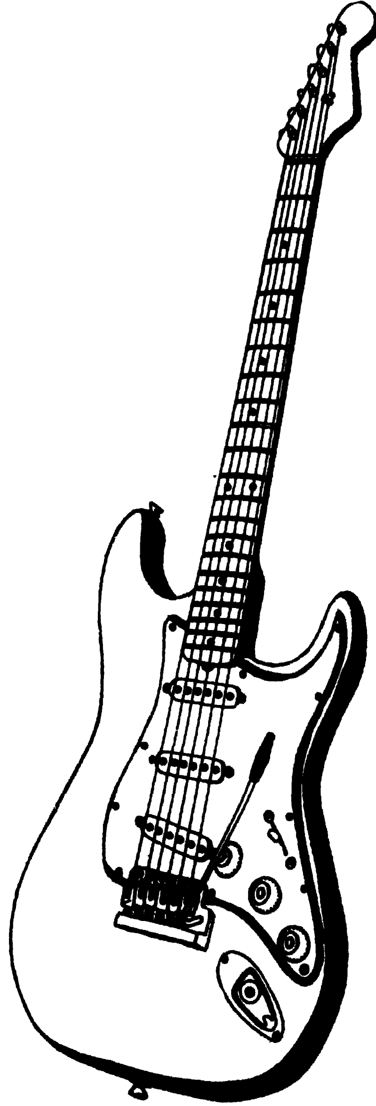
জীথার



লায়ার

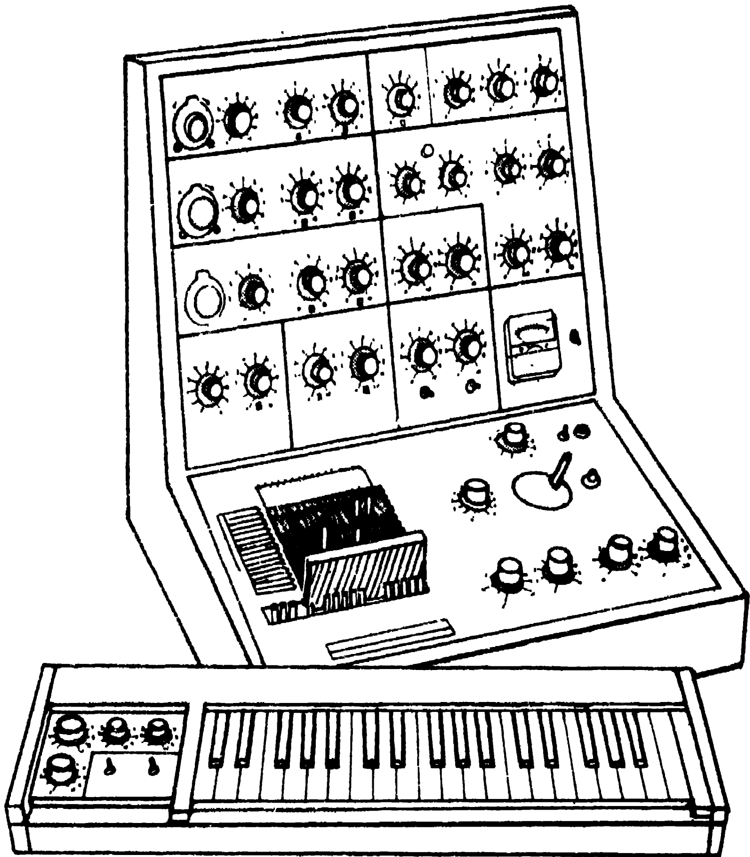


বৈদ্যুতিক স্পেনীয় গীটার

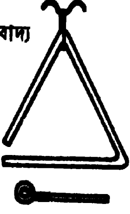


সুর সংমিশ্রণ যন্ত্র

(ইলেকট্রনিক্)



তালবাদ্য

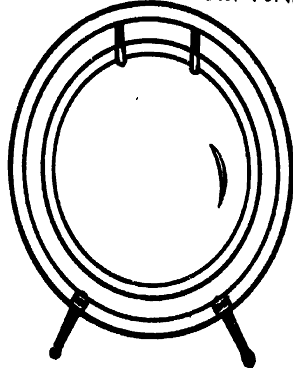


ত্রিকোণ বাদ্য

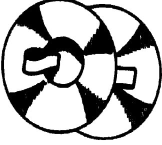
যষ্টি



কট্‌কটি



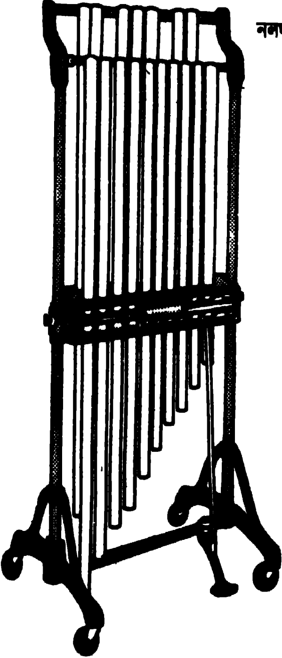
পেটা ঘণ্টাঘড়ি



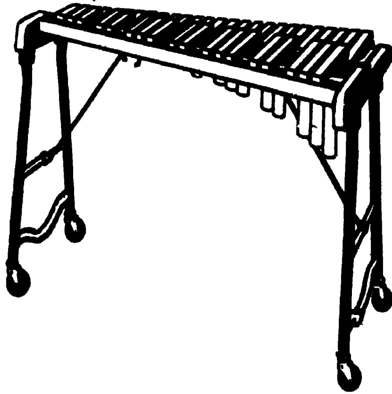
করতাল



বাদনের যষ্টি-সমূহ



নলঘণ্টা বাদ্য



কাষ্ঠবীন

বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রসমষ্টি

দ্বিযন্ত্রী





ক্লারিনেট পিয়ানো

ত্রিযন্ত্রী







ভিয়োলন চেল্লো ওবো হারপ্‌সিকর্ড

চতুর্যন্ত্রী









ভিয়োলীন ভিয়োলা ভিয়োলন চেল্লো

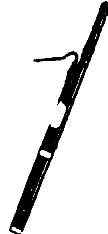
পঞ্চযন্ত্রী







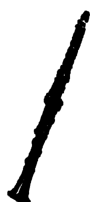
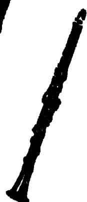




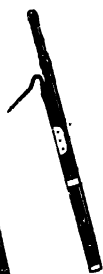
ফ্রেঞ্চহর্ন ফ্লুট ওবো ক্লারিনেট বাসুন

(যন্ত্র সমষ্টি)

ষট্‌যন্ত্রী

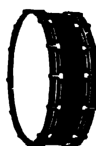







ক্লারিনেট ফ্রেঞ্চহর্ন ফ্রেঞ্চহর্ন বাসুন

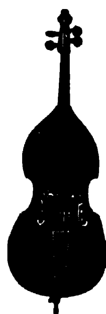
জ্যাজ গোষ্ঠী







বাস ঢোল টেনর ঢোল স্নেয়ার ঢোল পদ করতাল পিয়ানো



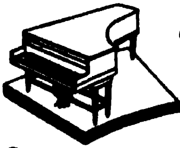


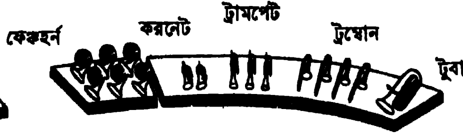


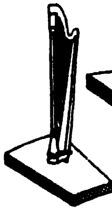

ডবল বাস ক্লারিনেট স্যাক্সোফোন ট্রম্বোন ট্রাম্পেট করনেট

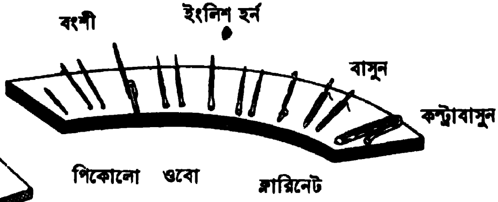
বৃহদৈক্যতানের যন্ত্রাবস্থান



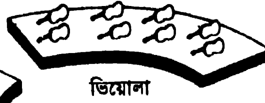


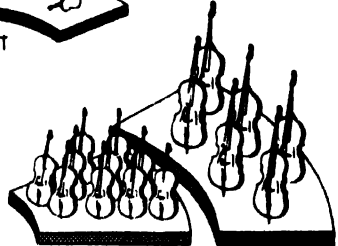


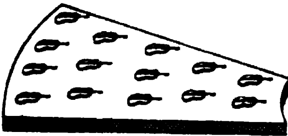














প্রতীচ্য সঙ্গীতের অর্থনির্দিষ্ট পরিভাষা

A BATTUTA (আ বাত্তুতা)	—	লয়ানুগ বাদন
A CAPPELLA (আ কাপ্পেল্লা)	—	গীর্জার কণ্ঠসঙ্গীতশৈলী
ACCELARANDO (আচ্চেলারান্দো)	—	বেগবৃদ্ধি (গতিবৃদ্ধি)
ACCIACCATURA (আচ্চিয়াচ্চাতুরা)	—	হঠাৎ প্রবেশ
ACCOMPANIMENT (আকোম্পানিমঁ)	—	সঙ্গৎ (সহযোগ)
ADAGIO (আদাজিও)	—	শিথিল গতির বাদন (গা ছেড়ে বাজানো)
ADAGIETTO (আদাজিয়েত্তো)	—	ক্ষণস্থায়ী শিথিল বাদন
AD LIBITUM (আদ্ লিবিতুম্))	—	যথেচ্ছ
ALBORADA (আলবোরাদা)	—	গালিসীও ব্যাগ্পাইপ সঙ্গীত (ফরাসি)
ALLA BREVE (আল্লা ব্রেভে)	—	ক্ষণিক ক্ষিপ্রতালের সঙ্গীত
ALLA MARCIA (আল্লা মার্চিয়া)	—	কুচ্কাওয়াজের সঙ্গীত (রণসঙ্গীত)
ALL' ONGANESE (আলোঙ্গানেস্)	—	হাঙ্গেরীয় জিপসী সঙ্গীতশৈলী
ALLARGANDO (আল্লারগান্দো)	—	শ্লথ গতি ও ক্ষীণতর স্বর
ALLA TURCA ((আল্লাতুর্কা)	—	তুর্কী ঢঙের বাদনশৈলী
ALLEGRETTO (আল্লেগ্রেত্তো)	—	মধ্যলয়ের বাজনা
ALLEGRO (আল্লেগ্রো)	—	উৎফুল্ল বাদন

ALLEMANDE (আল্লেমাঁদে)	—	জার্মান নৃত্যশৈলী
ALTO (আল্তো)	—	উচ্চগ্রামী
ALTO SOPRANO (আল্তো সোপ্রানো)	—	সর্বোচ্চগ্রামের নারীকণ্ঠ
ALTO TENOR (আল্তো টেনর)	—	সর্বোচ্চগ্রামের পুরুষকণ্ঠ
AMMABILE (আম্মাবিল্লে)	—	সন্তর্পণে
ANDANTE (আন্দান্তে)	—	সাবলীল মধ্যলয়
ANDANTINO (আন্দান্তিনো)	—	হঠাৎ ক্ষিপ্রগতি
ANIMATO (আনিমাতো)	—	হঠাৎ উচ্ছ্বাস-সঞ্চারী
ANTIPHONAL (আন্তিফোনাল)	—	দুই বিপরীতমুখী কণ্ঠসঙ্গীতদলের ক্রমিক সঙ্গীত
A PIACERE (আ পিয়াচেরে)	—	যথেচ্ছ
APPASIONATO (আপ্পাসিওনাতো)	—	উত্তেজিত
APPOGGIATURA (আপ্পোজ্জিয়াতুরা)	—	গা এলিয়ে বাজানো
ARABESQUE (আরাবেস্ক)	—	আরবদেশীয় নৃত্য ও গীতশৈলী।
ARPEGGIO (আর্পেজ্জিও)	—	বীণাবাদনের অনুকরণে বাদন
A TEMPO (আতেম্পো)	—	আদিলয়ে প্রত্যাবর্তন
ATEMPAUSE (আতেম্পাউসে)	—	নিশ্বাসের অবকাশ
ATTACA (আত্তাকা)	—	ভালোভাবে সঙ্গীতের সূচনা
AUBADE (অবাদ্)	—	উষাকালের সঙ্গীত

AU TALON (অতালোঁ)	—	বেহালার ছড়ির গোড়া দিয়ে বাজানো
BAGATELLE (বাগাতেল্লে)	—	অতিছোটো সঙ্গীতালেখ্য
BALLAD (বালাদ্)	—	জনপ্রিয় একক কণ্ঠসঙ্গীত (লোকগীতি)
BALLADE (বালাদে)	—	দীর্ঘ পিয়ানো সঙ্গীত
BALLET (বালে)	—	মূক নৃত্যনাট্য
BAND (ব্যান্ড)	—	যন্ত্রসঙ্গীতের দল
BANJO (বাঞ্জো)	—	একপ্রকার ইতালীয় তারবাদ্য
BAR (বার)	—	স্বরলিপির তালমাফিক বিভাজন
BARCAROLE (বার্‌কারোলে)	—	গন্ডোলার নাবিকদের সঙ্গীত (ভেনিসীয়)
BARITONE (বারিটোন)	—	মধ্যগ্রামী পুরুষকণ্ঠস্বর
BASS (বাস্)	—	সর্বনিম্নগ্রামী পুরুষকণ্ঠস্বর
BASSOON (বাসুন)	—	অতি গম্ভীর স্বরনিকাশী কাষ্ঠনির্মিত বায়ুবাদ্য
BEBUNG (বেবুং)	—	কম্পন (গিট্‌কিরী)
BEL CANTO (বেল্ কান্তো)	—	ইতালীয় কণ্ঠসঙ্গীতের এক শৈলী
BERCEUSE (বেয়ারসুজ)	—	দোলনার ছন্দ
BITONALITY (বাইটোনালিটি)	—	দুই মানের সুর একত্রে বাজানো
BOLERO (বোলেরো)	—	তিনতালের স্পেনদেশীয় নৃত্যসঙ্গীত
BRAVURA (ব্রাভুরা)	—	সজোরে বাজানো

BREVE - স্বল্পসময়সূচক তাল নির্দেশ (স্বরলিপি)
(ব্রেভে)
BRIO - প্রাণবন্ত
(ব্রিয়ো)
CANCAN — উচ্চ লম্ফপ্রদানকারী ফরাসি নারীনৃত্য
(কঁ কঁ)
CANTABILE — কণ্ঠসঙ্গীতের উপযোগী বাদন
(কান্তাবিলে)
CANTATA — ছোটো কণ্ঠসঙ্গীতালেখ্য
(কান্তাতা)
CANTICLE — বাইবেল-এর কাহিনী-আধারিত কণ্ঠসঙ্গীত
(কান্তিকল্)
CAPRICCIOSO — প্রাণবন্ত
(কাপ্রিচ্চিওসো)
CAROL — সমবেত ধর্মীয় কণ্ঠসঙ্গীত
(কারোল)
CEMBALO — পিয়ানো-এর অনুরূপ একপ্রকার তারবাদ্য
(চেম্বালো)
CLAVIER (KLAVIER) — পিয়ানো জাতীয় তারবাদ্য
(ক্লাভিয়ের)
CONCERTO GROSSO — বারোক যুগের বৃহৎ যন্ত্রসঙ্গীতগোষ্ঠী
(কন্চের্তো গ্রোস্সো)
COTILIONS — একপ্রকার ফরাসি নারীনৃত্য
(কতিলিয়ঁ)
CONTRALTO — সবচেয়ে নীচুগ্রামের নারীকণ্ঠস্বর
(কন্ত্রাল্তো)
COUNTERPOINT — বহু সুরের সমন্বয়ে বাদন
(কাউন্টার পয়েন্ট)
CRESCENDO — সুরের উর্ধ্বগতি
(ক্রেসেন্দো)
CYMBAL — পিত্তলের বৃহৎ করতাল
(সিম্বাল)
CZARDAS — হাঙ্গেরীয় জাতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত
(চারদাস্)
DECRESCENDO — সুরের অধোগতি
(দেক্রেসেন্দো)

DE PROFUNDIS (দে প্রফুন্‌দিস্‌)	—	অন্তরের আবেগোচ্ছ্বল সঙ্গীত
DIMINUENDO (দিমিনুয়েন্দো)	—	শব্দের ক্রমিক হ্রাস
DISCORD (ডিস্‌কর্ড)	—	বিসদৃশ
DIVERTIMENTO (দিভের্তিমেন্তো)	—	প্রমোদকারী
DIVERTISSEMENT (দিভের্তিস্‌মঁ)	—	মিশ্রসুর
DOPPIO (দোপ্পিও)	—	জোড়
DOUBLE BASS (ডবল্‌ বাস্‌)	—	বেহালাগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ তারবাদ্য
DUETTO (দুএত্তো)	—	যুগলবন্দী
DUMKA (দুম্‌কা)	—	একপ্রকার শ্লাভদেশীয় সঙ্গীত
ENSEMBLE (অঁসম্বল্‌)	—	ছোটো যন্ত্রী বা কণ্ঠসঙ্গীতগোষ্ঠী
ETUDE (এত্যুদে)	—	পাঠ
EUPHONIUM (ইউফোনিউম)	—	টুবাযন্ত্রের এক প্রকারভেদ (বায়ুবাদ্য)
EURHYTHMICS (ইউরিথ্‌মিকস্‌)	—	সুসংহত অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা সুরের প্রকাশ (মূক নৃত্যনাট্যে প্রচলিত)
FALSETTO (ফাল্‌সেত্তো)	—	উচ্চস্বরের বিকৃত গান
FANDANGO (ফান্‌ডাঙ্গো)	—	একপ্রকার স্পেনদেশীয় নৃত্যশৈলী
FERMATA (ফেরমাতা)	—	বিরতি
FLAMENCO (ফ্লামেন্‌থো)	—	স্পেনীয় জিপ্‌সীদের অগ্নিশিখানৃত্য
FORTE (ফোর্তে)	—	জোরে

FORTISSIMO (ফোর্তিসিমো)	—	ভীষণ জোরে
FORTE FORTISSIMO (ফোর্তে ফোর্তিসিমো)	—	অতি ভীষণ জোরে
FUGUE (ফিউগ্)	—	স্বরমালা (গীতমালিকা)
GALOPS (গ্যালপস্)	—	অশ্বারোহী বাহিনীর মহলাসঙ্গীত
GEWANDHAUS (গেভান্দ্হাউস্)	—	লেইপৎজিগ-এর প্রসিদ্ধ এক রঙ্গশালা
GIOCOSO (জিওকোসো)	—	ব্যঙ্গাত্মক
GLISSANDO (গ্লিসান্দো)	—	ক্ষিপ্রগতিতে স্বরের অধোগমন
GLOCKENSPIEL (গ্লোকেনস্পীল)	—	ঘণ্টাবাদ্য
HARP (হার্প)	—	প্রতীচ্যের বীণা
HARPSICHORD (হার্পসিকর্ড)	—	পিয়ানো-সদৃশ একপ্রকার তারযন্ত্র (যন্ত্রের চাবি তিন ধাপের)
HELICON (হেলীকন্)	—	একপ্রকার টুবাযন্ত্র (পিত্তলের বায়ুবাদ্য)
IMPROMPTU (ইমপ্রম্পট্যু)	—	স্বতঃস্ফূর্ত পিয়ানো সঙ্গীত
IMPROVISATION (ইম্প্রোভাইজেশন্)	—	গান বা বাজনার সময় নূতন সুর সংযোজন
INTERMEZZO (ইন্টারমেজো)	—	অন্তরা সঙ্গীত
LIBRETTO (লিব্রেত্তো)	—	গীতিনাট্যের উপযোগী মূলসঙ্গীত
LUR (লুর)	—	স্কান্ডিনেভীয় বায়ুবাদ্য
LUTE (ল্যুট)	—	ম্যান্ডোলিনের ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র (তারের পরিবর্তে জান্তব তন্তুদ্বারা গঠিত)
MADRIGAL (মাদ্রিগাল)	—	একপ্রকার কণ্ঠসঙ্গীত

MAESTOSO (মেইস্তোসো)	—	খানদানি
MA NON TROPPO (মা নন্ ত্রোপ্পো)	—	কিঞ্চিৎ বেশি
MARSCH (মার্স)	—	রণসঙ্গীত (জার্মান ও অস্ট্রীয়)
MAZURKA (মাজুর্কা)	—	প্রাণোচ্ছল পোলদেশীয় নৃত্য ও সঙ্গীত
MENO (মেনো)	—	একটু আস্তে
MENUETTO (মেনুএত্তো)	—	সংক্ষিপ্ত
MEZZO-SOPRANO (মেজো সোপ্রানো)	—	মধ্যগ্রামের নারীকণ্ঠস্বর
MOLTO (মোল্‌তো)	—	ক্ষিপ্রগতি
MOTET (মোতে)	—	বিভিন্ন স্বরসমন্বিত ধর্মীয় গাথা
MUTE (মিউট্)	—	স্তব্ধ
NACHTMUSIK (নাখট্‌ম্যুজিক্)	—	নৈশসঙ্গীত
NOCTURNE (নক্‌টার্ন বা নক্‌তুর্নে)	—	নৈশসঙ্গীত
NONET (নোনে)	—	নয় যন্ত্রীর দল
OBBLIGATO (ওব্লিগাতো)	—	বাধ্যতামূলক
OBOE (ওবো)	—	একপ্রকার কাঠের ছোটো বায়ুবাদ্য (একপ্রকার বাঁশি)
OPERA (ওপেরা)	—	গীতিনাট্য
OPERETTA (ওপেরেত্তা)	—	সংক্ষিপ্ত গীতিনাট্য
ORCHESTRATION (অরকেস্‌ট্রেশন্)	—	বহুযন্ত্রীসমন্বিত সঙ্গীতদলের উপযোগী সঙ্গীত-এর প্রযোজনা

PALESTRINA (পালেস্ত্রিনা)	—	ইতালির পালেস্ত্রিনা নগরে উদ্ভূত একপ্রকার ধর্মীয় সঙ্গীত (পালেস্ত্রিনা নামক সঙ্গীতকার কর্তৃক প্রচলিত)
PASTORAL (পাস্তোরাল)	—	সঙ্গীতের মাধ্যমে নানাপ্রকার মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা
PIACERE (পিয়াচেরে)	—	মনোরম
PIACEVOLE (পিয়াচিভোলে)	—	মনোজ্ঞ
PIANOFORTE (পিয়ানোফোর্তে)	—	পিয়ানোজাতীয় একপ্রকার তারবাদ্য
POLKA (পোল্‌কা)	—	বোহেমীয় দ্রুততালের নৃত্য ও সঙ্গীত
PORTAMENTO (পোর্তামেন্তো)	—	বহন করা
POSTLUDE (পোস্টল্যুদ)	—	ধর্মীয় সঙ্গীতের শেষাংশ
POTPOURRI (পোপুরি)	—	মিশ্রসঙ্গীত (পাঁচমিশালি)
PRELUDE (প্রেল্যুদ্)	—	আলাপন
PRESTO (প্রেস্তো)	—	দ্রুত
PRIMA DONNA (প্রিমা দোন্না)	—	গীতিনাট্যের মুখ্য গায়িকা
QUADRILLES (কাদ্রিয়ে)	—	একপ্রকার ফরাসি নৃত্যের উপযোগী সঙ্গীত
RECITATIVE (রেসিটেটিভ)	—	গীতিনাট্যের অন্তরার আবৃত্তি
REQUIEM (রেকিম্)	—	অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীত (শোকাবহসঙ্গীত)
RHAPSODY (র‍্যাপ্‌সোডি)	—	কাব্যসঙ্গীত
RONDO (রন্দো)	—	ঘুরে ঘুরে একই সুরে ফিরে আসা
SAXOPHONE (স্যাক্সোফোন)	—	আদলফে সাক্স্ কর্তৃক উদ্ভাবিত একপ্রকার পিত্তলের বায়ুবাদ্য (বাঁশি)

SCHERZO (স্কেরত্জো বা স্যারৎজো)	—	হাসিঠাট্টা
SFORZANDO (স্ফোরজান্দো)	—	সজোরে
SINFONIA (SYMPHONY) (সিনফোনিয়া)	—	গীতিনাট্য বা মূক-নৃত্যনাট্যের আবাহনী যন্ত্রসঙ্গীত
SONATA (সোনাটা)	—	এক বা দুই যন্ত্রের মধুর সঙ্গীত
SOPRANO (সোপ্রানো)	—	সর্বোচ্চ গ্রামের নারীকণ্ঠস্বর (বেহালার স্বরের অনুকরণকারী)
SPINET (স্পিনে)	—	একপ্রকার পিয়ানোজাতীয় তারবাদ্য
SPIRITOSO (স্পিরিতোসো)	—	বীরত্বব্যঞ্জক (শৌর্যব্যঞ্জক)
SUITE (স্যুইট্ বা স্যুট্)	—	একত্রিত কয়েকটি যন্ত্রসঙ্গীতালেখ্য
TEMPO (তেম্পো)	—	তাল
TOCCATA (তোক্কাতা)	—	হাল্কাস্পর্শে বাজানো দ্রুততালের যন্ত্রসঙ্গীত
TREMOLO (ট্রেমোলো)	—	গিট্‌কিরি
TUBA (টুবা)	—	পিত্তলের বৃহৎ ও গম্ভীর বায়ুবাদ্য
VARIATION (ভ্যারিয়েশান)	—	পুনরাবৃত্তি
VIBRAPHONE (ভিব্রাফোন)	—	একপ্রকার কম্পিত সুরবিকাশী যন্ত্র
VIBRATO (ভিব্রাতো)	—	কম্পিত
VIVACE (ভিভাচে)	—	প্রাণোচ্ছল
WALTZ (ভাল্ৎস্)	—	চক্রবৃত্ত নৃত্য (নদীর ঢেউ-এর তালে নৃত্য)
XYLOPHONE (জাইলোফোন)	—	কাষ্ঠনির্মিত তালবাদ্য

উল্লেখযোগ্য সংশোধন

সঙ্গীতজ্ঞদের যে ছবি ছাপা হয়েছে তার মধ্যে শেষ দুজন
সঙ্গীতজ্ঞের পরিচিতি ভুলক্রমে বদলে গেছে পরস্পরের সঙ্গে—
তাঁরা যথাক্রমে হলেন দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ্
সোস্টাকোভিচ্ ও বেঞ্জামিন ব্রিটন্।